উত্তরায়ণ

Uttarayan

by Anirvan

অনির্বাণ

উত্তরায়ণ

অনির্বাণ

হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট
৯এ, অশ্বিনীনগর
কলিকাতা-৭০০ ০৪০

UTTARAYAN
By Anirvan

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩১শে মে, ১৯৯৫

প্রকাশক ঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরী
হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট
হৈমবতী
৯এ, অশ্বিনী নগর, কলিকাতা-৭০০ ০৫৹

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ
২৩/৪২, গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা-৭০০ ০২৯

মুদ্রক ঃ শ্রীদুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

© শ্রীমতী রমা চৌধুরী

মূল্য ঃ ষাট টাকা (দেশে)
চার ডলার (বিদেশে)

পরিবেশক

শ্রীঅরবিন্দ পাঠ-মন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশন
জেলা এবং পোস্ট—হাওড়া

নিবেদন

প্রথমেই ভাবী-ভবিষ্যতের স্বপ্ন এঁকে নেওয়া ভাল। স্বামীজির সংগে যখন পত্রযোগাযোগের—'আঁধারের পার হতে এসেছি আলোতে'—এর যোগ এল তখন তো বুঝিনি আমাদের চিঠিগুলি কখনও দরকার হতে পারে। একবার তিনি নিজেই অকৃপণ হাতে লিখলেন—"তোমার চিঠিগুলি ফেরৎ পাঠাতে পারি—তবে দুই পিঠেই লিখো—নইলে ভারী হয়ে যাবে।" আমার কাছে সম্ভার বেশী নাই, তাই যতগুলি চিঠি আছে—তারই প্রতিফলন পাবেন বইটীতে। এর প্রকাশে যদি কেউ উপকৃত হন—তাহলেই জানব নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত অনির্বাণ ইচ্ছার জয়ন্তী ঊষার উৎসব সার্থক।

বইখানির প্রকাশনে যাঁরা অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই প্রথমেই শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষ চট্টোপাধ্যায়কে, শ্রীজয়দেব ব্যানার্জী (নতুন দিল্লী), শ্রীক্ষণেশ্বর ঘোষাল (দমদম), শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (কলিকাতা), শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (পার্ক সার্কাস) ও শ্রীশেখর দাশগুপ্তকে (মুদ্রক)।

মরমীয়া ভাবনায় বইখানিকে ফুটিয়ে তোলবার অবিরাম প্রয়াস যিনি চালিয়ে গেছেন, সেই অধ্যাপিকা রমা চৌধুরীকে জানাই পরম শ্রদ্ধা।

শ্রীঅনির্বাণের নিরাবরণ দাক্ষিণ্য "আজি দখিন দুয়ার খোলার" মত নেমে আসুক তাঁদের জীবনে।

উত্তরায়ণ মর্ত্ত্যধামের আপামর জনগণকে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর চেতনায় ওঠবার ইসারা এর প্রকাশন তাই সর্বাঙ্গীণ অভিনন্দিত।

৩১শে মে, ১৯৯৫
নূতন দিল্লী

মোহনতোষ চট্টোপাধ্যায়
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

মনস্থির না করতে পারলে কিছুই হবে না। এ কথা আমরা শুনে এসেছি। তার জন্য সবাই ধরে বৃত্তিনিরোধের পথ। কিন্তু বাইরের মনটাকে চেপে ধরলে বৃত্তিনিরোধ খুব সহজ হয় না। নিগ্রহের নানা কুফলও দেখা যায়। নিরোধ বা উপশম হ'ল শেষের কথা, তার আগে আছে একটা শুদ্ধসত্ত্বের ভূমি। সেখানকার তত্ত্ব শূন্যতা নয়, সৌষম্য। এইটিকে আগে আয়ত্ত করতে পারলে উপশম সহজ এবং কল্যাণকর হয়। মনের বৃত্তিগুলিকে গুছিয়ে একটি "প্রস্ফুটিত পদ্মের রূপ" দিতে হবে। জীবনে ছন্দ আনতে হবে। একটা ভাবের ভূমিকা না থাকলে এই ছন্দ ফোটে না। ভাবের মূল হল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা আনে আত্মসমর্পণের আকূতি। তিনি আছেন, তাঁর হয়ে আমি আছি, এ জীবন তাঁরই লীলাকমল। প্রাণের প্রত্যেকটি স্পন্দন তাঁরই ছন্দে ছন্দিত— অহরহ এই বোধে ভাবনা, বেদনা ও সংকল্পের সমাহার ঘটে। এই সৌষম্যের মূলে একটা ধ্রুব অচঞ্চল সত্তার প্রৈষা (urge) আছে। চিত্তের অন্তরাবৃত্তির দ্বারা এই সত্তার বোধকে জাগিয়ে রাখতে হবে। আমারই গভীরে আছে একটি নির্বর্ণ সত্তা—সুষুপ্তির মত, মৃত্যুর মত, নির্মেঘ আকাশের মত। নিজের নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কখনও কখনও তার সাক্ষাৎ পাই। এই কূটস্থ সত্তাই আমার জীবনের প্রচোদক। আমার ভাবনা বেদনা-সংকল্প সমস্ত উৎসারিত হচ্ছে— ঐ ধ্রুববিন্দু হতে—জীবন সম্পর্কে এই অবরোহ দৃষ্টি আনতে হবে।

প্রাচীন সাধকেরা সম্যক্ দৃষ্টির উপর খুব জোর দিতেন। বাস্তবিক দৃষ্টির স্বচ্ছতায় সাধনা অনেক সময় সহজ হয়ে যায়। সাংসারিক ব্যাপারে আমরা বুদ্ধি খাটাই—একটা জিনিষ তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে অনেক সময় চলি দিনকানার মত—নির্বোধের মত—এরও যে একটা বিজ্ঞান আছে—এ কথা ভুলে যাই। তত্ত্বসন্ধানী দার্শনিকের চিত্ত না হলে সাধনায় অনেক ঝামেলা পোয়াতে হবে—এটা জানা থাকা ভাল।

অনির্বাণ

| ১ |

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৮.১০.৬১

কঠোপনিষদের লেখাটা তৈরী হচ্ছে। এদিকে বেদমীমাংসার প্রথম খণ্ড বেরিয়ে গেছে। ঘড়ির কথা আমার মনে আছে। এলে খবর দিও।

চিত্তে যখন বিরাটের জন্য আকুতি জাগে তখন অধ্যাত্মজীবনের সমস্ত দুর্যোগই জানবে সুযোগের ভূমিকা। বৃহতের জন্য বৃহৎ মূল্য দিতে হবে। ভয় পেয়ো না, মুষড়ে পড়ো না।

গার্হস্থ্য জীবন সুস্থ স্বাভাবিক জীবন। তোমার যদি সংগতি এবং রুচি থাকে, তুমি বিয়ে কর না কেন? বিয়ে না করলেই ভগবান পাওয়া যায়, এ ধারণা ভুল। অধ্যাত্মজীবনের পক্ষে মেয়েদের মধুর সাহচর্যও দরকার হয়—জীবনে তা আনে শ্রী ও বীর্য। মেয়েদের যে-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাচ্ছ, মহীয়ান্ হয়ে নিজেকে তার যোগ্য কর। শুধু শিবের জন্যই তো উমার তপস্যা নয়, উমার জন্যও তার প্রেমের যোগ্য হবার জন্যও শিবের তপস্যা। শিব গাছ থেকে পড়েন না।

মধুপায়ী আত্মাকে নিকটে জানা, মানে হৃদয়ে জানা[১] নচিকেতার কৈশোর দিয়ে আত্মচৈতন্যকে হৃদয়ে অনুভব করা। তোমার মাঝে একটা রসের তৃষ্ণা আছে, সেটা তৃপ্ত হতে পারে যদি হারানো কৈশোরকে আবার ফিরিয়ে আনতে পার। যখন কৈশোর এসেছিল, তখন তুমি ছিলে অচেতন। সে যায়নি, দেহ থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু মন থেকে নয়। নিজেকে কিশোর কৃষ্ণের সংগে এক ভাবনা করো—তেমনি স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দ সুষমাময়, মনোহরণ—কিন্তু নিরাসক্ত।

মাঝে-মাঝে চিঠি লিখো, তাতে ভাল হবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[২]

ওঁ

হৈমবতী
১৫.১০.৬১

তোমার রুচি আছে, সংগতি আছে যখন, তখন তোমার বিয়ে করাই উচিত, এবং আলাদা জীবন যাপনের জন্য যদি আলাদা ঘর বাঁধতে হয়, তাও বাঁধা উচিত। কর্তব্য-অকর্তব্যের মীমাংসা অনেক সময় টাকা দিয়ে হয়ে যায়। দূর থেকে পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা যেতে পারে, এক গোয়ালে গুঁতাগুঁতি করবার কি দরকার?

মেয়েদের বেলায় হৃদয়ের উৎকর্ষই বড়। মেয়ে লেখাপড়ায় তুখোড় না হ'ক, কিন্তু যদি হৃদয়বতী হয়, তাহলে তাকে স্বচ্ছন্দে সংগিনী করতে পার। আধুনিক আদর্শ হচ্ছে নিবেদিতা, আর প্রাচীন আদর্শ সারদা। কে বড়, কে ছোট—আমি জানি না। যার মাঝে দুটি এসে মিলেছে, সেই বরেণ্যা। না পেলে সারদা।

উমার জন্য শিবের তপস্যা বলতে আমি এই বোঝাতে চেয়েছিলাম, একটি মেয়েকে বাইরে পেলেই কিছু লাভ হয় না, যদি অন্তরে নারীত্বের মহিমাকে উপলব্ধি না করতে পারি। ছেলেদের মেয়েকে ভাল লাগে—এটা প্রাকৃতিক আকর্ষণ। তাকে খানিকটা দেবীও করে তোলে তারা প্রথম-প্রথম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালবাসা নেমে আসে অন্ধতামিস্রায়। মেয়েদের মাঝে তবুও খানিকটা মহিমবোধ থাকে, পুরুষের বেলায় প্রায়ই থাকে না। পুরুষ মাতৃত্বের মহিমাকে স্বীকার করে; কিন্তু পত্নীত্বের মহিমাকে কেন নয়? একটি মেয়ের ভালবাসার যোগ্য হওয়া, শিব হয়ে তার মাঝে সতীকে ফুটিয়ে তোলা—সে কি সোজা?

সাক্ষিভাব শিবের; আর হৃদয়ে ধ্যানের ফলে যে প্রেম ও আনন্দের অনুভব—এই হল জীবের। তোমার মাঝে জীব আর শিব এক হয়ে আছেন, সুতরাং তোমার ভাবনা ঠিকই হচ্ছে।

কিশোর কৃষ্ণের ছবি রাখতে পার, আমি চাই, তোমরাই কৃষ্ণ হয়ে যাও। প্রতিটি মেয়ে কিশোরী, প্রতিটি ছেলে কিশোর, একটা ভালবাসার বৃন্দাবন, পদাবলীকার তার বর্ণনা করতে গিয়ে বড় স্থূলে নেমে গেছেন। আমি তার পক্ষপাতী নই। ধর, কৃষ্ণা বা দ্রৌপদীর যে-ভাব কৃষ্ণের প্রতি—বিশুদ্ধ সখিত্বের ভাব, অথচ প্রাণঢালা ভালবাসা—আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এইটি

আসবে না কেন? প্রাচীন সমাজে ছেলেমেয়েদের যে ব্যবধান ছিল, এখন তা ভেঙে যাচ্ছে বা গেছে। কিন্তু বৃন্দাবন তবু আসছে না কেন?

কিশোর আনন্দময়, সহজ, অনাসক্ত। এইটিই মূলভাব, অবশ্য এটি আনবার জন্য প্রশান্তি, সাক্ষিভাবনা, আকাশ-ভাবনা সবই দরকার হবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৩]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২৯.১০.৬১

প্রথমেই তোমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নেওয়া উচিত—তুমি গৃহী হবে না সন্ন্যাসী হবে (অর্থাৎ অবিবাহিত থাকবে)। দুটি পথই সত্য এবং সুন্দর। একটা পথ বেছে নিলে নিষ্ঠার সংগে সে-পথে চলতে হবে।

গীতার ভাষায় 'ধর্মাবিরুদ্ধ কামের' সেবার দ্বারা প্রবৃত্তির ক্ষয় হলে নিবৃত্তি সহজ হবে।

বয়সে ১০।১২ বছর তফাত্ থাকাটা ভাল। জেনে-শুনে বিয়ে করো, তাকে তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সব খুলে বলো। তোমার Sex-life-এ সে হবে দিশারিণী, সে তোমাকে চালিয়ে নেবে। এ বিষয়ে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করবে প্রথম, তাকে গুরুপদে বরণ করে নেবে। এ বিষয়ে দুজনের frank হওয়া খুব ভাল। সাধারণত পুরুষ হয় Oversexed, আর মেয়ে Undersexed। সুতরাং Sex-life-এর ভারটা মেয়ের উপর দেওয়াই ভাল।

একটা ভুল ধারণা গোড়াতেই ভাঙতে হবে। মা-বোন-মেয়ের সংগে একরকম সম্পর্ক, কেবল স্ত্রীর সংগেই অন্যরকম—এটা ভুল। স্ত্রীর মাঝেও মায়ের মহিমা, বোনের বীর্য, কন্যার কমনীয়তা আবিষ্কার করতে হবে। একটি মেয়েকে পুরোপুরি জানতে হবে—যদি তাকে বিয়ে কর। আমরা শুধু রসের দিকটা দেখি—মহিমা, বীর্য ও শ্রীর দিকটা দেখি না। যদি দেখতাম, কাম

শোধিত হয়ে প্রেম হ'ত। মেয়েরা কিন্তু স্বামীর মাঝে সব খোঁজে—পিতা, গুরু, সখা, সন্তান, প্রিয় সব।

নারীর মহিমা মাতৃত্বে। সেই মহিমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, তোমার মাঝে যে কামপুরুষ রয়েছে সেই, তাহলেই ভিতরে শক্তি জাগবে, কাম রূপান্তরিত হবে প্রেমে, বাসনার ধার মরে যাবে।

কিছুদিন নারীর বিশ্বোত্তীর্ণ রূপের ধ্যান করা উচিত—যে-নারী সচ্চিদানন্দময়ী, সত্তার শান্তি, চৈতন্যের দীপ্তি আর আনন্দের মাধুরী যার মাঝে মূর্ত হয়েছে। মৃন্ময়ীরা সেই চিন্ময়ীরই প্রতিরূপ—এই ভাবটা সহজ করে নিতে হবে।

দেহের ক্রিয়াকে বড় করে দেখো না। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'ওগুলি ভাতের বিকার', ঠিক তাই।

'যোগস্থ হয়ে কর্ম করবে'—গীতার উপদেশ। ত্যাগ দ্বারা ভোগ করবে—উপনিষদের অনুশাসন। অর্থাৎ সব-কিছুর অতীত হয়ে সব-কিছুর মাঝে থাকা। এই হল পূর্ণ জীবন, দিব্য জীবন, যোগ-ভোগের সমন্বয়ের জীবন।

একই চিন্তা বার বার ফিরে তো আসবেই, ওটা মনের ধর্ম। বিষয়-চিন্তা হলে ওটা কাম, আবার পরমার্থ-চিন্তা হলে ওটাই প্রেমের কারণ হয়। ক্ষুদ্রের পিছনে বৃহতের চেতনাকে জাগিয়ে রাখ।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৪]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৩.১২.৬১

ভুক্তবৈরাগ্যের অর্থ বিষয়কে সংযতভাবে ভোগ করে ক্রমে তাতে অনাসক্ত হওয়া, তাহলেই কাম বা ভোগবাসনা ধর্মের দ্বারা শাসিত হবে। সে-কাম ধর্মাবিরুদ্ধ কাম।[1]

নারী সাধারণত সহজেই সংযতা, তার সংযমের অনুধ্যান করে নিজের

কামাকাঙ্ক্ষাকে তার অধীন করা—নারীর কাছে কামপুরুষের আত্মসমর্পণ বলতে এই বোঝায়—নারী আমার কামকে সংযত করুক, তার প্রেমস্বভাব আমাতে সঞ্চারিত করুক। পুরুষ সমাজে নারীর চাইতে উঁচুতে রয়েছে বলে সব সময় aggressive, কিন্তু নারীও মহীয়সী—এইটুকু স্বীকার করতে হবে।

প্রত্যেক পুরুষের চেতনা দ্বিধাবিভক্ত—একাধারে সে কামপুরুষ এবং শিবস্বরূপ। কামপুরুষ নারীকে মহাশক্তিজ্ঞানে শ্রদ্ধা করবে; আর শিবস্বরূপ নারীকে আত্মস্বরূপা জেনে ভালবাসবে। এটা একসংগেই চলতে পারে।

মানুষের চরিত্র অত্যন্ত complex। আমরা সাধনার সময় তাকে oversimplify করে ফেলি। তা না করে সব ভাবগুলিকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করাই কি ভাল নয়? আমি একাধারে শিশু, কিশোর এবং তরুণ হতে কি পারি না? একই নারীর কাছে শিশু, (মুখে স্বীকার না করলেও অনেক স্বামীই স্ত্রীর কাছে একটি "বৃহৎ খোকা" এবং স্ত্রীরা তা জানেও), আবার কিশোর অতএব সমবয়সী বন্ধুর মত বা ভাই-এর মত, আবার তরুণ বা শিবের মতন কি হতে পারি না? আমি শৈশব কৈশোর তারুণ্য সব-কিছুর ভিতর দিয়েই তো চলে এসেছি। কিন্তু এসেছি ছেড়ে-ছেড়ে। সেটা উচিত হয় না। চৈতন্য সাবলীল থাকবে সবসময়। Rigid হবে কেন? Extreme-এই বা চলে যাবে কেন?

আদর্শের পথ মানুষের একার। কিন্তু পরিবেশ তাকে সাহায্য করে বা বাধা দেয়। পরিবেশ-নিরপেক্ষ হয়ে তো চলা যায় না।

সহজিয়া মেয়েকে বলেন, 'রমণ কালেতে গুরু তুমি'—অর্থাৎ তুমি আমার কামকে সংযত ও উদ্দীপ্ত ভোগ দ্বারা প্রেমে রূপান্তরিত করে দাও। এদিকেও একটা পথ আছে। তার সাধনাও আছে। তখন তোমরা শুধু স্বামী-স্ত্রী নও, তোমরা সাধক-সাধিকা। সে যেমন বলেছে, একজনের কাছে আত্মসমর্পণ না করে নিজেকে ফোটাই কি করে? তুমিও তেমনি বলতে পার, তোমাকে ভালবেসে সাধনার পথের সব চাইতে বড় বাধাকে আমি এড়াতে পারি, তুমি কি আমার সহায় হবে? এ-বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা হওয়া ভাল।

এইখানেই ভুক্তবৈরাগ্যের কথা ওঠে। শ্রদ্ধা ও সংযম সহকারে ভোগে, বৈরাগ্যের পথই প্রশস্ত হয়। আজ এই পর্যন্ত। আমার কথাগুলি ভেবে দেখে এই line-এ প্রশ্ন করতে পার। আমি ২৪।১২ তারিখে কলকাতা যাচ্ছি। ২৬শে রাঁচী চলে যাব।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৫]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১৭.১২.৬১

ভয় পেয়ো না। মনে রেখো তুমি পুরুষ, তুমি তপস্বী, কঠিনকে সহজ করাই তোমার সাধনা।

রামকৃষ্ণদেব অবিদ্যাস্ত্রী আর বিদ্যাস্ত্রীর কথা বলতেন। যে-মেয়ে শুধু নিজের সুখ বোঝে সে অবিদ্যাশক্তি। কিন্তু যার ভিতর আত্মনিবেদন আছে এবং বিরাটকে জানবার আগ্রহ আছে, সে বিদ্যাশক্তি। মেয়েদের বেলায় আমি বুদ্ধির চাইতে হৃদয়কে দাম দিই বেশী। দেখেছি, অনেক বড়-বড় তত্ত্ব তারা হৃদয় দিয়ে চট্ করে ধরে ফেলে। আর পুরুষের বুদ্ধিজাত যে-জ্ঞান, সেটা হৃদয়ে উপলব্ধ না হওয়া পর্যন্ত কি তা অপরোক্ষ হয়?

অরবিন্দ দর্শনের পথে চলার পক্ষে বিবাহ কোনরকমেই বাধা হতে পারে না। আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলব। আমি ২৪।১২ তারিখে নীচে নেমে যাচ্ছি। ২৫।১২ রাত্রি ৯টার পর এক ঘণ্টা তোমাকে একান্তে সময় দিতে পারি। তখন সাক্ষাৎ আলোচনায় তোমার কাছে অনেক কথাই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেমন? জানিও।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৬]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১৮.৩.৬২

তুমি একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছ দেখে খুশী হলাম। এই তো বীরের মত কাজ।

লেকে বেড়াও শুনে খুশী হলাম। Lily Pool-এ গিয়ে আমি চুপ করে বসে থাকতাম। খুব ভাল লাগত। প্রকৃতির মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে, আত্মহারা হয়ে যেতে পারলে nervous tension কমে যাবে। বিছানায় শবাসনে শুয়ে নিজেকে fully relax করেও আরাম পাবে।

মেয়েটির নাম জানি না। ঠাট্টা করে তাকে "মোহিনী" বলেছিলাম, সে "মোহিনী" হতে যাবে কেন? তোমার জীবনে সে হ'ক "জয়ন্তী" উষার আবির্ভাব। তাকে জয়ন্তী বলে সম্বোধন করে ছোট্ট একটা চিঠি দিলাম।

এখন বিবাহের প্রস্তুতি—কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করবার জন্যই বিবাহ। মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করে তুলতে হবে অন্তরে। তোমাদের মিলন হবে হর-পার্বতীর মিলন।

হর বিদেহ—আকাশবৎ। পার্বতী "তস্মিন্নেবাকাশে বহুশোভমানা উমা"।[1] বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত রীতিমত তাকে ধ্যান কর। নিজের দেহটাকে আকাশের মত স্বচ্ছ বলে ভাবনা কর, আর সেই সংগে ভাবনা কর, তোমার দেহ যেন তার দেহে রূপান্তরিত হচ্ছে। তোমার জায়গায় সে বসে আছে—চিদ্ঘনবিগ্রহা হয়ে, আর তুমি আকাশ হয়ে তাকে জড়িয়ে আছ।[2]

বিশেষ করে অনুধ্যান করবে তার হৃদয়ের। বিবাহের একটি মন্ত্রে আছে—'যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম।' এইটিকে সত্য করতে হবে। হৃদয় চিত্তস্থান। হৃদয়ের ধ্যানে নারীদেহ আর মোহিনী থাকে না—যোগিনী হয়ে ওঠে। দেহের আকর্ষণকে অতিক্রম করতে হলে চিত্তকে বড় করতে হবে, অতএব যোগিনী-চিত্তের ধ্যান করতে হবে। এ-মেয়ে স্থূলদৃষ্টিতে যা-ই হ'ক, তত্ত্বদৃষ্টিতে কিন্তু সেই উমাই—এই বোধটি বিয়ের আগে স্পষ্ট করে নাও।

এই সময়টাতে যদি আমায় চিঠি লিখে-লিখে আরও-কিছু জেনে নাও, ভাল হয়। আজ যাই।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৭]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২৫.৩.৬২

বিজয়কান্ত রায়চৌধুরীর একখানা বই আছে 'কল্যাণের পথে'—প্রকাশক 'প্রজ্ঞাশ্রী'-৮/২ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭। এই বইখানা পড়ে দেখো, ওতে আমারও একটা প্রবন্ধ আছে। তোমার ভাবীজীবনের কতকগুলি practical hint হয়তো ওতে পাবে।

এখন হঠাৎ ছুটি নিও না। কাজকর্মের ভিতর দিয়েই সাধনা করে চল। যদি ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ কর, পরে নিও কয়েকদিনের জন্য, নিয়ে পুরীতে যেতে পার। কাছেও হবে, সমুদ্রের বিশালতায় জীবনের বিশালতাকেও অনুভব করবে।

আরেকটা কথা। বিবাহকে seriously গ্রহণ করেছ যখন, তখন এই বৈশাখেই বিয়ে না করে দু'এক মাস পিছিয়ে দিলে হয় না? ততদিনে পূর্বরাগের সাধনার ভিতর দিয়ে দু'জনার ভাবকে শুদ্ধ করে নেবার সুযোগ পাবে, অন্তরে তৈরী হয়ে তবে বাইরে মিলবে।

"জয়ন্তী" সেই মহাশক্তি, যিনি অন্ধকারের বাধাকে তিলে-তিলে অপসারিত করে উষার আলো হতে সাবিত্রীদীপ্তিতে জীবনে ফুটছেন। এই জয়ন্তী তোমার মাঝেই আছেন, তোমার আত্মশক্তিরূপে প্রজ্ঞা ও শ্রীরূপে। বাইরের জয়ন্তী তারই প্রতিমা। প্রতিমা আজ হয়তো কাদার তাল, কিন্তু তারই মত নমনীয়। তাকে রূপ দিতে হবে তোমাকেই। পুরুষের ভালবাসা বীর্যশালী হবে, তবেই তার সার্থকতা।

Sex-relation বাদ দেওয়ার কথা হচ্ছে না। তবে ভোগকে সংযমের ডোরে বাঁধতে হবে। বহুদিন কাটাতে হবে "সাপের মাথাতে ভেকেরে নাচাবি, সাপ না গিলিবে তায়।"[১] স্বামী-স্ত্রী হয়েও ভাই-বোনের মত থাকা। কাম জাগবে, কিন্তু সেই ধূমশক্তিকেই জ্যোতিঃশক্তিতে রূপান্তরিত করা। ভাব ছাড়া তা সম্ভব হয় না। কিছু যৌগিক পন্থাও আছে। একটা হচ্ছে যোনি-মুদ্রার সাধনা। দ্বিতীয়ত কুণ্ডলিনীর ধ্যান দ্বারা মেরুচৈতন্যকে জাগ্রত করা। কিছু সঙ্কেত এই বইখানাতে (কল্যাণের পথে) পাবে। নিগূঢ় কথা তোমার

ধীরে-ধীরে বলব। আজ আর সময় হল না। চিঠি পেয়েই চিঠি দিও—এখন কিছুদিন প্রতি সপ্তাহে যাতে আমার চিঠি পাও।

রামকৃষ্ণদেবের একটা কথা আছে, 'সাধনার ফলে একটি প্রেমের শরীর হয়, প্রেমের লিঙ্গযোনি হয়, তাতে প্রেমের রমণ হয়।' সাংঘাতিক কথা, কিন্তু অত্যন্ত সত্য কথা। বিবাহ সেই সাধনার সূত্রপাত। যাই।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৮]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১.৪.৬২

বিয়ে জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম দিকে হলেও চলবে। তাহলে তুমি ছয় সপ্তাহ সময় পাবে। তারও পরে ঐ যে বলেছি সাপের মুখে ভেককে নাচানো—তার জন্য যত দিন পার সময় নিতে হবে। খোলাখুলিই বলছি। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের দুটা দিক আছে—তাদের সোহাগ, যার শাস্ত্রীয় নাম হল লীলা-বিলাস, আরেকটা actual sex-union বা সম্প্রয়োগ। বিয়ের পর এই শেষের দিকটাতে স্বভাবতই ছেলেরা বেশী ঝোঁকে এবং একবার তার স্বাদ পেলে মেয়েরাও। এইখানে বাঁধ দিতে হবে যে-পর্যন্ত দুর্বার যৌন আকাঙ্ক্ষাকে পরস্পরের সম্মতিতে বশে না আনতে পারছ। 'রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ'—কিছু উত্তেজনা তো আসবেই, তাকে রূপান্তরিত করতে হবে উদ্দীপনায়। এইখানে কুণ্ডলিনীভাবনায় খুব সাহায্য করে। যৌনবোধকে ঠেলে নিতে হবে মেরুদণ্ডের ভিতরে। দৃষ্টি সব সময় থাকবে ভ্রূমধ্যে—শিবের তৃতীয় নয়নে—মদনদহনের ঐ তাৎপর্য। প্রিয়স্পর্শে দেহে যে সুখের শিহরণ জাগবে তাকে কুণ্ডলিনীজাগরণের উপলক্ষ্য করে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে ঊর্ধ্বস্রোতা করতে হবে। রামকৃষ্ণ নিদ্রিত সারদাদেবীকে দেখে বলছেন,

মন, এই তো স্ত্রী-শরীর, ইচ্ছা হলে গ্রহণ করতে পার।' কিন্তু গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁর সমাধি হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঐ ঊর্ধ্বস্রোতা হওয়ার ব্যাপার। আকাশ-কুণ্ডলিনী যোগ আর physical sex-sublimation একই ব্যাপার। আকাশভাবনায় আত্মমহিমার বোধ জাগবে, তুমি প্রিয়ার দিকে কামোন্মত্ত হয়ে ধাবিত হবে না। সে-ই নদীর মত তোমারি মাঝে মিশে যাবে, তুমি তন্ত্রের ভাষায় 'অক্ষুব্ধস্থিরমানস' হয়ে তাকে গ্রহণ করবে। আকাশভাবনার বিরাট background এ ঐ মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে চেতনাকে ঊর্ধ্বস্রোতা করবার যে-সাধনা, তাতেই কামজয় করা সম্ভব। কাম জয় করলেই জাগে প্রেম। মেয়েরা সাধারণত খুব বেশী sexy হয় না। পুরুষ যদি অক্ষুব্ধ থেকে তাদের লীলায়িত হতে দেয়, aggressive না হয়, তাহলে তাদের প্রেমস্বভাব স্ফূর্তি পায়। তখন সম্প্রয়োগের চাইতে লীলাবিলাসেই রসচেতনা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। একে বৈষ্ণবেরা বলেন উজ্জ্বলরসের সাধনা।

সম্প্রয়োগের শেষে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই একটা spiritual expansion-এর বোধ আসে। ঐ বোধটা ঠিক ভাবসমাধির বোধের মত। এই ভাবটাই আগে আনতে হবে, যাতে সম্প্রয়োগের প্রয়োজন বা ইচ্ছা হলেও তা ঐ বিরাট পরিবেশের মাঝেই মেটানো যেতে পারে।

একটা কথা গোড়া থেকেই পরিষ্কার করে নাও। তুমি বিয়ে করছ নারীকে নয়—উমাকে, মহেশ্বরীকে, ভগবানকে। এই ভাবটি গোড়া হতেই শক্ত করে ধরতে হবে। এই ভাবনাতেই দ্বৈতজীবনের নানা সংঘাত থেকে উদ্ধার পাবে। ভোগকেও যোগে রূপান্তরিত করতে পারবে। এই দেহেই সচ্চিদানন্দের অনুভব পাবে।

উমা কে? তোমারই প্রশান্তচিত্তের স্নিগ্ধ আনন্দ—যা তোমার সত্তার গভীরে প্রাকৃত নারীর মতই সমর্পিতা, আবার বিশ্বের প্রতি কল্যাণদৃষ্টিময়ী। একাধারে যিনি শিবসীমন্তিনী, আবার জগজ্জননী। প্রাকৃত নারীতে আমরা এই ভাবটি পাই না। প্রিয়াকে প্রথম প্রিয়ারূপেই গ্রহণ করি, তার পর সন্তান হলে তার মাঝে যখন জননীত্ব ফোটে, তখনও পুরুষ তাকে বড় একটা আমল দেয় না—আমল দেয় বয়সের ভাটা ধরলে, কামবেগ খানিকটা প্রশান্ত হলে। কিন্তু তোমাকে ঐ জননীর ভাবটাই আগে নিয়ে আসতে হবে। শিব হয়ে জগজ্জননীর সঙ্গেই মিলতে যাচ্ছ। আগে প্রিয়া, পরে জননী নয়। জননী ও প্রিয়া দুইই যুগপৎ। এটি ধ্যানের দ্বারা, আত্মমহিমার উপলব্ধিকে ভিত্তি করে আগে পেয়ে নিতে হবে। নিজেকে ভাববে আকাশবৎ। সেই আকাশ ব্যেপে মহাশক্তি প্রাণ হয়ে, আলো হয়ে হিল্লোলিত হচ্ছেন। সেই আকাশ আর আলোর দিব্য পরিবেশের মাঝে জগৎ শিশুর মত ভাসছে। শিব-শক্তির

সমাগমে হৃদয় যেখানে হৃদয়ের সঙ্গে মিলছে, সেইখানেই আলোর শিশুরূপে কুমারের বা জগতের জন্ম—এই বোধটি স্পষ্ট করে তুলতে হবে।

দেহের মিলনেও হৃদয়কে এবং ভ্রূমধ্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। সম্মিলিত দুটি দেহের উজানস্রোত মূর্ধার উপর দিয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে—এই ভাবনা এখনই করতে পার। তাহলে প্রাকৃত কামসঙ্গমের ধার মরে যাবে।

Passion রজোগুণের জগতে। তা আছে। কিন্তু তা-ই আছে, এবং তা-ই সৃষ্টির একমাত্র তাৎপর্য, কে বলল? মদন দহন করে Passion-এর ঊর্ধ্বে গিয়ে তার পর মদনমোহন হয়ে ঐ passion নিয়ে খেলা করা—এই লক্ষ্য।

অহং-এর সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঠ। তবেই সব সমস্যার সমাধান হবে। আজ যাই।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৯]

ॐ

হৈমবতী, শিলং
৮.৪.৬২

সংসারেই থাক, আর বনেই যাও, তোমাকে 'অভী' হতে হবে। আমি বলেছি, বিয়ে করেও নিজেকে পূর্ণ করা যায়। বিয়ে করলে সাধনা সহজ হয় না, না করলেও সহজ হয় না। সাধনা সব সময়ই কঠিন। তবে ভুক্ত-বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলে পতনের আশঙ্কা কম থাকে।

তোমাদের বিবাহিত জীবন হবে সাধনজীবন। আর সাধনজীবন মানেই প্রাকৃত জীবনের বিপরীত। সুতরাং আমার কথাগুলি normal-এর বিপরীত হবে—এটাই স্বাভাবিক নয়? তবে যা বলেছি, তা supernormal-এর কথা, abnormal কিছু আশা করি, বলিনি। আর তুমি পুরুষ, সম্প্রতি কাম-পুরুষ। তাই তোমার যথার্থ পৌরুষ জাগাবার দিকেই তো stress দেব। তুমি বিয়ে না করলেও ঐ পুরুষের দিকটাতেই stress দিতাম।

মেয়েরা হ্লাদিনী শক্তি, তোমারই আনন্দের প্রতিমা! সমুদ্রভাবনায়, আকাশভাবনায়, শিবত্বের ভাবনায় এটি সহজ হতে পারে।

আগে অন্তরের পরিবেশ, তার পর বাইরের পরিবেশ। তোমরা যদি পরস্পরকে ভালবাস, পরস্পরের মাঝে পরস্পরের পূর্ণতা খুঁজে পাও, তাহলে যেখানেই থাক না কেন, তা-ই কৈলাস হয়ে উঠবে। সব সৃষ্টিই অন্তর থেকে বাইরের দিকে।

জগতের তত্ত্বটা শুধু দ্বৈত নয়, শুধু অদ্বৈতও নয়—বস্তুত ওটা দ্বৈতাদ্বৈত। এক দুই হচ্ছে, আবার দুই এক হচ্ছে। দুই এক হতে গিয়েই লীলাবিলাস। সেটা দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয় শুধু। বৈষ্ণবদের পরিভাষাটা হল শৃঙ্গার সাধন বা উজ্জ্বলরস।

প্রিয়জনকে কাছে পেলে প্রথম চেতনা উদ্দীপিত ও বিস্ফারিত হয়। এটাই স্বাভাবিক spiritual expansion। সহজভাবে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে পুরুষদেরও এমনি হয়। কিন্তু তার পরেই পুরুষ sex centre-এ উত্তেজনা অনুভব করে নীচের দিকে নেমে যায়। শেষে আবার ক্রিয়ানিষ্পত্তির পর ঐ expansion-এর ভাবটা আসে। আমি বলছিলাম, প্রথম থেকেই যখন ঐ-ভাবটা আসে, তাকে ধরে থাকা, উত্তেজনার খাদে না নেমে যাওয়া। এটি আকাশভাবনা এবং প্রত্যাহারে হতে পারে।

স্থির হয়ে বসে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটা আলোর স্রোত মাথার উপর দিয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে—এই ভাবনা কুণ্ডলিনী ভাবনা, ভোরে করতে পার। আমি তখন তোমাদের কথা ভাবি।

তোমার উদ্ধৃত লেখাটায়[১] যা বক্তব্য, আর আমার বক্তব্য এক। নিজেকে repress করো না। শান্তচিত্তে সব গ্রহণ কর। কেবল লক্ষ্য রেখো যেন বাইরের দিকে ঝুঁকে না পড় বা জড়িয়ে না যাও। তাহলেই ব্রাহ্মীস্থিতি[২] লাভ হবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১০]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৯.৪.৬২

তোমার চিঠিতে যে-ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে খুশী হয়েছি। আশীর্বাদ করি, তুমি যেন সীতা-সাবিত্রীর মতই হতে পার। ও...তোমার

পথের দিশারী হবে, তার অভিজ্ঞতা তোমার চাইতে বেশী, একটা আদর্শে সে অনুপ্রাণিত, তুমি যদি তাকে আত্মদান করতে পার, তাহলে সেই তোমাকে কল্যাণের পথে চালিয়ে নেবে। কখনও কোনও সমস্যার উদয় হলে তোমরা আমার কাছে সমাধানের জন্য এলে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।

চিঠির শেষে লিখেছ, "I donot seek Peace, I seek Life।" এ কথাটার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। এ তো আমাদের দেশের কথা নয়। Peace খুঁজতে গিয়েই তো মানুষ life-এর সত্যকার অর্থ খুঁজে পায়। Life seek করার অর্থ যদি হয় জীবন-যুদ্ধে জয়ী হওয়া, জীবনের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ানো—তাহলে সে-আদর্শ নিশ্চয়ই কল্যাণময়। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হতে হলে স্থির হতে হবে, প্রশান্ত হতেই হবে। বহু সংঘাতের মাঝে অটল থাকতে হবে। অর্থাৎ Peace-কে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে।

আর Seeking life যদি হয় Seeking enjoyment (যে-অর্থে ঐ ঐ কথাটা ওদেশে খুবই চলতি), তাহলে জীবনকে তুমি তো সার্থক করতে পারবে না। ভালবাসা তো আত্মসুখ চায় না, চায় আত্মবিসর্জন—বৃহতের মাঝে নিজকে ডুবিয়ে দেওয়া।

তুমি কি ভেবে ওকথা লিখলে, জানিও।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১১]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
নববর্ষ, ১৩৬৯
১৪.৪.৬২

...কুণ্ডলিনী সাধনায় 'সাপ' একটা symbol মাত্র। আসলে ওটা nervous current-এর upsurge। সুতরাং আমি যা বলেছি, তাতে শুধু ঐ সাপের অবান্তর ভাবনাটা বাদ দিতে হবে।

নারীপুরুষের দৈহিক মিলনেও চেতনা উদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে-

সঙ্গে পুরুষের প্রাণস্রোত অধোগামী হয়। তাকে নিবারণ করবার জন্যই ঐ ঊর্ধ্বস্রোতার ভাবনা -যাতে যে-কোনও সুখস্পর্শেই চেতনা ভ্রূমধ্যের দিকে উজিয়ে গিয়ে অবশেষে আকাশে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়। এটি আগে অভ্যাস করে নিলে পর ক্রমে-ক্রমে "উজ্জ্বল" রস লাভ হয়। তখন আর কায়িক মিলন দরকারই হয় না, সামান্য একটু স্পর্শেই চেতনা অমনি উজিয়ে যায়—যেমন রামকৃষ্ণদেবের যেত সারদাদেবীকে ছুঁয়ে। অথবা কায়িক স্থূল মিলনেও একটা অভূতপূর্ব আনন্দের তরঙ্গ জাগায়—যা নাকি সাধারণ লোক কল্পনাই করতে পারে না। এই অবস্থায় গর্ভাধান করলে যে-সন্তান হয়, তন্ত্রে তাকে "যোগিনীভূ" সন্তান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ-কেউ বলেন, Christ ও কৃষ্ণের জন্ম এইভাবে হয়েছিল।

নারী-চেতনাতে কাম অতিসহজেই প্রেমের উজান ধারায় বয়। তাই নারীর এই লোকোত্তর রূপটির দিকে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আর বলছি, তোমাকে আত্মস্থ হতে, আকাশবৎ হতে।

আসনে বসে বিদেহভাবনা কর, আকাশ হয়ে যাও। সেই আকাশে দেখবে, উপনিষদের ভাষায়, ধীরে-ধীরে "বহুশোভমানা হৈমবতী উমা"র আবির্ভাব হচ্ছে। তিনিই তোমার হ্লাদিনী, শিবের সতী, আকাশের আনন্দ। পত্নী তারই বিগ্রহ।

তোমার পৌরুষ তার মাঝে দেবীকে জাগিয়ে তুলুক। আজ আর সময় নেই।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১২]

ওঁ

হৈমবতী, নববর্ষ, ১৩৬৯
১৪.৪.৬২

নতুন জীবন আরম্ভ করতে যাচ্ছ, তার গোড়াতেই এমন মনমরা হয়ে যেও না। তুমি তো একা থাকবে না, এমন কাউকে তোমার জীবনের সাথীরূপে পাবে যার উপর তুমি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পার। ও তোমাকে ভালবাসে,

সুতরাং তোমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে কোথাও তার বাধবে না। তোমারও বাধবে না। পরস্পরের ত্যাগের উপর যে-জীবনের ভিত্তি, তার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল।

এই অল্প বয়সেই জীবনটাকে বিভীষিকা মনে করো না। উৎসাহে উদ্দীপনায় প্রাণকে সবসময় উজ্জ্বল রেখো। সে-উজ্জ্বলতা আসবে যদি অন্তর্মুখ হও, শান্ত হও, ঘাত-প্রতিঘাতে অবিচল থাক, আকাশের মত একটা বৃহৎ চেতনা তোমায় আবিষ্ট করে রয়েছে এই অনুভবকে জাগিয়ে রাখ। তোমার মাঝে দেবীসত্তার আবির্ভাব হ'ক। তুমি সব রকমে তার ত্যাগ ও ভালবাসার যোগ্য হও।

স্নেহাশিস জানাই আবার।

অনির্বাণ

[১৩]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২২.৪.৬২

আমাদের সমাজটা এখন অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণ করে চলেছে বলে দাম্পত্যজীবন ওদেশের মতই ব্যর্থ হতে চলেছে। কিন্তু তা বলে তাকে ব্যর্থ হতে দিতেই হবে—এ কোন্ কথা? তুমি তো কারও নকল করতে যাচ্ছ না। প্রাচীনভারতের সনাতন আদর্শকেই জীবনে রূপ দিতে চলেছ। সাধনা সবসময়ই কঠিন, কেননা তা হল অপরাপ্রকৃতির রূপান্তর। কিন্তু তুমি পুরুষ, কঠিন বলেই পিছিয়ে আসবে?

আমি আকাশ-ভাবনার কথা বার বার বলি। ঐটাই Impersonal ভাব। ওকে আশ্রয় করেই Divine Personality ফুটবে। গীতার পুরুষোত্তম[১] বা supreme person একাধারে ক্ষর এবং অক্ষর বা Impersonal। তাঁর 'মানুষী তনু'র মূলে যে 'পরংভাবম্'-এর কথা তিনি বলেছেন, অবতারের মূলে যে অব্যয়াত্মার কথা বলেছেন, সবই তো Impersonal ভাব।[২] গীতাকে তুমি out of context interpret করলে তার প্রতি সুবিচার করা হয় না। Impersonal এ প্রতিষ্ঠিত হলেই যথার্থ Personality ফুটতে পারে—তাই

আমি বার-বার Impersonal এর কথা বলি। সাধারণ বৈষ্ণবের মত রসের পিপাসায় আতুর হয়ো না। বাঙালী জাতটা এই করে নির্বীর্য হয়ে গেল।

দাম্পত্যজীবন উমা-মহেশ্বরেরই জীবন। সুতরাং হৈমবতী উমার কৃপা চাই বই কি। সে উমা তোমারই আনন্দচেতনা। তিনি হিমবানের কন্যা অর্থাৎ ঐ তুষারী স্তব্ধতার আত্মজা। আবার তিনি গিরিশজায়া। সেও ঐ স্তব্ধতারই লীলা শক্তি। উভয়ত্র তিনি Impersonalityরই অভিব্যক্তি। পুরুষ হবে মহেশ্বর, নারী হবে উমা—এই না দাম্পত্যজীবনের আদর্শ। সেই বহু-শোভমানা উমাকেই তুমি আবিষ্কার করবে প্রথমে তোমার হৃদয়ে, তার পর ওর ব্যক্তিত্বে। সে সাধারণ বাঙালী মেয়ে, তোমার ভাবনার দ্বারা তাকে অসাধারণ করে তুলতে হবে। এই তো শিবের তপস্যা গৌরীর জন্য।

"আত্মার কামনার জন্যই পত্নী"[৩]—অত্যন্ত সত্য কথা। অর্থাৎ পত্নী একটা নারীদেহ নয়, আত্মচৈতন্যের আনন্দঘন প্রতিমা। পতি একটা নরদেহ নয়, আত্মচৈতন্যেরই চিদ্‌ঘন বিগ্রহ।

মেরুচৈতন্য হল মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে ঊর্ধ্বগামী সুষুম্ণা স্রোতের অনুভব। আসনে সোজা হয়ে বসে মেরুদণ্ডটা একটা neon rod এর মত বিদ্যুদ্দীপ্তিতে পূর্ণ—এইরকম ভাবনা করতে করতে চেতনা ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে যায়। তখন মহাশূন্যে তা মিলিয়ে যায় উজান পথে। দীর্ঘদিন ধরে দুজনেই এই অভ্যাস করলে অশেষ লাভবান হবে তোমরা। ক্রমে অনুভব করবে passion রূপান্তরিত হয়েছে love-এ, তরঙ্গ উঠছে ঐ সুষুম্ণার ভিতর দিয়ে।

Sex-life সম্পর্কে অনেক বই আজকাল বাজারে পাওয়া যায়, কিন্তু দেখেছি সবগুলিই ভোগাসক্তির বই, যোগবীর্যের বই নয়। ওসব বই থেকে কিছু লাভ হবে না বরং দাম্পত্য-জীবনকে spiritual sublimity থেকে ওরা নামিয়ে আনতেই তোমায় সাহায্য করবে। তবে sex-life সম্বন্ধে কিছুটা practical জ্ঞান থাকা অবশ্যই উচিত। আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে কয়েকটা general সূত্র বলছি।

(১) পুরুষ oversexed, মেয়ে undersexed। সুতরাং দুয়ের মাঝে adjustment আনতে হলে পুরুষকে sex-control করতে শিখতে হবে, একটা প্রাচীন নিয়ম, 'অকামা স্ত্রীতে কখনও উপগত হবে না।'[৪]

(২) সম্প্রয়োগের চাইতে লীলাবিলাসে আনন্দ বেশী। তাতে অভ্যস্ত হবে।

(৩) একটা crude fact হচ্ছে, পুরুষের মাঝে একটা প্রবল আবেগ রয়েছে নারীকে penetrate করে discharge করা। এটা একটা automatic

cycle এর মত। কিন্তু নারীর রমণসুখ যোনিপথে নয়, তার ঊর্ধ্বে 'ভগাঙ্কুর' বা clitorous বলে একটি কামবিন্দুতে। ওটি যোগের ভাষায় স্বাধিষ্ঠান কেন্দ্র। ঐ কেন্দ্রে যুক্ত হয়ে নারীকে আনন্দ দিয়ে সেই আনন্দ নিজের মাঝে reflected অনুভব করা পুরুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। Penetration-টা একটা mechanical way of impregnation মাত্র। এই দিক দিয়ে পুরুষকে আত্মশাসন অভ্যাস করা উচিত।

(৪) Sex-union-এর সময় দেহে-মনে যে-উদ্দীপনা জাগে প্রত্যাহার দিয়ে তাকেই ধরে রেখে ক্রমে ধারাকে ঊর্ধ্বস্রোতা করা উচিত। 'কল্যাণের পথে' এ সম্বন্ধে hints পাবে।

(৫) যতদূর সম্ভব, চিত্তকে যোনিমণ্ডলে না রেখে নারীর হৃদয়ে ও মুখে রাখবে। মুখে যে-সৌন্দর্য তা প্রেমময়, হৃদয়ে মিশ্র, আর যোনিতে কামময়। অর্থাৎ ধারা ক্রমে নীচের দিকে নেমে এসেছে। যথাসম্ভব এই নীচের দিকে আসাটা রোধ করতে হবে। যাকে ভালবাসবে, এবং ভালবেসেই যার দেহকে গ্রহণ করবে, তার মুখের বা হৃদয়ের ধ্যান করবে; এমন কি যৌন মিলনের সময়ও একথা ভুলবে না। মোট কথা sex-union- রূপ যে একটা জান্তব ব্যাপার আছে, ভাবনার দ্বারা তাকে এমনভাবে sublimate করতে হবে যাতে যৌন-মিলনের আত্যন্তিক কোনও প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না। এ-বিষয়ে মেয়েরা খুবই পবিত্র। আমি অনেক মেয়ের কথা জানি, যারা বিয়ের আগে যৌন-মিলনের স্বরূপ কি তা-ই জানে না, বিয়ের পর they have been shocked into its knowledge।

আজ এই পর্যন্ত।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১৪]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২৯.৪.৬২

Personality আর Impersonality-র আলোচনাটা এখন দেখছি তর্কের পর্যায়ে নেমে এসেছে। মনে হয়, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। আমি বিরোধের

কথা বলিনি, সমন্বয়ের কথাই বলেছি। যাক, এই আলোচনার উপর এবার যবনিকা টেনে দেওয়াই ভাল। যা বোঝাতে চেয়েছিলাম, তা বোঝাতে পারলাম না, সুতরাং চুপ করে গেলাম। একদিন তুমিই বুঝবে আমি কি বলতে চেয়েছিলাম।

এখন অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা। পুরুষ জাগলেই প্রকৃতি জাগবে এ কথা আমিও বিশ্বাস করি। পুরুষ বিজ্ঞানভূমিতেই জাগতে পারে। সে-জাগার চেষ্টা তো এতদিন ধরে করেই এসেছ। এখন বিয়ের পরও সেই জাগরণের সাধনাই চলবে। এটা মুখ্য, এটাই জীবনের লক্ষ্য—তোমারও, তোমার সহ-ধর্মিণীরও। সে তোমার ধর্মের সহায়িকাই হবে আশা করছি। যাকে তুমি Intervening period বলছ—সেটা সংযমের period হলেই ভাল। বিয়ের আগে যেমন ছিলে দুজনে, বিয়ের পরেও দুজনে খুব কাছাকাছি এসেও তেমনি যদি থাকতে পার কিছুদিন ধরে, খুব ভাল হয়। Practical field এ নেমে যদি কোথাও বাধা পাও, তখন জানিও। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব নিশ্চয়।

শিক্ষায়-দীক্ষায় যখন ছোট, তখন তার পড়াশোনার ব্যবস্থাটা চালু রাখতে পারলে ভাল। আমাদের দেশে মেয়েরা সংসারে এমন ডুবে যায় যে তাদের চিত্তের আর প্রসার হয় না। বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী, রামকৃষ্ণ-কথামৃত, বিশ্ব-ভারতীর লোকশিক্ষামালা ও বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের নির্বাচিত পুস্তকাবলী, রবীন্দ্রনাথের কবিতা—এইগুলির সঙ্গে তার পরিচয় থাকা ভাল।

তুমি যে কবিতার ছত্রগুলি তুলে দিয়েছ, ও সেই কুণ্ডলিনী জাগরণেরই বর্ণনা।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১৫]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৬.৫.৬২

তুমি যে quotationটি দিয়েছ, তাতেই Personality আর Impersonalityর সুন্দর মীমাংসা আছে। আমারও তা-ই বক্তব্য ছিল।

ভুক্তবৈরাগ্য আর 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃর'—দুয়েরই মূল কথাটা হল বৈরাগ্য—

যা Impersonalityর স্বভাবধর্ম। আগেরটা সাধকের বেলায় খাটে, পরেরটা সিদ্ধের বেলায়। ভোগ করবে কিন্তু প্রমত্ত হয়ে নয়, ভোগকে ভাব দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে চেষ্টা করবে। এই চেষ্টাটা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তুমি সাধক। ভোগ তোমাকে ক্রমশঃ বৈরাগ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন। প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে সোজাসুজি সাঁতরে ওপারে যাওয়া যায় না—যেতে হয় তেরচা হয়ে। ভুক্তবৈরাগ্য সেই রকম। ভোগকে allow করছি, কিন্তু লক্ষ্য, যাতে বৈরাগ্যের মাঝে সে হারিয়ে যায়। তারপর যে-ভোগ আসে, তাকে আমি seek করি না, accept করি মাত্র। কিন্তু আমার স্বভাব থেকে আমি বিচ্যুত হই না। এই অবস্থাটা হল 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'-র অবস্থা।

তোমাদের বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে গেলে ভালই হবে। একটা নতুন পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরের মনকে প্রস্তুত করে নেবার তোমরা সময় পাবে। ভাবে মিলেছ, কিন্তু বাস্তবে মেলনি—এ-সময়টা একটা তপঃপূত আবহাওয়ার মাঝে কাটিয়ে তোমাদের মিলনকে সুন্দর করে তুলবে।

পুরুষ আকাশ, প্রকৃতি সেই আকাশের বুকে আলোর ঢেউ—এই imagery-কে অনুসরণ কর, তাহলে ভাবের দিকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

যোনিমুদ্রা হল গুহ্যদেশকে আকুঞ্চিত করে ভাবনা করা একটা জ্যোতির্ময় প্রাণস্রোত মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে মাথার দিকে উজিয়ে যাচ্ছে। গুহ্যদেশকে আকুঞ্চিত করবার সময় শ্বাস ত্যাগ করতে হয়, অর্থাৎ শ্বাস ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আকুঞ্চিত করতে হয়। এতে শুক্রবহা নাড়ী দৃঢ় হওয়াতে ধারণাশক্তি বাড়ে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১৬]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১৩.৫.৬২

তোমার ১৯ তারিখের চিঠি পেলাম। ওরও একটা চিঠি পেয়েছি। ওর চিঠিতে তোমার যোগ্য সহধর্মিণী হবার একটা ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে। আশীর্বাদ করি, তোমাদের মিলন সার্থক হ'ক।

তোমাদের বিয়ের তারিখ শ্রাবণের মাঝামাঝি হলেই ভাল। এর চাইতে আর দেরি করো না। এরমধ্যে তুমি কোথাও ৫।৭ দিনের জন্য ঘুরে এলে পার। বোধ হয় বুদ্ধগয়ায় থাকবার ভাল ব্যবস্থা আছে।

যোনিমুদ্রা প্রথম-প্রথম ভোরবেলা আর রাতে শুতে যাবার আগে অভ্যাস করো। তারপর ওটা সবসময় করা যায়—কাজ করবার সময় চেয়ারে বসে-বসেও।

জীবনের আদর্শকে প্রতিদিন মনন করবে বই কি। তারপর অহরহ সেই আদর্শ উজ্জ্বল হয়ে তোমার সামনে ভাসবে। এখন বিদেহভাবনায় বিশেষ করে অভ্যস্ত হও। দেহটা যেন একটা আলোর ফানুসের মত হয়ে যাক্, কোথাও কোনও সংকোচ থাকবে না, গ্রন্থি থাকবে না—মেরুদণ্ডের আলোক-স্তম্ভ হতে আলোর বিকিরণে সব পূর্ণ বলে অনুভব হবে। উপনিষদের এই মন্ত্রটির মনন করো—উপকার পাবে—

"আকাশশরীরং ব্রহ্ম সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দং শান্তি সমৃদ্ধম্ অমৃতম্।" তৈঃ উপঃ পৃঃ ২৭১

এটি তোমাদের যুগলের মন্ত্র। শিবসতীর মন্ত্র। তুমি আকাশ, সেই আকাশের আলোয় শরীরিণী তোমার পত্নী। তুমি সত্য, সে আত্মা; তুমি প্রাণ, সে তার আরাম বা আনন্দময় সুধাস্রোত; তুমি মন, সে তার আনন্দ-চিন্ময় বিলাস। তোমাদের দুজনার মিলন শান্তিতে সমৃদ্ধ, অমৃত।

বিবাহের পরও অন্তত বছরখানেক তোমরা ভাই-বোনের মত থাকতে পারলে খুব ভাল। সহজিয়াদের মত 'রমণীর সংগে থাকে না করে রমণ', এটা যথার্থ courtship-এর period, এই সময়টায় তোমাদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারব, নানা বিষয়ের প্রতি ইংগিত দিয়ে—যদি তোমরা চাও।

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছ জেনে খুশী হলাম। বাংলার মেয়েদের জন্য তিনি অনেক করে গেছেন, তাদের মুখে ভাষা, কণ্ঠে গান, চরণে নৃত্যের ছন্দ।

তুমি কোনও ভয় করো না। নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতা থাকলে তুমি নিশ্চয় তার যোগ্যা সহধর্মিণী হতে পারবে। যেসব বই পড়ছ, সেগুলি খুব ভাল।

রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর বাবা মহর্ষি দুজনেই সূর্যকে ভালবাসতেন। তাঁদের মত তুমিও রোজ নিজেকে সূর্যের আলোতে, অভিষিক্তা বলে অনুভব করো। সূর্যের তেজ থেকে 'সাবিত্রীর' আবির্ভাব। এই সাবিত্রী ভারতনারীর আদর্শ। তোমাদের মিলিত জীবন সাবিত্রী-সত্যবানের জীবন হ'ক, এই প্রার্থনাই করি।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১৭]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২০.৫.৬২

তোমার IL খানা এসেছে। শ্রাবণেই তাহলে ঠিক থাকল। মনে হচ্ছ সেই ভাল হবে।

মূল কুমারসম্ভব পড়তে পার, বোধ হয় বাংলায় ভাল পদ্যানুবাদ বেরিয়েছে। কার রচনা মনে পড়ছে না, ২।৩টা অনুবাদ আছে, খুঁজে দেখো। যে সব বই পড়ছ, খুব ভাল। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলো পড়ো—ওগুলো অনবদ্য। ছিন্নপত্রের তুলনা নাই। তার নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে। পত্রলেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যে অনুপম।

তোমাদের মিলন হবে যখন ঠিক হয়েছে, তখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, আর তা সারা হবে যখন তোমরা দুটি বিদ্যুতের মত আত্মায়-আত্মায় মিশে যাবে। সুতরাং বিয়ের পরও তোমাদের প্রস্তুতি চলবে। বিয়ের আগে আর বিয়ের পরে মিলনের মাঝে কৃত্রিম ব্যবধান থাকবে না। মানুষকে পাওয়া ভগবানকেই পাওয়া—"তারি প্রেমমূর্তিখানি বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জন মুখে" (রবীন্দ্রনাথ)। বহুশোভমানা উমাই তোমার কাছে আসছেন জয়ন্তীরূপে, সুতরাং ইষ্টদেবীর ভাবনার সময় তার মুখ স্বচ্ছন্দে ভাবতে পার। ইষ্টদেবী তোমার চেতনাকে বিশাল করুন, সেই বিশাল চেতনায় তুমি মাটির মেয়েকে গ্রহণ কর, তোমার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হ'ক।

শ্রীঅরবিন্দের যে দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি দিয়েছ, খুব সুন্দর, খুব সময়োপযোগী। গীতোক্ত শ্লোক দুটি তোমার স্বরূপোপলব্ধিতে সাহায্য করবে।

ইষ্টদেবী বিশেষরূপে দেখা দেন বই কি। আত্মস্বরূপের ভাবনায় চেতনা যখন স্বচ্ছ ও বৃহৎ হয়ে যায়, তখন তার মাঝে সেই অপরূপার আবির্ভাব হয়, পৃথিবীর মেয়ের মুখে দেখি যার আভাস। ধারাটা তাহলে এই—তুমি অরূপ, ইষ্টদেবী অপরূপা, আর সে সুরূপা। তিনটিতে একটি ধারাবাহিকতা আছে। নিজেকে যত গভীরভাবে অনুভব করবে, প্রিয়াকে ততই সত্য করে নিবিড় করে পাবে।

বুদ্ধগয়ায় গেলে একাই যেও।

প্রশান্ত থেকো। আকাশের মত সহজ, বিরাট আর প্রসন্ন হয়ো।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১৮]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২০.৫.৬২

তোমার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা চিঠি এল। তাতে সে লিখেছে, 'আজ বিকেলেই খবর পেলাম, মেয়েদের দিক থেকে মিলনের দিনটা শ্রাবণের মাঝামাঝি হলে চলবে। তোমার মা আষাঢ়ে মারা গিয়েছিলেন, অতএব এক-বছর পূর্ণ না হলে কোনও কাজ করা ঠিক নয়।'

এ কথা যুক্তিযুক্ত। সুতরাং সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে গেল। শ্রাবণে তোমার জন্মমাস বলে মনে কোনও সংকোচ রেখো না। জন্মমাস বা জন্মদিনে শুভকাজ করতে নাই—এটা নিছক কুসংস্কার। তাহলে লোকে জন্মোৎসবই বা করে কেন? পৃথিবীতে জন্মানোর দিনটাই তো সব চাইতে শুভ।

অনির্বাণ
স্নেহাশিস

[১৯]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২৭.৫.৬২

ভোরে ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত আমি আপনমনে থাকি। ওকে এখন silently grow করতে দাও—

সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য তোমাদের পৃথক থাকা প্রয়োজন হলে তা-ই করবে বইকি। তবে হঠাৎ কিছু করো না। সবার মাঝে প্রেমকে আদর্শ করে জিইয়ে

রাখবার চেষ্টাও একটা সাধনা। কিন্তু ক্ষেত্র যদি নিতান্তই অনুকূল না হয়, তখন পৃথক হতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' পড়তে পার। তার মাঝে ভালবাসার বিচিত্র অনুভূতি আছে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর গানে। গীতবিতান থেকে বেছে-বেছে গান পড়তে পার। বধূ কবিতাটি হাতের কাছে নাই, সবটা না পেলে ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন।

বধূ সম্পর্কে আমার একটা নিজস্ব ধারণা আছে। আমি ভাবি, প্রত্যেকটি মেয়েরই বিবাহ তো সন্ন্যাস। তাকে সব ছেড়ে আসতে হয়, জীবনকে নতুন ছাঁচে ঢালতে হয়। অথচ ভালবাসে বলেই সে সব-কিছু সহ্য করে যায়। তার এই আত্মদান পরিবারে বা সমাজে কতটুকু মর্যাদা পায়? সেই-বা এ-সম্বন্ধে কতটুকু সচেতন?

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানা বই আছে—'ঠাকুরানীর কথা'—সম্ভবত 'অভয়ের কথা'র পরিশেষ। ঐ বইখানিতে রাধা-প্রেমের কথা আছে। রাধার প্রেমই নারীচিত্তের শাশ্বত বিভূতি। যদি পাও ঐ বইখানা পড়ো। শঙ্করাচার্যের 'আনন্দ লহরী' পড়তে পার। রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধবয়সে পড়ে বলেছিলেন—'শাশ্বত নারীর ছবি'। একজন প্রাচীন কবি—নাম বোধ হয় সুরেন্দ্রমোহন—তাঁর 'মহিলা' কাব্য একসময় বিখ্যাত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে তার নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে। অক্ষয় বড়ালের 'এষা' অপূর্ব কাব্য। এগুলিতে নারী মহিমার পরিচয় পাবে। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' অদ্ভুত ভাল লাগে আমার।

Self-effort আর surrender এক হয়ে আছে এই ভাবে—সব সময় alert থাকা, সমনস্ক থাকা, আত্মসচেতন থাকা, এটা self-effort এর অঙ্গ। আর অসীম আকাশ আমাকে আবিষ্ট করে রয়েছে—এ ভাবনা self-surrender এর সহায়ক। দুটি তো একসঙ্গেই ভাবা যায়, কারও সঙ্গে কারও বিরোধ নাই।

বুদ্ধির সঙ্গে ভাগবত ইচ্ছার সংযোগও এই কথাই বলে। বুদ্ধি আমার আত্মসচেতনতা। কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে জানব, আমার এ-বুদ্ধিতে বিশ্ব-চেতনারই দীপ্তি। তাঁর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছায় তরঙ্গিত হচ্ছে। আমি বৃহতের সঙ্গে যুক্ত বলেই বৃহৎ।

একাধারে গুরু, পিতা, বন্ধু, স্বামীর স্থান তোমায় নিতে হবে। এ বাস্তবিক ফুল ফোটানোর তপস্যা। তোমরা যেন সার্থক হও।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[২০]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৩.৬.৬২

আদর্শে-বাস্তবে অনেক তফাত, জানা কথা। কিন্তু আদর্শবোধ মানুষেরই আছে, তপস্যাও তারই। জানোয়ারের জীবন সহজ এবং সংযতও বটে। কিন্তু নিজের সংগে তাকে লড়তে হয় না বলে তার চেতনার উৎকর্ষ হয় না। বাঘের বাচ্চাকে বাঘ করতেই হবে, তাতেই পৌরুষের পরিচয়।.........নিজের মহিমায় অটল অথচ স্নিগ্ধ থাকবে। তাইতে সূর্যের আলোর মত আলো নেমে আসবে তার জীবনে। রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'র সেই কবিতাটি মনে আছে?—

ওগো বর, ওগো বধূ,
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা—এ তব বালিকাবধূ।[১]

কবিতাটা পড়ো। এই হল একদিক। আরেকদিক, বাস্তবের দিক, পাবে, 'মানসী'র 'নারীর উক্তি' আর 'পুরুষের উক্তির' মাঝে। সে-দুটিও পড়ো।

আজকের সমাজ যাই হ'ক না কেন, আমি বলছি ভাবী সমাজের দিকে তাকিয়ে আর আমার অভিজ্ঞতা অতীত সমাজকে ভিত্তি করে।

আকাশশরীরের ভাবনায় যে-প্রলয়ের বোধ আসে, সেটা একটু থিতিয়ে গেলেই আপনা হতে ঐ আলোর ফানুসের বোধটা আসবে।

'আসন' ব্যবহার করতে পার। Mental aid সম্পর্কে অনেক-কিছুর উপরই প্রথমটায় নির্ভর করা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে স্বনির্ভর হতে।

মেরুচৈতন্যের জাগরণ হতেই sex-sublimation হয়। অনেক মেয়ের মাঝে এটা দেখেছি আপনাহতেই জাগ্রত। তাইতে প্রিয়স্পর্শে তাদের মাঝে একটা মধুর বিবশতা আসে, চেতনা আপনা হতেই ছড়িয়ে যায়। পুরুষের বেলায় জাগে তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা, আর সেটা forward movement of consciousness; depth এর movement নয়। নারীচেতনার, যেমন রাধাচিত্তের বা গোপীচিত্তের অনুধ্যানে, পুরুষের মাঝে আকাশ-ভাবনা সহজ হয়, মেরুচৈতন্যও জেগে ওঠে। তাইতে সহজিয়া পুরুষকে বলেছেন—

'পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবি, দুয়ে মিলে তবে নিত্যেতে যাবি।[২] আরেকটা কথা আছে—

বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস,
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ।[৩]
এ সব যোগের কথা—প্রেমযোগের কথা।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[২১]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১০.৬.৬২

'পারিবারিক প্রবন্ধ' ভূদেবরচনাসম্ভারে পাবে। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর দুখানা বই—একখানার নাম বোধ হয় 'মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি' আরেকখানা 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি'—খুব ভাল লেগেছে। পড়তে পার।

দাম্পত্যজীবনের দুটি দিক—একটি নায়ক-নায়িকা (Lover and sweerheart) রূপে, আরেকটি পিতামাতারূপে। আগেরটি মাধুর্য পরেরটি ঐশ্বর্য। আগেরটি কিশোর-কিশোরীর ভালবাসা, আর পরেরটি তারই নির্ঝরণ জগতের উপরে—জগৎপিতা আর জগন্মাতার বাৎসল্যরূপে। সেই বাৎসল্যের গভীরে আছে প্রেমের শক্তিরূপ। সংসারে তোমরা বিচরণ করবে উমা-মহেশ্বররূপে; আর নির্জন বাসরে বা গম্ভীরায় বা অন্তরের মণিকোঠায় দুটিতে যেন চিরকিশোর-চিরকিশোরী। আগেরটি গীতা, পরেরটি ভাগবত। দুটিতে দিব্যজীবনের পূর্ণতা। একটি দিনের কাব্য, আরেকটি রাতের। একটির মূলে ব্যাপ্তিচৈতন্য, আরেকটিতে চিদ্‌ঘনতা।

গৌরাঙ্গের মত একই অঙ্গে রাধাকৃষ্ণকে বহন করতে হবে। পুরুষ নারীকে না জেনে অন্ধভাবে তাতে রমণ করে। জানলে ঐ স্থূল রমণাকাঙ্ক্ষা থাকত না—অনুভব করতাম, সে আমার অণুপরমাণুতে জড়িয়ে আছে আত্মসমর্পণের আনন্দ হয়ে। প্রকৃতির এই সমর্পণের আনন্দই রতি। আর সেই রতির আস্বাদনে পুরুষের মাঝে যে স্নিগ্ধ গম্ভীর আনন্দ জাগে, তা-ই রস। রস আর রতির বিশুদ্ধিতেই প্রেমের সার্থকতা।

Synthesis of Yogaর উক্তিগুলি[১] ঐ প্রেমযোগেরই কথা। মানুষকে প্রাকৃত জৈবমিলনের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। দায় তোমারই গুরুতর। তুমি যদি আকাশ হও, সে তোমার আলো হবে—কেননা আত্মদান তার পক্ষে স্বাভাবিক। আকাশ-শরীরের ভাবনায় যেন প্রলয়ের বোধ আসে, তাই কিন্তু দিব্যসৃষ্টির রসায়ন হবে যখন দুজনে খুব কাছাকাছি আসবে। প্রলয়ের অভ্যাসটা পাকা হলে দেহের ঘনিষ্ঠতাতেও রাসটানা সহজ হয়। তখন মিলনের সব পর্বগুলিই চিন্ময় হয়ে ওঠে—যার কথা প্রাকৃতমিলনের ভাষায় বৈষ্ণব কবি এত বর্ণনা করেছেন।

তোমরা সার্থক হও, এই কামনা করি। এ পথে সার্থক হতে আমি দেখেছি কাউকে-কাউকে বলেই তোমাকে তার কথা বার বার শোনাচ্ছি। সিদ্ধি দুর্লভ, কিন্তু অসম্ভব নয়।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[২২]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১৭.৬.৬২

তোমার চিঠি পেলাম। আজ বিশেষ কারণে চিঠিটা সংক্ষেপ করতে হচ্ছে। অনেক প্রশ্নের জবাব তোমার চিঠির গায়েই লিখে দিলাম।

"গম্ভীরায় বাস" মানে নিজের গভীরে ডোবা। প্রিয়জনকে বাইরে খুঁজি—সেটা ভুল। তাকে পেতে হবে অন্তরে, বাইরের বিগ্রহকে অন্তরে আকর্ষণ করে তন্ময় হতে হবে। অন্তরেই তখন লীলা। প্রাকৃত মিলনেও তা-ই হয়—বাইরের মিলন উপলক্ষ্য হয়ে অন্তরকে রসোচ্ছল করে তোলে—তখন আর তাকে বাইরে দরকার হয় না। এমনি ভাবে দুজনায় দুজনকে গভীরে পাওয়াই গম্ভীরায় বাস।

এই কয়টি মন্ত্র ভাবনার সহায়ক—

"নেদং যদিদমুপাসতে"—বাইরে লোকে যা নিয়ে আছে, তা নয়।

(কেনোপনিষৎ ৫।৬।৭।৮।৯)

"যো অসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি", "আকাশশরীরং ব্রহ্ম"[১] ইত্যাদি।

"তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্"

(কেনোপনিষৎ পৃঃ ৩৬)

"সা মে ইচ্ছাশক্তিরুমা কুমারী"।

শেষেরটি শিবসূত্রের, বাকীগুলি উপনিষদের। অনেক মন্ত্রের জটলা পাকানো দরকার নাই। এই মন্ত্রগুলির ভাবনা ধারাবাহিক।

হৃদয়ে প্রেম, ভ্রূমধ্যে প্রজ্ঞা আর মূর্ধায় শক্তি। প্রিয়াকে পেতে হবে হৃদয় দিয়েই।

Synthesis of Yogaর Divine Love এর chapterটা পড়তে পার। শিশির ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত' best।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[২৩]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২৪.৬.৬২

বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল, এদেশের মেয়েরা নিবেদিতার মত হয়ে উঠবে। নিবেদিতার জীবন তোমায় উদ্‌বুদ্ধ করেছে জেনে খুশী হলাম। শিক্ষার ত্রুটির জন্য দুঃখ করো না। মানুষ সারাজীবনই শিখতে পারে। সংসারে থেকেও ধীরে-ধীরে নিজেকে সুশিক্ষিত করে তোলা যায়। পরীক্ষায় পাশ করাটাই শিক্ষা নয়, পাশ করেও অনেকে অশিক্ষিতই থেকে যায়।

গীতা পড়ে যেও, পড়তে পড়তে তার ভাব ক্রমে তোমার মধ্যে ফুটে উঠবে। গীতার একটি মূল শিক্ষা হল 'স্থিতপ্রজ্ঞতা'—কি না সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সব-কিছুর মধ্যে শান্ত থাকা, অটল থাকা, মনের মাঝে কোন কারণেই মেঘ না জমতে দেওয়া। এইটি সব সময় অভ্যাস করবে।

স্ত্রী-পুরুষের মাঝে স্বভাবতই ভালবাসা জন্মে, অর্থাৎ এক[illegible] জনকে ভাল লাগে। এই ভাল লাগাটা—দুরকমের হতে পারে। [illegible]

আরেকটা উদ্দীপনা। উত্তেজনা পর্যবসিত হয় কামে বা দেহসুখে, আর উদ্দীপনা পর্যবসিত হয় প্রেমে বা আত্মদীপ্তিতে। ভালবেসে দেহ-প্রাণ-মন এক অপূর্ব আলোর সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই আলো আর সুষমা, আনন্দ আর শান্তি—এরই নাম ভগবান। সুতরাং ভালবেসে আমরা আমাদের মধ্যে ভগবানকেই ফুটিয়ে তুলি। অতএব বিবাহের উদ্দেশ্য স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে ঐ ভাগবত দীপ্তিকে ফুটিয়ে তুলবে। এই দীপ্তি ফুটলে মেয়ে আর সাধারণ মেয়ে থাকে না, সে উমা হয়ে যায়, পুরুষও হয়ে যায় মহেশ্বর। সারদা-রামকৃষ্ণ তেমনি উমা-মহেশ্বর। তোমাদেরও জীবনের আদর্শ হবে এমনি উমা-মহেশ্বর হওয়া। 'জয়ন্তী' অর্থে যে-মেয়ে তিলে-তিলে সব বাধাকে জয় করে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[২৪]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২৪.৬.৬২

আকাশশরীরং মন্ত্রটি ব্রহ্মমন্ত্র। ব্রহ্ম = প্রকৃতি-পুরুষের যুগনদ্ধ সত্তা। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'পুরুষঃ' পুংলিঙ্গ, 'প্রকৃতিঃ' স্ত্রীলিঙ্গ, আর 'ব্রহ্ম' ক্লীবলিঙ্গ—অর্থাৎ পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়। স্ত্রী-পুরুষ প্রেমে যখন আত্ম-হারা হয়ে যায়, তখন 'ন সো রমণ ন হাম রমণী'—তখনই তারা 'ব্রহ্ম' আর তখনকার অনুভব ঐ 'আকাশশরীরং ব্রহ্ম' ইত্যাদি মন্ত্রটি। তার মধ্যে আকাশ পুরুষ, শরীর প্রকৃতি, সত্য পুরুষ, আত্মা প্রকৃতি, প্রাণ পুরুষ, আরাম প্রকৃতি, মন পুরুষ, আনন্দ প্রকৃতি—দুয়ে মিলে শান্তিতে সমৃদ্ধ অমৃত। আকাশই শরীর, শরীরই আকাশ—এমনি করে প্রকৃতি-পুরুষ মিথুন হয়ে আছে মন্ত্রটিতে। এটি ব্রহ্মবিদ্‌ বা ব্রহ্মবাদিনীর জাগ্রৎ সমাধির অনুভবের বর্ণনা। সৃষ্টির মূলে এই অনির্বচনীয় মিথুন ভাবটি আছে। আছে বলেই romantic love এর

মাঝে-মাঝে তার একটা ঝলক কখনও দেখা দেয়। সুতরাং তার শাশ্বত মূল্য আছে বই কি। কামে ঐ বিদ্যুৎ-নিষ্প্রভ হয়, প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়। প্রেম তখন নতুন করে চিন্ময় তনুর সৃষ্টি করে—ভাগবতে যাকে বলা হয়েছে সত্ত্বতনু। সেই সত্ত্বতনুতে যে নিত্য রমণোল্লাস তা-ই রাস। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য এই রাসকে চেতনায় ফুটিয়ে তোলা, এইটিই দিব্যজীবন।

এটা হল আস্বাদনের দিক, অন্তরের দিক। এই আনন্দই কর্মে অভিব্যক্ত হয়—সৃষ্টিরূপে। কর্ম বা সৃষ্টি উমা-মহেশ্বরের মিলনানন্দের অভিব্যক্তি। আমি তাকেই বাৎসল্য বলেছিলাম। উমা-মহেশ্বর স্ব-প্রতিষ্ঠ থেকে সমস্ত জগৎ-টাকে দেখছেন যেন 'জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা'—এইটিই হল বাৎসল্যভাব। এই খেলাকে সুন্দর করে তোলা তাঁদের দায়, তা-ই কর্ম, তা-ই সংসার, তাতেই শক্তির পরিচয়।

আবারও বলি রাতের আড়ালে যেখানে জগৎ লুপ্ত বা সুপ্ত, সেখানে তোমরা প্রেমে কিশোর-কিশোরী; আর দিনের আলোয় যেখানে জগতে কর্ম চলছে, সেখানে তোমরা যুবক-যুবতী বা উমা-মহেশ্বর, জগতের পিতা এবং মাতা। এই হল জীবনের আদর্শ রূপায়ণ।

প্রকৃতি-পুরুষ ওতপ্রোত হয়ে আছে, এককে জানলে অপরকে জানতে পারা যায়। প্রকৃতিকে জানবার জন্যই পুরুষকে ফাঁকা হতে হয়। আর প্রকৃতি তো পুরুষের স্পর্শে ফাঁকা হয়ে যায়ই। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যেন শূন্যের শূন্যকে জড়িয়ে ধরা। তার মধ্যেই রসের, শক্তির ও প্রজ্ঞার উচ্ছলন।

যত শান্তিতে সমৃদ্ধ হবে, ততই কর্মকে অনুভব করবে সৃষ্টির উচ্ছলন-রূপে। এখন কর্ম করতে হচ্ছে দায়ে পড়ে, কাজ এসে ঘাড়ে চাপছে, তা-ই কাজ করা। এটাকে তটস্থ থেকে, যোগস্থ থেকে করে যেতে হবে—যেন কাজ করেও করছি না। তা-ই হল গীতার কর্মে অকর্ম।' তার ফলে স্থিতপ্রজ্ঞতা, আত্মবোধ। তার পরে কর্ম সৃষ্টিরূপে তোমার মধ্য হতে উৎসারিত হবে; মহাপ্রকৃতিই জয়ন্তী সুতরাং তাঁর দিকেই উধাও হয়ে যেতে হবে।

আজ যাই।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[২৫]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১.৭.৬২

......'মহিলা কাব্য' পাওয়া যাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, 'আনন্দলহরী' বসুমতী প্রকাশিত শংকরাচার্য গ্রন্থাবলীর কোনও এক খণ্ডে, আর 'ঠাকুরানীর কথা' বোধ হয় 'অভয়ের কথা'র সঙ্গে জড়ানো। গত চিঠিতে আকাশশরীরং এর ব্যাখ্যা ছিল। চিঠিটা না পেয়ে থাকলে আবার লিখতে হবে।

এখন practical বিষয় নিয়ে কিছু বলি। একটি মেয়েকে পেয়ে নিজের পৌরুষকে উদ্দীপ্ত অনুভব করা এবং তার মধ্যে আনন্দময়ীকে উপলব্ধি করা হল ভাবের কথা এবং চরম কথা। উদ্দীপনার পাশে রয়েছে উত্তেজনা, এবং সেটা দেহকে আশ্রয় করে। এখন দাম্পত্যজীবনের সমস্যা হচ্ছে উত্তেজনাকে উদ্দীপনায় রূপান্তরিত করা। ভাবের সাধনা ছাড়া তা সম্ভব হয় না। তাই এতদিন ভাবের কথা অত করে বলেছি। ভাবের সাধনায় স্থূলদেহ বাদ পড়ে। কিন্তু স্থূলদেহকে আশ্রয় করেও কি ভাব জাগানো যায় না? যায়। এখানেই রসশাস্ত্রের উপযোগিতা।

দেহ সম্পর্ককে দুভাগে ভাগ করা যায়—একটা লীলাবিলাস, আরেকটা হল সম্প্রয়োগ বা sex-union। এইটাই খুব সহজে কামোত্তেজনায় রূপান্তরিত হয়। বলেছিলাম, গোড়াতে এটাকে বাদ দিতে হবে। বহুদিন পর্যন্ত লীলাবিলাসে কাটাতে হবে। কিন্তু দেহের সান্নিধ্যবশত তার মধ্যেও কিছু-কিছু উত্তেজনার ভাব এসে যাবে—দুজনেরই দেহে যেন আগুন ধরে যাবে। এই আগুন ধরার ভাবটা প্রত্যাহার দিয়ে সর্বদেহব্যাপী একটা যোগাগ্নিময় অনুভবে রূপান্তরিত করবার সাধনা করতে হবে। উভয়েরই তখন কিছু কিছু sexual secretion হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতে নাই কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সম্প্রয়োগ না ঘটে।

অভ্যাসে উত্তেজনা ক্রমে কমে আসবে। দৃষ্টিকে ভ্রূমধ্যে রাখলে অভ্যাস সহজ হবে। হৃদয়, ভ্রূমধ্য আর মূর্ধা—এই তিনটিতে চেতনা উজান বইতে থাকবে। তখন অনুভব করবে, যাকে তুমি জড়িয়ে আছ বা সে যাকে জড়িয়ে আছে, তাদের কেউ বাইরে নয়, ভিতরে—একেবারে যেন নিজেরই প্রদীপ্ত-চৈতন্যের একটা উর্ধ্বস্রোত। বহুদিনের অনুশীলনে এই বোধটি এত সহজ

হয়ে যেতে পারে যে (আমি পুরুষের দিকটাই আগে বলছি) প্রিয়াকে দেখলেই বা স্পর্শ করতেই একটা আলোর স্রোত হৃদয় থেকে ভ্রূমধ্যের ভিতর দিয়ে মাথার উপরে উঠে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়বে। এই অনুভব, সমাধির অনুভব, কুণ্ডলিনী উত্থানের অনুভব আর গীতোক্ত মৃত্যুযোগের অনুভব একেবারে এক।[১] এতে নারীকে অবলম্বন করেই পুরুষের দেহ যোগাগ্নিময়[২] হয়ে যেতে পারে। তন্ত্রে একেই বলা হয়েছে ভোগকে যোগে রূপান্তরিত করা।

মেয়েদের চেতনা কিন্তু প্রিয়স্পর্শে সহজেই উর্ধ্বস্রোতা হয়ে যায়। অনেক মেয়ে খুব বড় হয়েও কোনও যৌন উত্তেজনা অনুভব করে না, অথচ দেহ দিয়ে জড়িয়ে ধরেই তারা অতি নিবিড়ভাবে ভালবাসতে পারে। সুতরাং পুরুষের পক্ষে যা আয়াস-সাধ্য মেয়েদের পক্ষে তা সহজ। সেইজন্য চণ্ডীদাস বলেছিলেন, "রামী, রমণকালেতে গুরু তুমি"—অর্থাৎ রমণে পুরুষের শক্তি যেখানে নিম্নস্রোতা হয়, নারীর সেখানে হয় উর্ধ্বস্রোতা। নারী এখানে যথার্থই যোগিনী।

সম্প্রয়োগ বাদ দিয়ে শুধু লীলাবিলাসের দ্বারা এই উর্ধ্বস্রোতার ভাবটি আয়ত্ত করে নিয়ে তার পর সম্প্রয়োগে নামতে পার।

সম্প্রয়োগ হল sex-union। এইখানে একটা রহস্য আছে যার কথা আগে উল্লেখ করেছি। সম্প্রয়োগ দুরকমে হতে পারে—একটি স্বাধিষ্ঠানে, আরেকটা মূলাধারে বা যোনিতে। সম্প্রয়োগের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীতে পুরুষের বীর্যাধান। এটা তার জৈব দিক এবং পুরুষের মধ্যে এটাই প্রবল। পুরুষের মধ্যে পনের আনাই চায় যোনিকে penetrate করতে। Penetrate করে একটা piston-movement এর সহায়ে বীর্যপাত করাটাই তার রমণসুখের চরম। অথচ আশ্চর্য এই, নারী কিন্তু এই বীর্যপাতের কোনও অপেক্ষা রাখে না, এমন বহু মেয়ে আছে যাদের কাছে এই penetrationটা বিরক্তিকর। Kinsey Report এ স্বাভাবিক মেয়ের analysis করে দেখা গেছে ৮৬% মেয়েই যোনিতে কোনও রমণসুখ অনুভব করে না। তার অনুভব হচ্ছে ভগাঙ্কুরে বা স্বাধিষ্ঠানে। অথচ পুরুষের কিন্তু তাতে তৃপ্তি হয় না। গোড়াতেই দেখছ, রতিসুখে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কী ভয়ানক একটা বৈষম্য।

এ-থেকে বোঝা যায়, penetration এবং discharge একটা biological ব্যাপার মাত্র—যার উদ্দেশ্য procreation। এই procreation আর মিলনসুখ পুরুষের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েতে এ-দুটা আলাদা। যৌনসুখে মেয়েরা procreation এর কথা ভাবেই না, অনুরূপ কোনও ব্যাপারও তাদের মধ্যে ঘটে না। পুরুষ discharge করে যে-আনন্দ ক্ষণকালের জন্য পায়, নারী সেই ধরণেরই একটা দীর্ঘবিলম্বিত আনন্দ পায়—কিন্তু সেটা সে পেতে পারে

লীলাবিলাসে এবং ভগাঙ্কুরের স্পর্শে। অর্থাৎ তার যৌন আনন্দের মধ্যে কোনও procreative urge নাই, ওটা purely psychological।

তাহলে বুঝতে পারছ, সম্প্রয়োগেরও দুটি ধারা—একটি নারীর যৌন চেতনার অনুকূল। সেটি হবে স্বাধিষ্ঠানেই যুক্ত থেকে, তার নীচে না নেমে। এতে স্বভাবতই সৃষ্টি হবে না। কিন্তু সৃষ্টি যদি করতে হয়, তাহলে নীচে নামা, penetrate করে discharge করা।

স্বাধিষ্ঠান-সম্প্রয়োগে তাহলে বহুদিন থাকা উচিত, যাতে penetration-এর mechanical urgeটা full control এ আসে।

ব্যাপারটা খুব সহজ নয়, বুঝতেই পারছ। দীর্ঘদিনের ভাবনা এবং অভ্যাস দরকার। সম্প্রয়োগে নেমে প্রথম-প্রথম হয়তো পেরে উঠবে না। কিন্তু তাতে বিমনা হতে নাই। ক্ষুরধার পথে চলতে ধৈর্য ও সাহস চাই বই কি।

মোটামুটি একটা ছক দিলাম। আশা করি এতে ধারণা হবে। মনে রেখো মেয়েরা যৌনব্যবহারে বড় সুকুমার, আর পুরুষ তেমনি বর্বর। পুরুষের বর্বরতা যেন নারীর সৌকুমার্যকে আহত না করে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[২৬]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৮.৭.৬২

আমি সাধারণত ভোর ৪টায় উঠি, ঘণ্টাখানেক আপন মনে থেকে সকালবেলার কিছু কাজকর্ম সেরে ৬টায় লেখাপড়ায় বসি। ১০টায় রান্না করতে যাই। গৃহস্থালির সব কাজ সারতে ১২টা বেজে যায়। তার পর ঘণ্টাখানেক খবরের কাগজ ইত্যাদি পড়ি। এক ঘণ্টা আবার চুপ করে থেকে ২টায় লেখাপড়ার কাজে লাগি। ৫টায় ছুটি। তার পর Class থাকে, বাইরের কাজও কিছু থাকে। সাধারণত ৬টা থেকে ৭টা আবার আপন মনে থাকি। ৭টা থেকে ৮টা পড়াশোনা, ৮টা থেকে ৯টা আবার ঘরকন্নার কাজ, ৯টা থেকে ১০টা আবার পড়া। ১০টার পর আমার ঘরের আলো নিবে যায়। আমার

সব কাজই আমি নিজের হাতে করি—রান্না, বাসনমাজা, ঘরঝাঁট, কাপড় কাচা ইত্যাদি সবই। একা থাকি। রবিবার ৩টার পর থেকে লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করি—৫॥টা পর্যন্ত। এ ছাড়া কারও সাথে দেখা করি না। বাইরেও কোথাও যাই না। এই আমার দিনচর্যা।

মহুয়ার ঐ কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগে, যাতে আছে 'তুমি আছ, আমি আছি।'[১]

উমা-মহেশ্বরের ভাব নিয়েই জীবন গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে ওকে আমি প্রতি সপ্তাহেই বিস্তারিত লিখছি। উদ্দীপনার জীবনই যাপন করতে হবে বই কি। প্রেম হল আত্মার জ্যোতি, আর কাম হল ধোঁয়া। প্রদীপে একটা চিমনি পরিয়ে দিলে ঐ ধোঁয়াটা পুড়ে আলোর তেজ আরও বাড়িয়ে দেয়। সংযম হল সেই চিমনি। ওর জীবনে তুমি ঐ নিবাতনিষ্কম্প দীপ-শিখার মতই জ্বলবে,[২] তার চেতনাকে তোমার প্রেমে নন্দিত এবং উদ্দীপিত করবে—এইটাই চাই।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[২৭]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৮.৭.৬২

স্বামীজির উপর লেখা কোনও বইই আমার পছন্দ নয়। তাঁর অন্তর্জীবনের পরিচয় কোথাও নাই—The Master as I saw Him ছাড়া, আর তাঁর চিঠিপত্রে। তারও মধ্যে Miss Macleod-এর কাছে লেখা চিঠি-গুলির মধ্যে আমরা মাত্র তিনখানা পেয়েছি—আরগুলি গুপ্ত বা লুপ্ত। এই Miss Macleod বা Joe ছিলেন শক্তিরূপিণী, তাঁকে আমি দেখেছি। তাঁকে বিবেকানন্দ তিব্বতীভাষায় সম্বোধন করতেন Yum বলে। Yum শব্দের অর্থ হচ্ছে শিবের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা শিবানী। রামকৃষ্ণের বেদান্ত ফুটল, ভিত্তি রচিত হল—কিন্তু তার উপর তন্ত্রের সৌধ গড়ে উঠল না। সে-কাজ বাকী আছে তোমাদের জন্য।

আমরা ভাবগুলিকে যৌনসম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করি বলে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখতে পাই। কিন্তু ঐ যৌনসম্পর্কটি বাদ দিলে সব ভাবগুলি পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়। তাই রামপ্রসাদ বলেছিলেন—

"জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে?
সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি—বোঝরে মন ঠারে-ঠোরে।"

এটা একটা গভীর সত্য। একটি নারীকে সবভাবেই জানতে হবে, নইলে তাকে পুরোপুরি জানা হবে না। নারীদের মধ্যে কামের চাইতে প্রেম বলবান বলে তারা যুগপৎ সবভাবেই সাড়া দিতে পারে। যত মুশকিল বাধে পুরুষের বেলায়।

লীলাবিলাসই মধুর রসের প্রাণ। আদিতেও লীলাবিলাস, অন্তেও তাই। মাঝখানটায় সম্প্রয়োগ একটা জৈব ব্যাপার—যদিও সহজিয়ারা তাকে পরিশোধিত এবং চিন্ময় করে তুলেছেন। রূপ-গোস্বামী বলছেন—"যারা বিদগ্ধ (cultured), তাদের পরস্পর লীলাবিলাসের যে-সুখ, সম্প্রয়োগে সে-সুখ হয় না। যারা রসিক তারা একথা জানে।" একথা মেয়েদের বেলায় খুব সত্য। তারা লীলাবিলাস চায়, তাতে তাদের বুক ভরে ওঠে। তখন কিন্তু সম্প্রয়োগের কথা তাদের মনেও আসে না। লীলাবিলাসের আস্বাদনেই তাদের পূর্ণ তৃপ্তি, আবার না হলেও যেন মনে হয় সব ফাঁকা। কবি সত্যেন দত্তের দুটি ছত্র মনে পড়ছে, বধূ তার বরকে চিঠিতে লিখছে—একলা ঘরে অন্ধকারে তোমার জন্য মন কেমন করে, তখন

"সেই আঁধারের আড়ালেতে জানাই তোমার পায়,
একটি তোমার চুমার লাগি পরাণ কাঁদে হায়।"

এ ছবি কী সুন্দর, কী পবিত্র। এই তো কিশোরীর ভালবাসা। রবীন্দ্রনাথ একটি গানে বলেছেন—

"একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি,
তা-ই নিয়ে মনে-মনে রচি নব ফাল্গুনী।"

এগুলি লীলাবিলাসের চরম চমৎকার এবং প্রেমযোগের পরম রসায়ন। মেয়ে এইখানে এসে থেমে যেতে পারে। কিন্তু পুরুষ উত্তেজনার পথ ধরে এইখান থেকে গড়িয়ে যায় সম্প্রয়োগের দিকে। তখন যে কি হয়, কী অন্তরদহন শুরু হয়, রবীন্দ্রনাথ কড়ি ও কোমলে তা ধাপে-ধাপে দেখিয়েছেন। তার শেষটায় আছে, "হায়, দেহ শুধু হাতে আসে।" এই হল কামের অভিশাপ।

লক্ষ্মী আর নিমাইর ভালবাসার আমি তুলনা পাই না। সম্প্রয়োগহীন লীলাবিলাসের অপূর্ব স্ফূর্তি তাঁদের জীবনে। আর তা-ই হল শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদের ভিত্তি।

আগে জীবনকে এর উপর প্রতিষ্ঠিত কর। তার পর সন্তান কামনা জাগে, সন্তান হবে বই কি। কিন্তু সে-সন্তান তখন হবে দিব্যসম্প্রয়োগ-জাত "যোগিনীভূ" সন্তান। এইটাই হল আসল সুপ্রজনন বা Eugenics। বেদের পুত্রমন্থ যাগ। তার সাধনা পরে। জৈব দিকটাকে অস্বীকার করবার কথা হচ্ছে না, তার শোধন ও পরিমার্জনের কথাই হচ্ছে। উপনিষদের বামদেব্য ব্রতে তার ইঙ্গিত আছে।

সুতরাং বিয়ের পর তোমরা বেশ কিছুদিন ভাই-বোনের মত থাকবে বলতে বোঝাচ্ছে তোমাদের লীলাবিলাস চলবে, কিন্তু সম্প্রয়োগ হবে না। বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। একটি মেয়েকে তোমার করে পেলে, পেলে তার শ্রদ্ধা, রতি এবং আত্মনিবেদন। সত্যিকার পুরুষ হয়ে আগে তাকে বোঝ। বুঝতে গিয়ে যদি দুজনার মধ্য থেকে সম্প্রয়োগের ভাব একেবারে চলে যায়—যাক। না হয় ছেলে-মেয়ে না-ই হল। মেয়েদের তোমরা বিধবা করে রাখ, কিন্তু তাতেই কি তাদের মাতৃত্ব মরে? আর যদি তোমাদের কারও মধ্যে সন্তান কামনা জাগে, দিব্যসম্প্রয়োগ দ্বারা তাকে চরিতার্থ করবে—তাতেও তো কোনও দোষ নাই। সব-কিছুই সহজভাবে নেবে এবং চিন্ময় করে তুলবে—এই হল আসল কথা।

কায়িকমিলনের নিগূঢ় উল্লাসের কথা পরে বলব, অনেক কথা বলবার আছে। ব্যাপারটা যোগের। সহজিয়াদের মধ্যে ওকে বলে শৃঙ্গার সাধন। "কল্যাণের পথে" তার কিছু-কিছু আভাস আছে।

তুমি 'ওঁ হ্রীং' এই মন্ত্র জপতে পার। এ-মন্ত্র ভারতবর্ষের সনাতন মন্ত্র। ওঁ ব্রহ্মবীজ, আর হ্রীং মায়াবীজ। তুমি ওঁ, আর জয়ন্তী হ্রীং। শ্বাস নিতে হ্রীং, ছাড়তে ওম্। মন্ত্রের বাংলাগুলি আজ আর লেখা হল না।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[২৮]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১৫.৭.৬২

তোমার ভাবনাগুলি বেশ গুছিয়ে আসছে দেখে সুখী হলাম।...একটি মন্ত্র—'যো অসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি'—ঐ যে—ঐ যে সূর্যের মধ্যে যে-

পুরুষ, তিনিই আমি হয়েছেন। আরেকটি 'আকাশশরীরং' ইত্যাদি। এর ব্যাখ্যা আগেই লিখেছি। আরেকটি "তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়ম্ আজগাম, বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্"—সেই আকাশে (অর্থাৎ আমার শরীর যখন আকাশবৎ হয়ে যায়) আমি একটি স্ত্রীর দেখা পেলাম, তিনি বহুশোভমানা হৈমবতী উমা।

শেষ মন্ত্রটি—"সা মে ইচ্ছাশক্তিরুমা কুমারী"—সেই কুমারী উমাই আমার ইচ্ছাশক্তি। আমি শিববৎ।

শ্রীঅরবিন্দের যে-উক্তিটি তুলে দিয়েছ, তার অর্থ সরল। প্রথমে আমরা নিজের মতলবে চলি। তার পর ঘা খেয়ে-খেয়ে অন্তর্মুখ হই। প্রথমটাতেই একেবারে স্থির হতে পারি না বটে, কিন্তু ক্রমে-ক্রমে ভিতরটা শান্ত হয়ে যায়—ঐ আকাশবৎ অবস্থাটা আসে। তখন সেই আকাশে Divine Will রূপে উমার আবির্ভাব হয়। আমার অবস্থা তখন শিববৎ। এই হল যথাক্রমে প্রাকৃত, সাধক ও সিদ্ধের অবস্থা।

এখন সদ্‌গ্রন্থ পাঠই সৎসঙ্গের অনুকল্প হ'ক। কথামৃত খুব ভাল করে পড়, যাতে তোমাদের জীবন রামকৃষ্ণ-সারদার জীবন হয়।

অনির্বাণ

স্নেহাশিস

[২৯]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১৫.৭.৬২

শরীর ভাল যাচ্ছে না লিখেছ। মনের আনন্দ দিয়ে শরীরকে ভাল রাখা যায় কিন্তু। তুমি ধ্যান কর কি? করো। তাতে শরীর ভাল থাকে। ধ্যান এইভাবে করবে। স্থির হয়ে বসে নিজের ভিতরটা খুব হাল্‌কা করে চার দিকে ছড়িয়ে দেবে—যেন তুমি আলোর একটা ফানুস, বাইরের আলো আর ভিতরের আলো যেন একাকার হয়ে আছে তোমার মধ্যে। এমনি করে চলতে-ফিরতে ও আকাশ-বাতাসের সঙ্গে নিজেকে এক বলে ভাবনা করবে। নিজেকে নিঃস্ব মনে করো না। ভাববে, তুমি যেন একটি আলোর ফুল, দেবতার পায়ে নিবেদিত।

উপনিষদের গল্প লেখবার সময় তো আমার নাই। গল্পগুলি বাজারে বইয়ের আকারে বেরিয়েছে।

ধোঁবা পুড়েই আলোর তেজ বাড়ে—এটা বিজ্ঞানের কথা। চিমনি পরালে Carbonটা (বা ধোঁবা হয়) জমাট বেঁধে যায়, আর তখন ইন্ধনের মতই ওটা পুড়তে থাকে। অসংযত চিত্তও ধূমায়িত, আর সংযত চিত্ত দীপ্তিময়।

সব ভালবাসাই মূলত এক, কেবল ব্যবহারে তারা আলাদা। ভালবাসা আসলে নিজের আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি। আমি যদি আমাতে থাকি, অন্তর্মুখ থাকি, শান্ত থাকি, তাহলে আপনা হতেই আমার মধ্যে আনন্দের আবির্ভাব হবে। আর সেই আনন্দই ভালবাসা হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়বে—প্রকৃতিকে, মানুষকে সবকিছুকে ভাল লাগবে। কতকগুলি ভালবাসা দেখা দেয় আসক্তি থেকে—সেগুলি স্বাভাবিক হলেও বিশুদ্ধ নয়। যেমন লোকে খেতে ভালবাসে, দেহের সুখ চায় ইত্যাদি। ভালবাসা তখনই বিশুদ্ধ হয়, যখন তা ভোগ করতে চায় না, নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। যেমন সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা। তবে তারও মধ্যে আসক্তি এবং মূঢ়তা থাকতে পারে এবং সংসারে থাকেও। মাতৃস্নেহ খুব ভাল জিনিস হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা অজ্ঞানে ছাওয়া। আত্মস্থ না হলে ঠিক ভালবাসা যায় না। সারদা সবাইকে মায়ের মতনই ভালবাসতেন। কিন্তু সাধারণ মায়ের মত তো নয়। তাঁর ভালবাসাতে যেমন ত্যাগ ছিল, তেমনি আত্মজ্ঞানও ছিল।

আমার বিশ্বাস, মহাপুরুষদের জন্ম স্বাভাবিক রীতিতেই হয়েছে। তবে তাঁদের জন্মের সময় বাপ-মায়ের চেতনা খুব উঁচু গ্রামে বাঁধা ছিল। এটা সম্ভব। আমাদের দেশে আগে এর একটা সাধনা প্রচলিত ছিল। সন্তানের জন্ম দেওয়াকে একটা পবিত্র অনুষ্ঠান বলে গণ্য করা হত। তাইতে তার জন্ম হত কামে নয়, প্রেমে।

স্নেহাশিস

অনির্বাণ

[৩০]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২২.৭.৬২

এক জীবন হতে আরেক জীবনে উত্তীর্ণ হতে চলেছ—এই সময় মনে কোনও পিছুটান রেখো না। মানুষ দুর্ভাবনায় নিজেকে দুর্বল করে মাত্র, তাতে কিছু লাভ হয় না। সবাইকে ভগবানের কাছে সঁপে দাও।

কীভাবে দাম্পত্যজীবন যাপন করতে হবে, সে-সম্পর্কে আমি অনেক কথাই বলেছি, আরও অনেক কথাই বলবার দরকার হবে।

শরীরের জন্যও ভেবো না। মন যদি আলোয় আর আনন্দে ভরে থাকে, শরীরও ভাল থাকবে। ঐ ভাবনাটি ধরে থেকো, তুমি যেন আলোর ফুল। তুমি মাটির মেয়ে নও, আলোর মেয়ে। জ্যোতির্ভাবনায় দেহ-মনের সব গ্লানি দূর হয়ে যায়।

বিয়ের দিন তো এগিয়ে এল। হয়তো তার আগে আরেকটা চিঠি পাবে আমার কাছ থেকে। তার পর ওর সঙ্গেই চিঠি দেব। আমার নিয়ম, চিঠি পেলেই তার জবাব দিই। নইলে আমার চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না।

তোমার নতুন জীবনের পথ আলোয় আর প্রশান্ত আনন্দে উজ্জ্বল হ'ক।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৩১]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২২.৭.৬২

রামপ্রসাদের একটা জীবনী আছে অতুল ভট্টাচার্য (?) প্রণীত, তবে খুব ভাল নয়। "ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ" বলে একটা বই আছে, তাতে রামপ্রসাদের অনেক গান আছে। গানগুলিই তাঁর ভাল, জীবনীতে এমন কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। কমলাকান্তের জীবনী দুষ্প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি বিশ্বভারতী থেকে খণ্ডে-খণ্ডে ছাপা হয়েছে—প্রথম খণ্ডই স্ত্রীর পত্র।

উৎকট সাধনা না করলে মেরুদণ্ডে কোনও pain অনুভব করবার কথা নয়। বরং সুষুম্ণায় সুখের অনুভূতিই হওয়ার কথা। সুষুম্ণ শব্দের অর্থই তা-ই। Pain হলে আমি বলি, go slow। 'অনন্ত সমাপত্তির' বা expansion into infinity-র অভ্যাস কর। আমাদের দেশে একটা কথা আছে—'শয়নে পদ্মনাভঞ্চ'—শুয়ে পদ্মনাভকে স্মরণ করবে। বিষ্ণুর অনন্তশয়ন সুষুপ্তি বা প্রলয়ের অবস্থা। ঐ অবস্থায় ভাবনা করতে হয়, তোমার মেরুদণ্ডটি যেন একটা শুভ্রবর্ণের tube হয়ে এক আলোর সমুদ্রে ভাসছে।

ওতে বিশ্রান্তির আনন্দকে নিবিড় করে অনুভব করবে, সৃষ্টিশক্তিও উদ্দীপিত হবে, অনন্তনাগ cosmic life-force।

ওম্ এর ব্যাখ্যা গতবছর মাণ্ডূক্যউপনিষদ্ বোঝাবার সময় বিস্তারিত ভাবেই করেছি। হ্রীং=হ (আকাশ বা সত্তা)+র্ (অগ্নি বা চৈতন্য)+ঈ (লক্ষ্মী বা আনন্দ)+ং (আনন্ত্য)=সৎ-চিৎ-আনন্দের আনন্ত্য।

লেখা তো অনেকই লিখছি, আর কত লিখব। এখন গভীরভাবে মনন কর।..শুনলে তো অনেক।

সে তো মধুরভাব নিয়েই তোমার কাছে আসবে। একদিন দাস্যভাব ছিল। ক্রমে সখ্যভাব ফুটল। সেই ভালবাসা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে তোমার প্রতি মধুর ভাবই তো আসবে। এখন তোমার পৌরুষ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার বীর্য দিয়ে তার আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করতে যদি সাহায্য করতে পার, তখন তার মধ্যে জাগবে ঐশ্বর্য, মাতৃভাব বা বাৎসল্য। তাড়াহুড়া করো না। তার স্নিগ্ধ ভালবাসায় ভরা কুমারীহৃদয়কে দেবতার প্রসাদী ফুল বলে গ্রহণ কর। এটি পাওয়া মহাভাগ্যের কথা। তোমার দিক হতে দুটা বাধা আসতে পারে—এক তোমার পৌরুষের অহংকার, দ্বিতীয় তোমার পুরুষ দেহের কামনা। এ-দুটি সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকতে হবে। মানুষ গড়া সহজ নয়। এখন সেই তোমার ইষ্ট। রামকৃষ্ণ সারদামণির চেয়ে কত বড় ছিলেন কিন্তু একদিনের জন্যও কি তাকে অনাদর করেছেন? এই আদর্শ সামনে রেখে চল। বিয়ের পর শুরু হবে সত্যকার সাধনা। অনেক বাধা আসবে। ভয় কি? আমি আছি।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৩২]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৫.৮.৬২

তোমার চিঠি পেলাম। আশা করি শুভ কাজ নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে। ওকে নিয়ে একবার পুরী ঘুরে আসলে খুব ভালই হবে। মহাসমুদ্রের কূলে বসে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি পারবে।...আমি আগেও বলেছি, জীবনকে

যারা একটা আদর্শে বাঁধতে চায়, তাদের গড্ডালিকাপ্রবাহে ভেসে যাওয়া চলে না। তোমাদের আলাদা ঘর বাঁধতেই হবে। সংসারের প্রতি কর্তব্য যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য দ্বারা মিটিয়ে দাও। তুমি তো সত্যের জন্য সংসার ছাড়তে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলে। এখন সত্যের সংসার গড়ে তোলবার জন্য মিথ্যার সংসার হতে যদি দূরে থাকতে হয়, পিছ-পা হয়ো না। সংসারের গোড়াতেই একটা অনর্থ দেখা দিল, এটা ভালই হল।

নির্মম পৌরুষ দিয়ে একে জয় কর।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৩৩]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১২.৮.৬২

পুরুষ আছেন সব ছাপিয়ে, প্রকৃতিই পরিণামিনী—তিনি প্রিয়া হয়েও বালা, কিশোরী, তরুণী ও যুবতী। যখন তিনি বালা তখন কন্যা, যখন কিশোরী তখন সখী, বা সহোদরা, যখন তরুণী তখন জায়া বা প্রিয়া, যখন যুবতী তখন জননী। আবার সব ভাবের মধ্যেই আছে মধুর ভাব—প্রিয়া-রূপেই তিনি সব। "জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে?"[১] তুমি পুরুষের ভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকে ওর সব ভাবকে গ্রহণ করবে। ভাবে-ভাবে বিরোধ সৃষ্টি করে অজ্ঞানী, ভাবের সঙ্গে কতকগুলি ব্যবহারকে তারা জড়িয়ে ফেলে। কিন্তু মধুরভাব অব্যবহার্য এবং প্রপঞ্চাতীত। তার মধ্যে অতি সহজেই সব ভাবই থাকতে পারে। সুতরাং কালিদাস যেমন বলেছিলেন, ও তেমনি তোমার সখী, সচিবা, প্রিয়া, শিষ্যা সবই—যেমন ইন্দুমতী ছিলেন অজের।[২]

আগেই বলেছি, আমাদের লক্ষ-লক্ষ বছরের সংস্কারের ফলে পুরুষ আর নারীদেহ কাছাকাছি এলে খানিকটা S.S হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ওটা হচ্ছে প্রকৃতির কৌশল—peneration এর জন্য আয়োজন। কিন্তু ওদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না মোটেই। দেহে যে আগুন ধরে যায়—এটাকেই ভাবনা করবে

যোগাগ্নি বলে। এই আগুন আবার ভাবের গাঢ়তায় যেন চাঁদের জ্যোৎস্নার মত শীতল। তাই তন্ত্রে এবং বেদে বলে পুরুষ অগ্নি আর নারী সোম। একজন উদ্দীপ্ত হয়, আরেকজন বিগলিত হয়ে পড়ে। দুয়ের মিলনই শিব-শক্তির মিলন। লক্ষ্য রাখবে হৃদয়ের প্রতি—হৃদয়ে-হৃদয়ে মিলবে এবং সেখান থেকে চেতনাকে ভ্রূমধ্যে সাক্ষী রেখে মাথার উপরে মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেবে দুজনেই। হৃদয়ের নিম্নকেন্দ্রে কি হচ্ছে, তার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেবে না। ঐ কেন্দ্রগুলি যেন বিচলিত না হয়। তন্ত্রে আছে "শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ।" এখন নিম্নকেন্দ্র স্তম্ভিত থাকবে। ক্রমে ভাব গভীর হলে দেখবে সুষুম্নার মুখ খুলে গেছে—হয়তো ওরই আগে খুলবে—কেন না মেয়েদের মধ্যে বিবশ সমর্পণের ভাব থাকে বলে তাদের কুণ্ডলিনী সহজে জাগে। তখন তোমাদের একটা অদ্ভুত অনুভূতি আসবে। যুগপৎ অনুভব করবে, মেরুতন্ত্রে ব্যক্তি-সত্তার তীব্র অনুভব, হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত বিশ্বসত্তার উদ্দীপ্ত অনুভব আর মস্তিষ্কের উপর মহাশূন্যে বিশ্বাতীতের স্তব্ধতা ও প্রমুক্তি। এই দেহই তখন চিদানন্দময় হয়ে যাবে। আশ্চর্য হয়ে দেখবে, নারীকে ভালবেসে পুরুষ কত সহজে অথচ পরিপূর্ণভাবে পরম যোগী হতে পারে। একটি রাত এই-ভাবে কাটাতে পারলে যে-অনুভব তোমরা পাবে তা যুগ-যুগ কৃচ্ছ্রতপস্যার দ্বারাও পাওয়া যেত না। কিন্তু ঐ একটি বিষয়ে সাবধান থাকবে—প্রকৃতির সর্বজীবসাধারণ ঐ ফাঁদে যেন পা না দাও—যেন এখন সম্প্রয়োগ না ঘটে। দিব্য সম্প্রয়োগের কৌশলও আছে, কিন্তু তার সাধনা পরে।

লীলাবিলাসটুকু দরকার, কেন না নারীর সমস্ত প্রাণ ঐটুকুই চায়। তাকে আদর করে ফুলের মতন ফুটিয়ে তোল, আর সেই ফুলকে শিব হয়ে গ্রহণ কর।

প্রথম-প্রথম তুমি হয়তো একটু দুর্বল অনুভব করবে—সে দু-চার দিন। ক্রমে দেখবে, প্রিয়-স্পর্শে তোমাদের ধ্যানতন্ময়তা এসে যাচ্ছে, তখন স্পর্শে বিদ্যুৎসঞ্চার হবে, দুর্বলতা নয়—শক্তি জাগবে। নারী যে শক্তিরূপিণী গো! তাকে তুমি যে-ভাবেই চাও, সেই ভাবেই পাবে। প্রাকৃত মানুষ চায় ছিন্নমস্তা-রূপে—তুমি চাইবে রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরী-কমলারূপে। S.S দেখবে তোমাদের অজান্তে কখন আপনা হতে বন্ধ হয়ে গেছে। নাও যদি হয়, তাতেও ক্ষতি নাই। ভাব যত প্রবল হবে, ততই ওদিকটা তুচ্ছ মনে হবে।

ওকে কখনও অনাদর করো না। তাকে ছোট মনে করো না পৌ[illegible] অহংকারে। নারীর মধ্যে সংযমের সহজ শক্তি আছে। সেই শ[illegible] নিজেকে লুটিয়ে দাও, সেই শক্তির আরাধনা কর। রামকৃষ্ণদেব এ[illegible] কিশোরী সারদাকে এতটুকু অনাদর করতেন না।...সতি[illegible]

স্বরূপা। সে তোমার জীবনকে ধন্য করতেই এসেছে। যদি যোগের পথে চল, ভোগের রাস টেনে ধরতে পার, তাহলে বুঝবে কুমারীহৃদয়ের ভালবাসার মধ্যে কী বিপুল শক্তি লুকানো আছে। সে-শক্তি তোমারই আত্মশক্তি, তাকে আরাধনায় ফুটিয়ে তুলতে হবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৩৪]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১৯.৮.৬২

তোমাদের বর্তমান অবস্থা যা লিখেছ, তা আমার কাছে সুস্থ এবং স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। এইভাবে চল। ধীরে-ধীরে বস্তুচেতনা বা দেহ-চেতনা থেকে ভাবচেতনায় উঠে যেতে হবে।

হৃদয়ের মিলনে মনের মধ্যে এই ভাব থাকবে—"অহং শিবঃ, ইয়ং গৌরী"—আমি শিব, আর এই আমার গৌরী।অন্য সময় গৌরীর কল্পমূর্তি ধ্যান করে চিত্তবৃত্তিকে গৌরীময় করে নেবে, তার পর প্রিয়ার রূপকে আচ্ছাদিত এবং আবিষ্ট করবে ঐ গৌরীর রূপ দিয়ে। লীলাবিলাসের সময় এই হর-গৌরীর ভাবটি ভূমিকারূপে থাকবে। "আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রটি মনে রাখবে।

যোনিমুদ্রা, সুষুম্ণাভাবনা, ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখা আর মহাশূন্যে চেতনা ছড়িয়ে পড়ছে মাথার উপর দিয়ে—এই ভাবগুলি যত পুষ্ট হবে, নিম্নকেন্দ্র তত স্তম্ভিত হয়ে যাবে। প্রতিদিন ১০ মিনিট করে সিদ্ধাসন করলেও ভাল ফল পাবে।

Period-এর সময়ও মেরুচৈতন্যের ধ্যান করা যায়—ওকে বলো। ওর irregularities-এর জন্য যদি সর্বাঙ্গাসন করে, ভাল ফল পাবে। ওটা যেন period-এর সময় না করে।

নিজের পৌরুষের দীপ্তি কখনও হারিও না। সমুদ্র হয়ে নদীকে গ্রহণ কর নিজের মধ্যে, সে তোমার মধ্যে হারিয়ে যাক।

দুজনেই স্নেহাশিস নিও।
অনির্বাণ

[৩৫]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২.৯.৬২

Sex-union-এর ইচ্ছা তোমার জাগে না, এটা খুবই ভাল কথা। Secretion-এর জন্য ভেবো না—ওদিকে গ্রাহ্যই করো না। নারীদেহের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলে ওটা প্রথম-প্রথম হয়, তার পর একেবারে সহজ অবস্থা এসে যায়। ওর প্রতিকারের সব চাইতে ভাল উপায় হচ্ছে, মোটেই ওর দিকে দৃষ্টি না দেওয়া।

অনেকদিনের প্রত্যাশায় ও তোমায় পেল। তাই বলেছিলাম, ওকে কিছু-দিন লীলাবিলাসে ডুবিয়ে রাখ। ও তৃপ্ত হ'ক। এক মাস হয়ে গেল, এখন ওরই সম্মতিক্রমে একটু-একটু করে রাস টান দুজনে। Be very frank with her। পুরুষের মনে sex-টা অনেকসময় অস্বস্তিকর। কিন্তু মেয়েরা ও সম্বন্ধে কিছু ভাবেই না, তাদের কাছে ওটা সহজ মনে হয়, মানে দেহের কাছাকাছি এলেই ওদের উত্তেজনা জাগে না—আনন্দ হয়। সেবার তোমাকে লিখবার সময় পাইনি—কালরাত্রির অর্থ কি। আগে বিধান ছিল, বিয়ের পর তিন রাত্রি স্বামী-স্ত্রী কাছাকাছি থেকেও পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করবে। চতুর্থ রাত্রিতে তাদের মিলন হবে—যে-আকারেই হ'ক। এই যে check টা, এইটাই এখন কালরাত্রির প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে। তোমরা এখন মাঝে-মাঝে এমনি check দিতে পার। একই ঘরে থাকলে, কিন্তু আলাদা বিছানায়।

আসলে ওর মন খুব সরস, তবে অনেক কথা ও ভাবে। ওকে একটি ছোট্ট মেয়ের মতন করেই তোমাকে গড়ে তুলতে হবে। ও তোমার 'বালিকা বধূ'—মহীয়সী হয়ে উঠবে তোমারই শিক্ষায়।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৩৬]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২.৯.৬২

যেমন পুরীতে গিয়ে দুজনে কাছাকাছি থাকলে সংসারের বাইরে, তেমনি কিছুদিন বাইরে থাকা দরকার। মনে করো, মধ্যমগ্রামটা তোমাদের গার্হস্থ্য-জীবনের training centre।

লেখাপড়া ছেড়ো না। বিদ্যায় চিত্তকে মুক্ত করে। পড়াশোনাকে চির-জীবনের সঙ্গী রাখবে। জেনো, তুমি মেয়ে হলেও মানুষ—নেহাৎ মেয়েমানুষ নও।

সুষুম্ণা ধ্যান করতে গেলে মেরুদণ্ডে যদি ব্যথা অনুভব কর, তাহলে এখন তা করো না। নিজের হৃদয় হতে একটা স্নিগ্ধ আলো সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে, এই ভাবনা করো। আর ভেবো, তাঁর আলো তোমায় বেষ্টন করে আছে।

স্বামীর মধ্যে ভগবানকে দেখা, স্ত্রীর মধ্যে ভগবতীকে দেখা—এই আমাদের সনাতন শিক্ষা। এইভাবে নিজেদের গড়ে তোলবার সাধনা কর—পরস্পর পরস্পরের সহায় হও।

লক্ষ্মীর কথা সাধারণ্যে বিশেষ প্রচার নাই। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে কিছু কিছু আছে, বসুমতী সংস্করণে পাবে।[১]

নতুন জীবন আরম্ভ করবে উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দ নিয়ে। বেদনা থাকবে কেন তার মধ্যে?

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৩৭]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৯.৯.৬২

তোমরা যেভাবে চলছ, তাতে খুশী হয়েছি। এইভাবেই চল। গড়ানে রাস্তায় গড়িয়ে যাওরাটা সহজ, চড়াই উতরনো কঠিন। কিন্তু যে বীর, সে

তাতে ভয় পায় না। সহজিয়া বলেন, 'সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি, সাপ না গিলিবে তায়।' প্রবৃত্তির শক্তিকে যদি সংযমের দ্বারা নিবৃত্তিতে পরিণত করতে পার, তাহলে মহাশক্তির অধিকারী হবে তোমরা।

লক্ষ্য করে দেখো, যোগী যে প্রাণরোধ করেন, সেও তো একটা স্বাভাবিক বৃত্তিকে জোর করে মোড় ঘুরিয়ে দেন। তাতে তাঁর সমাধি হয়, তত্ত্বজ্ঞান হয়—ইত্যাদি কত কথাই শুনি। আর এই যে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের সান্নিধ্যে থেকেও ঊর্ধ্বস্রোতা হওরা, এ কত বড় সাধনা ভেবে দেখ দেখি। একদিন বুঝতে পারবে, এমনি করেই অধ্যাত্মসিদ্ধির চরমে ওঠা যায়। এই মৃন্ময় আধারেই চিন্ময়কে পাওরা যায়।

তোমার নির্বাচিত কবিতাটি বেশ হয়েছে। জানবে, ভগবানকে লাভ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। তুমি পাবে উমাকে, ও পাবে মহেশ্বরকে। পরস্পরকে এইভাবে ধ্যান করেই তোমরা বিরাট হতে পারবে। স্বামী রামতীর্থ বিবাহের পর তা-ই করতেন। তাই করতে হবে, গড়িয়ে চলাটা তো কোনও কাজের কথা নয়।

তুমি মায়ের সুপুত্র, তাই নিজেকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে দেহ-মনকে উদ্দীপ্ত করতে চাইছ। এ ক্ষেত্রে মমতায় অন্ধ হয়ে ভুল করে বসো না।

Influence হচ্ছে গুরুর নীরব আত্মবিকিরণ। তুমি যত যোগস্থ থাকবে, ও ততই উদ্দীপ্ত হবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৩৮]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১৬.৯.৬২

স্বামী রামতীর্থের জীবনী কোথায় পাওরা যায় জানি না। আমি আর্য-দর্পণে খানিকটা লিখেছিলাম, শেষ করিনি বোধ হয়।

আমি তার একটা মস্ত গুণ দেখি—ওর মধ্যে কামভাব প্রবল নয়। ও মনে-প্রাণে এখনও কিশোরী। অথবা বালা। তরুণী আর যুবতী হতে [illegible] দেরি আছে। না যদি হয়, তাতেও দুঃখ নাই। ও তোমার ছায়ার মত [illegible]

হবে, যা শেখাবে তা-ই শিখবে। মেয়ের কাম জাগলে তাকে তৃপ্ত রাখতে পারে—এমন পুরুষ কোটিকে গোটিক। সেদিক দিয়ে তুমি বেঁচে গেছ। —ভালবাসতে শেখ—পিতার মত, বন্ধুর মত, ভাই এর মত। ওকে ফুলের মত ফুটিয়ে তোলার দায় তোমারই। আর এ-দায় তোমাকে অসীম ধৈর্যে বহন করতে হবে। তোমার ভিতরটা একটু বেশীমাত্রায় আবেগপ্রবণ বলে চারদিক মানিয়ে নিতে পারছ না। কিন্তু চেষ্টা করলে পারবে না কেন?

প্রিয়ার প্রতিমাকে হৃদয়ে আকর্ষণ করলে আপনা-হতেই তার ভাবনা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যায়। তবে মনটাকে ভ্রূমধ্যে রাখতে হয় সব সময়, অথবা মাথার উপরে মহাশূন্যে।

শান্ত থেকো, স্বপ্রতিষ্ঠ এবং উজ্জ্বল থেকে ওকে উজ্জ্বল করো।

স্নেহাশিস

অনির্বাণ

[৩৯]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং

১৪.১০.৬২

বেশ এগিয়ে যাচ্ছ। প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে। সুতরাং এখন আর ভাবনার বিশেষ কিছুই নাই। একটা position এই হতে পারেঃ তোমার পাশে শুয়ে আছে, তুমি শুয়ে আছ শবাসনে। ওর হাতখানা আলগোছে তোমার বুকের ওপর পড়ে আছে। এইভাবে নিস্পন্দ থাকলে দেখবে লিঙ্গমূলে বা স্বাধিষ্ঠানে একটা শিহরণ জাগছে। সেটাকে তুলিয়ে দাও মেরুদণ্ডের দিকে। খুব সহজেই তখন অনুভব করবে, একটা বিদ্যুৎ স্রোত উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। হৃদয়ে এসে তখন ওর স্পর্শকে সেই আদ্যাশক্তির জ্যোতির্ময় স্পর্শ বলে মনে হবে—যা তোমার হৃদয়কে দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করছে। আলো ক্রমে মাথার উপর ছড়িয়ে পড়বে। মৃন্ময়ীর স্থান দখল করবে চিন্ময়ী।

...এই ভাবনায় ও যদি সাড়া দিতে পারে, তাহলে খুব ভাল হয়। দেহের আকর্ষণের দিক দিয়ে মেয়েরা পুরুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মনের দিক দিয়ে ওরা অনেক দরিদ্র। পুরুষকে নিতে হবে সংযমের শিক্ষা, শুদ্ধসত্ত্ব দেহ-[illegible] শিক্ষা মেয়েদের কাছ থেকেই। মেয়েদেরও তেমনি উজ্জ্বল বৈরাগ্য

এবং ব্যাপ্তির শিক্ষা নিতে হবে পুরুষের কাছ থেকে। তবেই পরস্পরের আত্মসম্পূর্তি সম্যক হবে।

পুরুষ যদি গীতার 'আপূর্যমাণ' শ্লোকের ভাব নিয়ে থাকে, তাহলে লীলাবিলাসে সে initiative নেয় না, respond করে মাত্র। এখন এই সময়টা বোধ হয় এসেছে, নারীর ভাবতরঙ্গকে সমুদ্রের মত বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করার।

আজ আরেকটা কথা বলব। এখন সমস্ত অন্তর দিয়ে চাও সেই চিন্ময়ীকে—এই মৃন্ময়ীর মধ্যে যার কুণ্ঠিত প্রকাশ। আগে ভগবান, তার পর মানুষ। আগে চিন্ময়ী, তার পরে মৃন্ময়ী। এইবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে নিজের ইষ্টদেবীকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা কর। দেখবে তোমার অন্তরাত্মা তৃষিত রয়েছে আরেকটি মেয়ের জন্য যে এই মৃন্ময়ীকে বা মৃন্ময়ী-দের ছাপিয়ে আছে, এবং ছাপিয়ে থেকেই তাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। সেই রামকৃষ্ণের ভবতারিণী। ভবতারিণীই আগে, পরে সারদা। তাইতে সারদার প্রশ্নের জবাবে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন 'যে মা মন্দিরে, তিনিই এখন পদসেবা করছেন।' সেই আসল মেয়ের জন্য এখন সাধনা কর।

স্নেহাশিস

অনির্বাণ

[৪০]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং

১৪.১০.৬২

আমার কথা যখনই ভাববে, তখনই সাড়া পাবে।

ধ্যানের সময় তোমার নিজেকে খুব হাল্‌কা বোধ হয় শুনে খুশী হলাম। এই রকমটাই হওয়া উচিত। ক্রমে 'আকাশ শরীরে'র ভাব এসে যাবে। মনে হবে যেন তুমি আকাশ হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে আছ। দেহটা যেন থেকেও নাই।

সূর্য বা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রথমে স্বামীকে উপলব্ধি করাই ভাল। আবার স্বামীর মধ্যে সূর্য বা শ্রীকৃষ্ণকে দেখাটাও ভাল। তবে ভগবানকেই [illegible] চাই—তিনিই স্বামী হয়ে এসেছেন এই বুদ্ধি রাখাটা খুবই [illegible]

ভালবাসতে শিখলে তবে স্বামীকে সত্যি করে ভালবাসতে পারবে। নিজেকে আগে ভগবানের মাঝে মিলিয়ে দিয়ে যেন আলোর মেয়ে হয়ে যাবে। তার পর সেই আলোর মেয়ে আনন্দময়ী হয়ে স্বামীর কাছে আসবে, বুঝতে পেরেছ তো?

সারদা যখন রামকৃষ্ণের কাছে গেলেন, তখন রামকৃষ্ণ প্রথম ভগবানকেই ধরিয়ে দিলেন। বললেন, চাঁদা মামা—সবারই মামা। তুমি তাঁকে ডাক, তাহলে আমি যেমন করে পেয়েছি, তেমনি করে তুমিও পাবে।

ভগবানকে পেয়ে সারদা যখন আলোর মেয়ে হলেন, তখন রামকৃষ্ণকে আরও গভীর করে ভালবাসলেন।

মেয়েদের মা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। কিন্তু পশুর মত মা হওয়া তো খুব সহজ ব্যাপার। ঘরে-ঘরে এমনি পশু-মাতা পাওয়া যায়। কিন্তু দেবমাতা হতে চায় কে? তোমাকে সেই দেবমাতা হতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সন্তানের জন্য তপস্যা করতেন। কুমারসম্ভবের জন্য, উমাকেও তপস্যা করতে হয়েছিল শিবের যোগ্য হবার জন্য।

যত অন্তরে ডুববে, ততই বুঝতে পারবে কি করে শিবের সতী হওয়া যায়। ও চায় যোগিনীর ভালবাসা, তাহলেই তার হৃদয় ভরবে। যাই।

স্নেহাশিস

অনির্বাণ

[৪১]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং

৪.১১.৬২

মোটামুটি জেনে রাখ সুষুম্ণাকাণ্ড = মেরুদণ্ড। Sex-centre অর্থাৎ root of the penis এবং clitoris হল স্বাধিষ্ঠান। এইখান থেকেই ধারা নিম্নগামী হয়। এটা check করে তাকে ঊর্ধ্বগামী করতে হবে। যদি হৃদয়ে জ্যোতির ধারণা কর, এবং ভ্রূমধ্যে চিত্তকে স্থির রাখ, আবার মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত কর তাহলে যথাক্রমে অনাহত আজ্ঞাচক্র এবং সহস্রারের সাহায্য নেওয়া হবে। এইটুকু জানলেই যথেষ্ট।

আদিতে লীলাবিলাস—যেমন ওদেশে ছেলে-মেয়েদের courtship এ। তার পর বিয়ের পরই চলে পুরাদমে সম্প্রয়োগ। তার আবেগ যখন থিতিয়ে আসে তখন হয় অবসাদ, না হয় আবার লীলাবিলাস শুরু হয়। আমি এই সাধারণ যৌন চেতনার কথাই বলেছিলাম। এতে সম্প্রয়োগ মুখ্য, লীলাবিলাস গৌণ। কিন্তু যোগচেতনায় লীলাবিলাস মুখ্য, আর সেটার গতি তন্ময়তার দিকে, বিবশতার দিকে। এতে সম্প্রয়োগের কোনও দরকারই হয় না। সম্প্রয়োগের আনন্দ পাওয়া যায় ঐ অনাহতে, আজ্ঞাচক্রে আর সহস্রারে। প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষের মিলন তার কাছে অতি তুচ্ছ এবং স্থূল। ঐ ঊর্ধ্বস্রোতা সম্প্রয়োগের ধারাকে লীলাচ্ছলে নীচে নামিয়েও আনা যায়, কিন্তু তখন লিঙ্গ-যোনি আর লিঙ্গ-যোনি থাকে না, ঠাকুরের ভাষায় 'প্রেমের লিঙ্গ প্রেমের যোনি দিয়ে প্রেমের রমণ হয়।' কিন্তু প্রাকৃত রমণ দিয়ে আরম্ভ করলে এ-ভাবটা কিছুতেই পাবার উপায় নাই। এই দিব্যসম্প্রয়োগের আনন্দ পেতে হলে একেবারে সটান উজিয়ে যেতেই হবে,—তার পর ঐখানে খুঁটি রেখে নীচে নেমে আসা। কিন্তু এসব কথা এখন ভাববার কি দরকার আছে কিছু? সহজিয়ারা সম্প্রয়োগকে কিভাবে চিন্ময় করে তুলেছেন? বোধ হয় বুঝতে পারছ।

গীতার 'আপূর্যমাণ'[১] শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে অটল থেকে প্রকৃতিকে বুক পেতে গ্রহণ করা। তুমি চাও না, কিন্তু তার চাওয়াকে সার্থক কর, শান্ত থেকে।

ঠাকুর ষোল টাং করে গেছেন, তোমরা কি এক টাংও করতে পারবে না?

আগে শিবত্বের সাধনাই কর। বৈষ্ণবের সাধনা (কিশোরের সাধনা) তার পরিপাকে আপনা থেকেই এসে যাবে। গোড়াতে সবগুলির তালগোল পাকাতে যেও না।

চণ্ডীদাস যে-কুমারীকে পেয়েছিলেন জিতেন্দ্রিয় হয়ে, তিনিই পুরুষের পরমারাধ্যা। তাঁকে ভ্রূমধ্যে আগে পাবে। তার পর হৃদয়ে। তার পর সব-সময়ে সহস্রারে।

স্নেহাশিস

অনির্বাণ

[৪২]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১৮.১১.৬২

জীবনকে নিতে হবে বীরের মত। একটু ভোগ না করলে বৈরাগ্য আসে না। ওর মা হবার ইচ্ছা তো খুবই স্বাভাবিক। ওর স্বাস্থ্য মাতৃত্বের দায় বহন করবার উপযোগী কি না, সেটা ভাল করে দেখে, তার পর ওকে একটি সন্তান উপহার দিয়ে তুমি সংসার থেকে ছুটি নাও। আগেকার যুগে শাস্ত্রকারেরাও ঠিক এই ব্যবস্থা দিতেন। সংসার কর, সন্তান উৎপন্ন কর একটি-দুটি, তাই দিয়ে স্ত্রীর মন ভরে থাকবে, তারপর তোমার ছুটি। পশুরাও তো তা-ই করে। গর্ভাধান করার পরই পুরুষ তফাত হয়ে যায়। কোনও পক্ষের কোনও আক্ষেপ থাকে না।

তার পর তোমার অন্তরের মানসীকে নিয়ে চলুক তোমার দিব্যজীবনের সাধনা। তারই একটুখানি আভাসমাত্র পেলে ওর মাঝে। এবার প্রাণ ঢেলে দাও সেই অমৃতময়ীকে পাবার জন্য। তোমার রোমাণ্টিক চিত্ত সেই চিন্ময়ীকে না পেলে শান্ত হবে না। তারই ধ্যান কর, প্রিয়ারূপে তার ভজনা কর, সুফীরা যেমন করতেন। সেই ভবতারিণীরই ধ্যান। তুমি শিব, তিনি সতী। তিনি তোমার তপস্যা, তোমার আনন্দ, তোমার সংযম, তোমার ব্রহ্মচর্য, তোমার দিব্য-জীবনের মহিমা।

তোমার চেতনা সর্বক্ষণ আকাশের মত প্রশান্ত ও বিরাট থাকুক। পত্নীর প্রেমকে প্রজ্ঞায় উন্মেষিত করবার সামর্থ্য যেন তোমার থাকে। লীলা-বিলাস তার মধ্যে একটা আলোর হিল্লোল। সম্প্রয়োগ একটা আলোর আবর্ত। হিল্লোল বা আবর্ত উঠে আবার সেই প্রশান্ত আকাশেই মিলিয়ে যায়। আকাশ আগেও যা ছিল, পরেও তাই থাকে। ভ্রূক্ষেপ করো না। শিবের মত বিরাগী হও, বৃহৎ হও।

ঠাকুর বলতেন মেয়েদের সম্পর্কে—ওরা "বিশালাক্ষীর দ'।" অত্যন্ত গভীর কথা। এবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ বিশালাক্ষীকে—

দেশের সম্পর্কে চিত্তকে জাগ্রত এবং উদ্যত রাখ। যখন কাজ আসবে, করবে বই কি।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৪৩]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২.১২.৬২

হৃদয় ভ্রূমধ্য আর মূর্ধা—এই তিনটিই প্রধান কেন্দ্র। যখন যেটিতে সহজে তন্ময়তা আসে সেখানেই ধ্যান করো। তিনটিতে চলাচলও খুব ভাল। মোট কথা, এর মধ্যে ধরাবাঁধা কোনও নিয়ম রাখবার দরকার নাই।

আপ্রাণ চেষ্টা কর তাকে ভিতরে পেতে। দেখবে, অন্তরে যাকে পাচ্ছ, সে বাইরের নয় সে আর-কেউ।

সমস্ত প্রাণের ভালবাসা যেন আবর্তিত হয় সেই পরমাকে ঘিরে—যিনি তোমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, শান্তিতে সমৃদ্ধ অমৃত তোমার হৃদয়ে, তোমার আকাশ-শরীরে বিদ্যুতের উদ্ভাস। সাধনা ব্যর্থ হবে না। রামকৃষ্ণ আগে ভবতারিণীকে পেয়েছিলেন, তার পর সারদার মধ্যে তাকে ফুটিয়েছিলেন।

রোমাণ্টিকতা হল প্রাণের আরাম। তাকে বাদ দিয়ে কেঠো সাধনা করতে যাবে কেন? সাধনা হবে, ঠাকুরের ভাষায় 'রসে বশে'—রসের সাধনা কিন্তু বশীকার সহায়ে।

সুফীদের সাধনা হল ভগবানকে প্রিয়ারূপে পাওয়ার সাধনা।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৪৪]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৩.৩.৬৩

...একটা কথা। তুমি একেবারে একঝাঁক প্রশ্ন কর, অথচ আমার উত্তর দেবার সামর্থ্য আর সময় সীমিত। তাইতে কোনও প্রশ্নেরই ভাল করে উত্তর দেওয়া হয় না। যদি গুছিয়ে দু' তিনটি প্রশ্ন কর, ভাল হয়। তোমার নিজের ভাবনাও তাতে গুছিয়ে আসে। আর আমি একটু বিস্তার করে লিখতে

পারি। মূল বিষয়টা ধরে নিতে পারলে দেখবে প্রশ্নের ডালপালা বিস্তার করবার দরকার হয় না। ফলে চিত্ত একাগ্র হবার সুবিধা পায়।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৪৫]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১৩.৩.৬৩

...পতঞ্জলি বলেছেন স্বরূপশূন্যতার কথা।[1] তার অর্থ আত্মহারা ভাব। নেপথ্য শক্তির কথা বলেছিলাম—যিনি বুদ্ধির অতীত, কিন্তু বোধে ছুঁয়ে থাকেন।

রিক্তা আর শূন্যতা একই কথা। ('কূর্মনাড্যাং স্থৈর্যম্'—পাতঞ্জল দর্শনে 'বিভূতিপাদে' সূত্র-৩১) কূর্মনাড়ী সঙ্কোচের সাধন—ভিতরে গুটিয়ে আসার সাধন।

Spinal chord-এ ব্যথা হচ্ছে বোধহয় যোনিমুদ্রা খুব জোরে করছ বলে। এখন ছেড়ে দাও। কায়িক যোগ খুব আস্তে-আস্তে করতে হয়। ফল পেতে ৬/৭ মাসও লাগে।

অনন্ত সমাপত্তি মানে অনন্তে নিজের দেহবোধটাকে ছড়িয়ে দেওয়া।

ত্যাগ চাই উভয় পক্ষেই, নইলে ভোগ দুর্ভোগ হয়ে উঠবে।

প্রেমের শরীর হয় অনেক পরে—যখন বিদেহভাবনা অভ্যস্ত হয়। অরূপ থেকে তখন রূপ ফোটে, তাতে দিব্য সম্প্রয়োগ চলে—কিন্তু অপ্রাকৃত উপায়ে।

ওম্ এর ব্যাখ্যা একটা মহাভারত। সর্বব্যাপী আকাশে শক্তির স্পন্দন এইভাবে ভাবতে পার।

'রজকিনীরূপ কিশোরীস্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়। রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম বড়ু চণ্ডীদাসে গায়'[2]—এই হচ্ছে চণ্ডীদাসের মূল ভাব।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৪৬]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২৪.৩.৬৩

...মেরুদণ্ডের ব্যথাটা কি জন্য হচ্ছে বুঝতে পারছি না। মনে হয় না যে সাধনার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক আছে।

স্বামী পুরুষ, স্ত্রী প্রকৃতি। পুরুষ চৈতন্য, প্রকৃতি সেই চৈতন্যেরই শক্তি। পুরুষ শান্ত সমাহিত হয়ে আছেন—এই তাঁর একদিক। সেই সমাহিতির আনন্দ জগতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে—এই হল তাঁর আরেকদিক। এই আনন্দের বিচ্ছুরণই তাঁর স্বরূপ প্রকৃতি।

প্রকৃতির দুটা দিক—একদিক হল জগতে উল্লসিত হওয়া। প্রকৃতি তখন আনন্দ ও শক্তির সমাহার। নারীতে এইটিই ফোটে মাতৃত্বে। প্রকৃতির আরেকটা দিক হচ্ছে পারার্থ্য—জগৎ ভুলে পুরুষে তন্ময় হওয়া। এটা উজান দিক। নারীতে এইটা ফোটে প্রেম হয়ে।

তুমি তোমাকে নিয়েই সাধনা করবে—কেন না তোমার কাছে তুমি যত স্পষ্ট এমন আর-কিছুই তো তত স্পষ্ট নয়। সুতরাং তোমার মধ্যেই তোমার চিন্ময়ী আত্মপ্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে হবে আগে। সেই চিন্ময়ীরই প্রতিচ্ছবি বাইরের মৃন্ময়ী। সব প্রতিচ্ছবি পূর্ণ নয়। অন্তরের ভাবে বিভোর থাকতে হবে—বাইরে যতটুকু সাহায্য পাও, ততটুকুই লাভ।

সোজা ভাষায় বলতে গেলে ওর মধ্যে অপরাপ্রকৃতি আর পরা-প্রকৃতির মিশ্রণ আছে। তোমার পুরুষত্বও তো বিশুদ্ধ শিবত্ব নয়। সুতরাং তোমাদের উভয়েরই এখন প্রয়োজন উভয়ের আত্মস্বরূপকে আবিষ্কার করা। তুমি শিব হও, প্রশান্ত প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হও। ও শিবের সতী হ'ক, সেই পরম-পুরুষের ধ্যানে, তাঁর কাছে আত্মনিবেদনে প্রেম লাভ করুক।

ভগবানকেই চাও দুজনে—তুমি চাও শিব হয়ে সতীকে, সে চাক সতী হয়ে শিবকে। সাধনায় উভয়ের প্রকৃতি শুদ্ধ হলে complete identity-র বোধ পাবে। মাত্র Q 1-এর উত্তর হল।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

প্রীতি নন্দিত করে। তখন অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও প্রেম ও প্রজ্ঞার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৪৮]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২১.৪.৬৩

মাঝে-মাঝে সংসার থেকে দূরে থাকতে পারলে ভালই। একটা তপস্যার ভাব নিয়ে দুজনে যদি কাটিয়ে দিতে পার, খুব সুন্দর হয়। মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্যেই প্রেম প্রাণ পায়।

তোমার উদ্ধৃতিগুলি সুন্দর। যেখান থেকেই বৃহতের প্রেরণা পাবে—গ্রহণ করবে। কিন্তু চিত্তকে মুক্ত রাখবে সব সময়। মানুষের জীবনে শূন্যতার ঠাঁই সবার উপরে। একটা সূর্যকে আকাশে জ্বালাতে গিয়ে প্রকৃতি তার চার দিকে কত বিরাট অবকাশ সৃষ্টি করেছে, দেখ দেখি। তবে সবাই যদি আলো হয়ে যেত, তাহলে আলোর ঠাসবুনানিতেও স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকু ব্যত্যয় হতো না। কিন্তু সংসারটায় যে ট্রেনের থার্ডক্লাশের ভিড়।

আকাশ আর জ্যোতি—এই দুটিই পরম তত্ত্ব। আকাশ পুরুষ, আর জ্যোতি পরমা-প্রকৃতি।

আনন্দে আছ জেনে খুশী হলাম।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৪৯]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২১.৪.৬৩

পর পর অনেকগুলি সুখবর দিয়েছ বটে। তোমার শরীর ভাল আছে, পড়াশোনা করছ, কাজ করতে ভাল লাগে, সেবায় আনন্দ পাচ্ছ—সবই সুখবর।

ওকে আমি স্নেহ করি। ওর জীবনে একটা বিরাট আদর্শ আছে। সেই আদর্শের উদ্‌যাপনে তুমি তার সহায় হবে, আমি এই আশাই করব।

তোমার ভালবাসা তাকে শক্তি দিক। অমরাবতীর স্বপ্নকে তোমরা পৃথিবীতে সার্থক করে তোল।

ভালবাসা ত্যাগে, ভোগে নয়। তোমরা কেউ দেবতা নও, ভাল-মন্দয় জড়ানো মানুষ। প্রেম বা আনন্দ কোনটাই চিরস্থায়ী হয় না—যদি তারা কর্মে, সঙ্কল্পে এবং বীর্যে আশ্রয় না পায়।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৫০]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২৮.৪.৬৩

এখন ভাবে থাকবার, ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টাই কর। লীলাবিলাস স্বাভাবিক ও প্রশান্ত হ'ক। তুমি initiative নিও না, respond করতে পার। পুরুষের পক্ষে বাঁধ দিতে হয় স্রোতের মুখে। মেয়েরা স্রোতে ভাসতে পারে, তাতে তাদের ক্ষতি হয় না—কেন না সমর্পণের ভিতর দিয়ে তারা ভূমাকে পায়, তাই বৈরাগ্য তাদের পক্ষে অনায়াস হয় ভোগের মধ্যেও। কিন্তু পুরুষের বেলায় রাস না টানলে ভূমাকে পাওয়া যায় না, আর ভূমাকে না পেলে পরা বা পরমা-প্রকৃতির স্বরূপ বোঝা যায় না।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এ কথা একসময় বলতেই হয়। যে-জগৎ নিয়ে মানুষ মেতে আছে, তার মূল্য কতটুকু? এই জগৎকে মিথ্যা করতে পারলেই তবে সেই জগৎশূন্য আকাশে হৈমবতী উমার আবির্ভাব হতে পারে। সুতরাং জগৎ মিথ্যা বলতে ভয়, আবার অনুপমার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা—দুটোর মধ্যেই অবিদ্যার ছোঁয়াচ আছে। জীবনের সত্যকার লক্ষ্য ভগবানকে সবরকমে পাওয়া। তাঁকে শূন্যরূপে না পেলে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। পুরুষকে না জানলে প্রকৃতিকে জানা যায় না। শিব-শক্তির দ্বৈতে-অদ্বৈত—এই অনুভবই পরম। কিন্তু প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের শোধন না হলে তো সে-ভাব ধারণা করা যায় না। এখন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও দুজনে। তখন

দেখবে বস্তুর রূপান্তর ঘটছে, জড় চিন্ময় হয়ে উঠছে। অবশেষে একদিন ভাব আর বস্তু একাকার হয়ে যায়।

আমি বার বার বলেছি, দিব্য সম্প্রয়োগ অনেক দূরের কথা। যে-অনুপমাকে তোমার রসপিপাসু প্রাণ চাইছে, সে তোমার অঙ্গে-অঙ্গে জড়িয়ে আছে। তোমার প্রতিটি কোষের সঙ্গে তার কোষের রমণ হচ্ছে। এখনও যে যৌন সংস্কার রয়েছে তোমাদের, সেটা সম্পূর্ণ দূর না হলে পর কি করে বুঝবে দিব্য সম্প্রয়োগ কি। আমি যদি বলি, সে হল দেহের প্রতি রোমকূপে লিঙ্গ-যোনির রমণ, অমনি লিঙ্গ-যোনির স্থূল ভাবটাই তো এসে যাবে। কিন্তু লিঙ্গ-যোনিতে যে মিশ্রণের ভাব, তা তো একটা জৈব প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় মাত্র। সেই মিশ্রণের process-টাকে ভুলে শুধু আনন্দটুকুর ধারণা করতে পার? তাহলে ব্যাপারটার কিছু আভাস পাবে।

এখন উভয়কেই প্রিয়কে খুঁজতে হবে নিজের মধ্যে, বাইরে নয়। আর সে-প্রিয় হবেন তোমার উমা, ওর মহেশ্বর। ভাব শুদ্ধ হ'ক, বস্তুসিদ্ধি আপনি হবে।

মেরুচৈতন্য জাগাবার সাধনা যেভাবে করছ, ঠিক হচ্ছে।

মহাশূন্যের মধ্যে সব-কিছু এখন ফুটতে দাও। ধৈর্য হারিও না, ব্যস্ত হয়ো না।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৫১]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৫.৫.৬৩

ভূমাকে লাভ করা, চেতনাকে বিস্ফারিত করা—এই হল জীবনের লক্ষ্য। এই ভূমাকে তুমি নিঃসঙ্গ হয়ে একাও পেতে পার। পুরুষ তখন বিবিক্ত—প্রথমটায়। কিন্তু পরে সে অনুভব করে যে-প্রকৃতিকে সে বাইরে ছেড়ে আসছে, সে তার অন্তরে চিন্ময়ী হয়ে ফুটে উঠছে।

আবার প্রকৃতি বা নারী যদি বশবর্তিনী হয়, সপ্তশতীতে যাকে বলা হয়েছে মনোরমা এবং মনোবৃত্তানুসারিণী, তাহলে তাকে আশ্রয় করেও ভূমাকে লাভ করা যেতে পারে।

বিবাহের তাই উদ্দেশ্য।

কিন্তু তখনও মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ীরূপে না পেলে সব সাধনা ব্যর্থ হয়।

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছ, মূলত সন্ন্যাসে আর গার্হস্থ্যে প্রস্থানের (approach) ভেদ থাকলেও পরিণামে কোনও ভেদ নাই। সন্ন্যাসী যে-প্রকৃতিকে অন্তরে পায় স্বীয়া প্রকৃতিরূপে, গৃহস্থও তাকেই পায় বাহির থেকে অন্তরে আকর্ষণ করে। যদি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পার, তাহলে অনুরাগ আর বিরাগ দুটোই পর্যবসিত হবে নির্মল আনন্দে।

নিজেকে পুরুষ ভেবে সাধনা কঠিন বই কি। নারী ভেবে সাধনা তার চাইতে সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু তুমি কি সহজিয়াদের মত পুরাপুরি নারী হতে পারবে? সারদাদেবীর কথায় রামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমরা দুজনেই মায়ের সখী।' এ তুমি বলতে পার? তা না হলে নারীভাবে ভজনার সার্থকতা কোথায়?

অনেকগুলি ভাবকে একসঙ্গে জড়িয়ে নিতে যেও না। তোমাকে বলেছিলাম ভুক্তবৈরাগ্যের কথা। এখন নিজের মধ্যে গুটিয়ে এস। আত্ম-মহিমাকেই অনুভব করবার চেষ্টা কর। তার মধ্যে শরণাগতির ভাব থাকতে পারে ভূমার কাছে, সেটা কিন্তু গোপীভাবের নয়।

জাগ্রতকে শান্ত ও উজ্জ্বল কর, নিদ্রা আপনা থেকে transformed হবে।

যদি পৌরুষকেই জাগাতে চাও, তাহলে আপাতত প্রেমতনু লাভের সাধনাকে মুলতুবি রাখ। ওটা সাধনাতেও পাওয়া যায় না। নিজের মধ্যে গুটিয়ে এলে ওটি আপনি ফোটে। সাধনার পথ একার পথ, নিঃসঙ্গের পথ।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৫২]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১২.৫.৬৩

সব ভাবের সামঞ্জস্যই পরম লক্ষ্য। কিন্তু মনের উজানে না গেলে তো সামঞ্জস্য আসে না। প্রথমটায় একদিকে ঝোঁক পড়েই। অপরা প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য বৈরাগ্য অপরিহার্য। শূন্যে অবগাহন বা সদ্‌ভাবে

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াস অপরিহার্য। এটা বিবেক, বৈরাগ্য ও নিরোধের পথ। এ-পথে চলতেই হবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, ওটা যেন গোঁড়ামি হয়ে না দাঁড়ায়। শিবই আছেন, শক্তি নাই, তা তো নয়। তবে এখন শক্তিকে ছেড়ে শিবকে ধরতে হবে, যাতে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শক্তিকে ভাল করে পাই। পুরুষকে আগে ব্রহ্মচর্য করানো হত এই জন্যই। একটা রাসটানার ব্যাপার গোড়াতে আছেই। সেটা training period-এর সাধনা। একসঙ্গে সব মিলিয়ে সাধনা করবার অধিকার কজনার আছে? সমন্বয় যোগের প্রবক্তা শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন, 'Integral Yoga দিয়ে একেবারে গোড়া থেকে সবাই শুরু করতে পারে না।'

রূপ, রস, লীলাবিলাস ইত্যাদির প্রতি মানুষের একটা মোহ থাকে। সেটা কাটিয়ে উঠলে দেখবে রস অফুরন্ত। আবার তুমি প্রকৃতির সাধনার কথা তুলেছ। রাধাই বলতে পারেন, 'কি পুছসি মোয়।' এখন তুমি যদি রাধা হতে চাও, তাহলে একেবারে মেয়ে হতে হবে, সব মেয়ে তোমার সখী হবে।

পুরুষোত্তম হয়েই রাধাচিত্তকে আস্বাদন করা যায়। কিন্তু তা বলে শ্রীকৃষ্ণ তো আর বলবেন না—'সখি কি পুছসি মোয়।' রাধা তাঁর প্রকৃতি হলেও তাঁরই বশবর্তিনী—তিনি আছেন 'প্রকৃতিং স্বাম্ অবষ্টভ্য।'[১]

আমি রসিক হতে বারণ করছি না। বলছি, রসের উজানে না যেতে পারলে রসিক হওয়া যায় না। প্রকৃতি তোমার শক্তি, তোমা থেকে সে উৎসারিতা হবে, তবেই মুক্তি এবং ভুক্তির সমন্বয় ঘটতে পারে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৫৩]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২৬.৫.৬৩

আমার একটা suggestion আছে। এখন কিছুদিন বই পড়া কমিয়ে দাও। বাছাবাছা কয়েকখানা বই বারবার পড়—যেমন গীতা, আর রামকৃষ্ণ কথামৃত। নিয়ম করে বার বার পড়া এবং তার ভাবনা ও মনন করাকে বলে স্বাধ্যায়। অনেক বই তো পড়েছ, এখন ভাবকে গুটিয়ে আনার চেষ্টা কর।

আমি দেখেছি, গীতা বার বার পড়তে-পড়তে তার মন্ত্রশক্তি হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। সেদিকে এবার দৃষ্টি দাও।

গীতায় 'বিষয়া বিনিবর্তন্তে'[১]—শ্লোকটি ইঙ্গিত করছে একটি গভীর প্রশান্তির দিকে। যে-কোনও বাসনা চিত্তকে চঞ্চল করে, একটা বেদনা আনে—না পাওয়ার বেদনা। এই বেদনা বোধকে দূর করতে হবে। আমি কিছুই চাই না—বাইরে-ভিতরে কোনও-কিছুর উপরই নির্ভর করতে চাই না—এমনিতর একটা নিঃসঙ্গ একান্ততার ভাব আসলে পর পরমদর্শন হয়। তখন আর বাইরে রসকে খুঁজি না, কিন্তু রসকে অন্তরে স্বতউৎসারিত অনুভব করি। এই শেষের কথাটি ওখানে উহ্য আছে।

রস পেতেই হবে, কেন না ওটি আমার স্বরূপ। এই দেহেই পেতে হবে তাও ঠিক। কিন্তু এখন দেহ দিয়ে যে-রস পাই, তা অতি সহজেই গেঁজে ওঠে। সেই জন্য রসের উজানে যাওয়ার কথা বারবার বলি। গীতাও তাই বলেছেন। দেহের উজানে বিদেহে প্রতিষ্ঠিত হলে তবে আবার নতুন করে চিন্ময় দেহ হয়। সেই দেহ দিয়ে যিনি সমস্ত দেহবোধের ঘনবিগ্রহ সেই চিন্ময়ীকে, আনন্দময়ীকে পাওয়া যায়। রসশাস্ত্র তারই সংকেত দিচ্ছেন। আমি তারই কথা বলছিলাম।

আকাশ ভাবনা থেকেই মেরুচৈতন্যের ভাবনা সহজ হতে পারে। আগে উজান, তার পর ভাটা—এ-নিয়ম সর্বত্র।

জীবনে একটা নতুন মোড় ঘুরতে চলেছে। সাবধানে থেকো। প্রকৃতিতে থেকে বিবিক্ত হওয়াতে যেমন পৌরুষের পরিচয়, তেমনি প্রকৃতিকে পূর্ণ করে তোলাও পৌরুষের আরও মহত্তর পরিচয়।

কবে যাচ্ছ? গীতা original পড়ো—ওতে মন্ত্রশক্তি আছে।

স্নেহাশিস
আনির্বাণ

[৫৪]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২৩.৬.৬৩

শূন্যতার ভাবনা সবসময়ই নিরাপদ। সে-ভাবনা আর অচল প্রতিষ্ঠার ভাবনা একই কথা। প্রকৃতিতে পরিণাম হচ্ছেই, পুরুষ তার সঙ্গে জড়িয়ে

যাচ্ছে—বিপদ এইখানে। পরিণাম চলুক, কিন্তু তুমি তার ঊর্ধ্বে সাক্ষীভাবে থাক, তাহলে পরিণামটা গুছিয়ে আসবে। তখনই আনন্দ। অতএব তত্ত্ব হল—শূন্যতা > অস্তিত্ব > সাক্ষিত্ব > আনন্দ। তার পর শক্তির খেলা। তাও সহজ।

বই যা পার নিয়ে যাও। ওদেশে তো এসব বই পাবে না। কখন কোন mood আসবে, কোন বই সহায়ক হবে, তাতো বলা যায় না। ওর পক্ষে রামকৃষ্ণ-কথামৃতই যথেষ্ট।

মেয়েরা যখন কুমারী থাকে আর ভালবাসে, তখনকার সে-ভালবাসার তুলনা হয় না। পুরুষ বস্তুত সেই ভালবাসাতেই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তার পর দেহের সান্নিধ্য সে-জিনিসটাকে তরল করে দেয়, তখন কিশোরী পালিয়ে যায়। দেহের মধ্যেও কৈশোর চেতনাকে জাগিয়ে রাখবার জন্য যোগশক্তির দরকার হয়। অনেকখানি বিয়োগ তার পর ক্বচিৎ যোগ; আবার সেই যোগের পর দীর্ঘ বিয়োগ—তবে রস উথলে ওঠে। সেই যে সহজিয়া বলেছেন,

স্বপনে রাখিবে নেহা (=স্নেহ ভালবাসা)
একত্র থাকিবে নাহি পরশিবে
ভাবিনী ভাবের দেহা॥[১]

সম্প্রয়োগের আনন্দকেই একমাত্র আনন্দ মনে করে বার বার তাতে নিমজ্জন—ওতেই সব মাটি হয়ে যায়। সুকুমার ভাবগুলি ফোটে না।

মেয়েদের যুক্ত হবার যে-তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তা কাম নয় ঠিক—এ-সেই "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" সম্প্রয়োগে মেয়ে সমাধিস্থা হয়ে যেতে পারে, খুব সহজেই। তার আনন্দটাও বিশুদ্ধ আনন্দ। কিন্তু পুরুষের? সে যে জৈব সুখের আকর্ষণে নীচে নেমে আসে। সে ক্ষতির পূরণ করবে কে?

স্নেহাশিস
আনির্বাণ

[৫৫]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৩০.৬.৬৩

'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'[১]—এখানে তমঃ=অজ্ঞান। তুমি শান্ত থেকে শুধু আলো ছড়িয়ে যাও। যিনি ফোটাবার তিনি ফোটাবেন।

সম্প্রয়োগ বিদ্যার আছে, অবিদ্যারও আছে। মেয়েদের মধ্যে যে কাম নাই, তা নয়। তবুও কতকগুলি physical ও psychological কারণে সব ক্ষেত্রেই মেয়েদের সম্প্রয়োগ-চেতনা পুরুষের চাইতে উন্নততর। এইজন্যই সহজিয়া সাধক বলেন, 'রমণ কালেতে গুরু তুমি।' এ কথা সতীকে কেন অসতীকেও বলা যায়। নিজে মেয়ে না হলে পুরুষ বুঝতে পারে না, সম্প্রয়োগে মেয়েদের কী সুখ। যদি বুঝত, তাহলে বলত, তুমি আমার প্রেমের গুরু। পুরুষের সম্প্রয়োগের urge হচ্ছে to penetrate & disharge & so to help procreation। তাদের সমস্ত চেতনা একটা কেন্দ্রে pinpointed হয়ে যায়, কেবল discharge এর পর সেটা diffused হয়—সঙ্গে-সঙ্গে অবসাদও আসে। মেয়েদের বেলায় তা হয় না। গোড়া থেকেই চেতনা ঊর্ধ্বস্রোতা এবং diffused হয়ে যায়। তাই বাৎসায়ন বলেছিলেন, 'সুরতান্তে সুখং পুংসাম্, স্ত্রীণাং তু সততংসুখম্'। সহজিয়া বলেন, 'রতিসুখ কালে অধিক রসহি, তা নাকি পুরুষে পায়ে।' মেয়েদের এই sublimation এর ভাবটাকে ধ্যানগোচর করে তাঁরা আত্মচৈতন্যকে ঊর্ধ্বস্রোতা করতে চেয়েছিলেন বলে অসতীকেও বলছেন, 'রমণকালেতে গুরু তুমি'। বস্তুত এমনি করে যে-কোনও নারীর এই উজান-ধারার স্বাভাবিক প্রবণতাকে স্বীকার করেই পুরুষ স্বয়ং ঊর্ধ্বস্রোতা হতে পারে। যে নারী বিদ্যাস্ত্রী, সতী মেয়ে তার সম্প্রয়োগের ত কথাই নাই।

যেখানে শিব-শক্তি নিত্যযুক্ত, সেখানে সৃষ্টি নাই, সন্তানকামনাও নাই। তাই সম্প্রয়োগেও শক্তি সেখানে কুমারী। আমি একটা কবিতায় তাই বলেছিলাম—

> নিত্যসক্ত কুমারীর অসঙ্গ চেতনা
> বিস্রব্ধ নিদ্রায় নিশ্চুপ।

বিয়োগের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিন্ময় হয়। তখন যোগিনীর সঙ্গে যোগে চিত্ত মহাশূন্যে উধাও হয়ে যায়, তাকে যেন আর বেড়ে পাওরা যায় না। ওটি দিব্যোন্মাদের অবস্থা। তখনই রস উথলে ওঠে অনুরাগ হয়ে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৫৬]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৭.৭.৬৩

সহজিয়ার বাণীটি—'রতিসুখকালে অধিক সুখ হি, তা নাকি পুরুষে পায়ে।'[১] তোমার experienceটি সুন্দর। ঐ ভাবিনীকেই পেতে হবে। রামকৃষ্ণ সারদাকে এত ভালবাসতেন—আর সারদার মত মেয়ে। তবুও একদিন বললেন, 'কাল রামলালের খুড়ী চলে গেল, দেখছিলাম। মনে হল কে না কে।' দ্বীপান্তরে যাওরার আগে এই কথাটি তোমায় স্মরণ করিয়ে দিই। এখন আকাশজোড়া সেই চিন্ময়ীকে পাওরার তপস্যা কর। তখন লীলাবিলাস আর সম্প্রয়োগের আরেকটা দিক খুলে যাবে। "একটুকু ছোঁরা লাগে, একটুকু কথা শুনি, তাই নিয়ে মনে-মনে রচি নব ফাল্গুনী"—এই হচ্ছে সমর্থা রতির মেয়ের লক্ষণ, যারা নিজের সুখ চায় না, কৃষ্ণ সুখেই যারা সুখী, তাদের pressure দিতে হবে কেন? তারা বলে, "দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি, না সো রমণ না হাম রমণী।"[২] সমঞ্জসা রতির মেয়ে তার নীচের থাকের—সে নিজের সুখের সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্ণসুখও চায়। সাধারণী রতির মেয়ে হল, তারও নীচের ধাপে, সে শুধু নিজের সুখটাই চায়।

Sex-life আর love-life এ উভয় পক্ষের ত্যাগের দ্বারা খানিকটা adjustment আর harmony এনে নিতে হয়। নারীর dischargeটা nervous explosion, তার অনুরণন নারীকে একেবারে রূপান্তরিত করে দিতে পারে। রমণসুখে তাই তার এত আনন্দ। কিন্তু পুরুষের dischargeটা একটা physiological ব্যাপার, তাতে আনে অবসাদ। সতী মেয়ে এ ক্ষেত্রে নিজের রাস টানবে, একটুকু ছোঁরাকে কি করে sublimate করতে হয় তা-ই শিখবে। তবে না সে সত্যিকারের সাধিকা নারী হবে।

আত্মসুখপরায়ণা সাধারণী রতির মেয়েদের sex-life divided। খানিকটা sex-urge সন্তানের দিকে চলে গেলে এদিকের কামনা তাদের মরে আসে। সাধিকা মেয়ে হলে সন্তানসুখ বা পতিসঙ্গের সুখের চাইতে স্বামীর সাধন-জীবনকে উন্নত করবার জন্য উন্মুখীনতা দেখা দেয়—যেমন দেখা দিয়েছিল সারদার। মেয়েদের সম্বন্ধে সহজিয়ারা বলছেন, "ব্যভিচারী নারী, না হয় কাণ্ডারী।"[৩] ব্যভিচারী সেই—যে কৃষ্ণপ্রিয়া নয়, কৃষ্ণসুখে সুখী নয়। সম্প্রয়োগের দিব্য রূপ আছে। তার মূল সূত্র হল ঐ—'একটুকু [illegible]

আর তাতেই সপ্তসমুদ্র উথলে ওঠে। চেতনা অন্তরাবৃত্ত না হলে এটি হয় না। তখন বোঝা যায় প্রাকৃত সম্প্রয়োগ কত তুচ্ছ। তার চাইতে সুখ লীলাবিলাসে, তার চাইতেও সুখ 'নয়নে নয়নে করয়ে শৃঙ্গার'—এই অনুভবে। চোখে-চোখে রমণ, দেহের অণু-পরমাণুতে রমণ—বিদ্যুৎ ঝলকের মত। তখন যে মেয়ে সে পুরুষ হয়ে যায়, যে পুরুষ সে মেয়ে হয়ে যায়। ঐ যে রামানন্দ বললেন, 'না সো রমণ না হাম রমণী।' তখন কোথায় physical sex-union ? আর যদিই বা তা হয়, তার ধরণই আলাদা। কিন্তু তার জন্য পুরুষকে যোগী হতে হবে, নারীকে যোগিনী। বাইরে একেবারে তৈরী যোগী-যোগিনী তো পাওয়া যায় না, তাই স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই ধ্যানযোগী হতে হয় প্রথম, যাতে nerve গুলি ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে যায়। মেয়েদের এটা সহজে হয়, পুরুষকে একটু বেগ পেতে হয়।

স্নেহাশিস

অনির্বাণ

[৫৭]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১১.৮.৬৩

আমারও আন্দামান যেতে ইচ্ছা করে। সমুদ্র দেখেছি, কিন্তু তাতে ভাসিনি। একবার যদি ভাসতে পারতাম। ভাড়া কত? ওখানে থাকবার সুবিধা কি?

স্বেচ্ছায় যে-তপস্যার পথ বেছে নিয়েছ, তাকে সার্থক কর। নারী, পুরুষের কাছ থেকে বীজ নিয়ে নিঝুম হয়ে যায়, গর্ভরসে দীর্ঘদিন ধরে সে-বীজকে লালন করে। পুরুষও তেমনি নারীর স্পর্শকে নিয়ে নিজের মধ্যে ডুবে যেতে পারে—একটুকু ছোঁয়াকে চেতনার রসে জারিত করে বৃহৎ করতে পারে। মৃন্ময়ী উপলক্ষ্য মাত্র। তারই স্মৃতিকে উদ্‌বুদ্ধ করে সমুদ্রমেখলা চিন্ময়ীকে অনুভব করবার তপস্যা কর। তুমি যদি চিন্ময়ীকে পাও তোমার হৃদয়ে, তবেই তাঁকে মৃন্ময়ীর মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারবে।

বিরহের সাধনা উজানের সাধনা—যেমন মহাপ্রভুর সাধনা। সেও তো সিন্ধুপারের সাধনা। অসীম সমুদ্রের অন্তহীন ব্যাকুলতা নিয়ে আকাশের দিকে কেবলই হাত বাড়ানো। সিন্ধুতীরে বসে চিন্ময়ীকেই চাও এবং পাও।

ওকে আবার নিয়ে চল পূর্বরাগের যুগে। সেই কিশোরী কুমারীরূপে তাকে দেখ, ভাব—তেমনি ভাবে তার সংগে পত্র ব্যবহার কর। সম্ভোগকে ছাপিয়ে বিপ্রলম্ভ বড় হ'ক।[১]

প্রকৃতি হয়ে পৃথিবীকে দেখতে হলে সাগরিকা হতে হবে। দুটি আনন্ত্য মুখামুখি হয়ে আছে—পুরুষের আনন্ত্য আকাশে, আর প্রকৃতির আনন্ত্য সাগরে। নারীর হৃদয় যখন সমুদ্র-হৃদয় হয়ে আকাশের দিকে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, তখনই সে জগন্ময়ী হয়ে পরমপুরুষকে পায়।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৫৮]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১.৯.৬৩

প্রকৃতি ওখানে যেমন তোমার অনুকূল, আশা করি সামাজিক পরিবেশও তেমনি হয়েছে—অর্থাৎ বিরক্ত করবার মত বন্ধু জোটেনি হয় তো। দ্বীপান্তরে বাস করবার আনন্দ এখান থেকেই বুঝতে পারছি। একবার আন্দামান যেতে ইচ্ছা করে।

নিজের বীজসত্তায় না পৌঁছতে পারলে অখণ্ড সত্যকে পাওয়া যায় না।(১ক) যেতে হবে জীবনের সেই আদিতে—যখন তুমি মাতৃগর্ভে ভ্রূণ ছিলে। তুমি পুরুষ হয়েছ তার অনেক পরে। কিন্তু তখনও মাতৃসত্তা তোমায় আবিষ্ট করেই ছিল।(১খ) একটা পিতৃসত্তাও নিশ্চয় ছিল, যা পিতৃবীজের সংগে অনুস্যূত হয়ে এসেছে কিন্তু জীবন সুরু হয়েছিল বস্তুতই নারীর গর্ভে। সমুদ্রের গর্ভেও বলতে পার। আন্দামানকে আমার সেই ভ্রূণ বলে মনে হয়। হয়তো আন্দামান পুরুষ আর নিকোবর স্ত্রী।

সেই আদিযুগে শুধু তুমিই ছিলে, আর তোমার মধ্যে গোপন হয়ে ছিল একটি নারীকে পাবার আকাঙ্ক্ষা। যার গর্ভাশয়ে ছিলে, তাকে সামনে দেখবার, সম্ভোগ করবার ব্যাকুলতা।

কিন্তু সেই আদিজননীকে না পেলে কি তার প্রিয়ারূপ বোঝা যায়?

আবার ডোব, সমুদ্রগর্ভে ডোব। নিজের ভ্রূণসত্তা থেকে উন্মেষিত হও যৌবনসত্তায়—কিন্তু এবার আর অন্ধ হয়ে নয়। সেই অসীমাকে পেতেই হবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৫৯]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২২.৯.৬৩

আন্দামানের ভাড়া বড় বেশী। আমার সামর্থ্যের বাইরে। তা ছাড়া এ বছর যাওয়া হবে না—অন্য programme হয়ে আছে।

তুমি আনন্দে আছ জেনে খুশী হলাম। যে-দুটি বচনের মানে জানতে চেয়েছ—বলছি।

'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে'[১]—বিরহ ছাড়া মিলন পুষ্টি-লাভ করে না। রবীন্দ্রনাথের মানস-সুন্দরীতে আছে—সম্ভোগ পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে, তাতে দ্বৈতবোধ থাকে। বিরহে সেই সম্ভোগ হয় অতীন্দ্রিয়, তখন দুয়ে মিলে একাকার হয়ে যায়। অদ্বৈতানুভবে চৈতন্যের ব্যাপ্তি আসে। সেই ব্যাপ্ত চৈতন্যে ভাবসত্তার উপলব্ধি হয়। এটি যখন চেতনায় স্থিতিলাভ করে, তখন স্থূল সম্ভোগেও একটি অতিসূক্ষ্ম কমনীয় ভাব ফুটে ওঠে—তাকে বলে 'প্রেমবৈচিত্ত্য'—সান্তের মধ্যে অনন্তের হিল্লোল। এইজন্যই সম্ভোগের চরম পরিণতি ঘটে বিপ্রলম্ভে।

'দুঁহু মন মনোভব পেশল জনি, না সো রমণ না হাম রমণী।'[২]

দুজনের মন ভালবাসায় গলে গিয়ে একাকার হয়ে গেল, তখন উভয়ের মধ্যে উভয়ের সত্তার অনুপ্রবেশ ঘটল। সাধারণত পুরুষ তার পৌরুষ বজায় রেখেই নারীকে পেতে চায়, তেমনি নারীও তার নারীত্ব বজায় রেখে পুরুষকে পেতে চায়। তাতে পাওয়াটা হয় বাইরে-বাইরে। কিন্তু ভালবাসায় চিত্ত যদি শূন্য হয়ে যায়, তখন তাতে দয়িত বা দয়িতার পূর্ণস্বরূপ ফুটে ওঠে। তখন আমি সে হয়ে যাই, সে আমি হয়ে যায়। তখন আর বলা চলে না, কে পুরুষ, কে রমণী।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৬০]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১৩.১০.৬৩

এ বছর কিংবা সামনের বছরও আমার সাগরপারে যাওয়া হবে না। ভারতভ্রমণ এখনও বাকী। তাছাড়া আন্দামানে যাওয়ার খরচটা বড্ড বেশী। আমার সাধ্যের বাইরে। যাক, এসব কল্পনা।

আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, তুমি তা ঠিকই বুঝেছ। প্রাণের একটা উত্তরায়ণ আছে—সূর্যের উদয়নের মত। শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য—সব কিছুর

ভিতর দিয়েই প্রাণ অতি সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। ওই তিনটি অবস্থার প্রত্যেকটিই পূর্ণ। কিন্তু যৌবন এলেই শুরু হয় আমাদের অধোগতি। Psychic কে ঢেকে ফেলে adult mind। তখন আমরা নানা বাসনার আবর্তে পাক খেতে থাকি। কদাচিৎ দু' একটি লোক পাওয়া যায়, যারা যৌবনেও শিশু, কিশোর এবং তরুণ। তারাই যথার্থ সাধক হতে পারে। যে দিব্যাবস্থাগুলি আমরা অজানতে পার হয়ে এসেছি, সেগুলিকে এবার সজ্ঞানে উপভোগ করাই সাধনা এবং সিদ্ধির চরম। সবাইকে ব্রজের চির-কিশোর হতে হবে। তবেই জীবনের সার্থকতা। হারামণিকে খুঁজে পেতেই হবে।

রামকৃষ্ণ সারদাকে বিয়ে করে দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। তার পর সারদা যখন চোদ্দ বছরের কিশোরী, একবার কামারপুকুর গিয়ে তাকে ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়ে আবার ডুব দিলেন। তখন সারদা নয়, ভবতারিণী। চারটি বছর কেটে গেল—সারদার খোঁজ নাই।

তার পর সারদাই ছুটে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। তখন রামকৃষ্ণ সারদার ঠাকুর—তিনি পুরুষোত্তম। আর সারদা তিলে-তিলে হয়ে উঠলেন পরমা প্রকৃতি।

তোমার জীবনেও ঠিক তা-ই ঘটছে। এবার সাগরিকার মধ্যে ডুব দাও। কূলের দিকে তাকিও না। বলছি না যে চিঠিপত্র লিখবে না—তা নয়। মনটাকে মোহমুক্ত কর, তবেই পাওয়া সার্থক হবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৬১]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১৭.১১.৬৩

লোকের কথায় কান দিও না। ওদেশের লোক কেউ কখনও অপরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলায় না। এই কাপুরুষের দেশে সে ভব্যতাটুকুও নাই।

উত্তরায়ণের শেষে স্থির থাকলে অবতরণ আপনা হতে হয়, বিচ্ছুরণের মত

করে। তার জন্য আলাদা চেষ্টা করবার দরকার নাই। অবতরণ সহজ, উত্তরায়ণ কঠিন। সুতরাং উত্তরায়ণের চেষ্টাই করবে।

যার যার স্বরূপজ্ঞান না হলে মিলনের কোনও সার্থকতা নাই। সে-মিলন দুনিয়ার সর্বত্র হচ্ছে। প্রত্যেকের স্বরূপ হচ্ছে—সৎ-চিৎ-আনন্দ-শক্তি। সৎ=শান্তভাব, অচল অটল নির্বিকারতা, আকাশবৎ ব্যাপ্তি। চিৎ, আলোর মত প্রকাশের অনুভব অন্তরে। তার ফলে যে-প্রসন্নতা, তা-ই আনন্দ। আগে নিজের মধ্যে এইগুলি ভেবে-ভেবে প্রতিষ্ঠিত হও। ভাবটা personalityর দিক দিয়ে হবে অনেকটা কিশোরের ভাবের মত—the pure spirit of adolescence—যার মধ্যে প্রকৃতিসঙ্গের কামনা এখনও জাগেনি। প্রকৃতি বড়জোর সখী। জায়া নয়। সখীর মধ্যে মাতাকে দেখলে একটা মহিমা-বোধ জাগে। এসব ভাবনাই যৌনবোধ-শূন্য। এইভাবে প্রকৃতির স্বরূপজ্ঞান পাকা হলে তার পর নিজেকে একটু ছেড়ে দিলে তোমারই সত্তা হতে লাবণ্যপ্রতিমা-রূপে কিশোরী বেরিয়ে আসবে। তখন দ্বৈতের সাধনা। তুমি আকাশ, সে সমুদ্র। সে দুলে-দুলে উঠছে, তুমি স্থির রয়েছ। এই আকাশ-সমুদ্রের যুগ্ম-ভাবনা হৃদয় হতে ক্রমে নীচ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। তখন আকাশ ব্রহ্মলিঙ্গ—অচল, অটল, নির্বিকার; আর সমুদ্র ব্রহ্মযোনি—আনন্দ-আন্দোলিত-এটি অপ্রাকৃত রমণের ছবি। প্রাকৃত রমণে যোনি অচল, লিঙ্গ সচল। এই ধারাটা বিলকুল উল্টে দিতে হবে—যদি সত্যকার আনন্দ চাও। সাধনসঙ্গিনী যদি ভাল পাওয়া যায় তো সেও অক্ষুব্ধা। যোনি তখন প্রশান্ত সমুদ্রবৎ, আকাশ তো প্রশান্ত আছেই। আকাশ আর সমুদ্র দুই-ই নিথর হয়ে আছে। শুধু হৃদয়ে-হৃদয়ে বইছে সুধার স্রোত। ধারা আরও উজিয়ে দাও—'নয়নে-নয়নে করয়ে শৃঙ্গার।' আরও উজিয়ে সব শূন্য।

অপ্রাকৃত রমণীর সঙ্গে এই অপ্রাকৃত রমণে অভ্যস্ত হও। তবে এগুলি অনেক পরের কথা। আগে স্থির হও।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৬২]

ওঁ

হৈমবতী
৬/এইচ, কেয়াতলা রোড, কলকাতা-২৯
১১.৩.৬৪

অনেকদিন পর তোমার চিঠি পেয়ে খুসী হলাম। আমি ১৬ই শিলং চলে যাচ্ছি। সেখানকার ঠিকানায় চিঠি দিও।

এবার এখানে ঐতরেয় উপনিষৎ হল। এখন যোগসূত্র অবলম্বনে পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাখ্যা চলছে। আর দুদিনে এটাও শেষ হয়ে যাবে। সাবিত্রীর আর দুটো ভাষণ বাকী, তাহলে Book I হয়ে যাবে।

তোমার শারীরিক অসুস্থতার কথা শুনে দুঃখ হল। খাওয়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো, বোধ হয় ওখানকার (আন্দামান) জলবায়ু তোমার সহ্য হচ্ছে না। যদি শরীর বাদ সাধে, তাহলে তোমার কলিকাতা ফিরে আসাই তো ভাল।

হৃদয়ে pervasive concentration বা ব্যাপ্তিচৈতন্যের ভাবনা করো, কোনও বিশেষ কেন্দ্রে বিশেষত নিম্নকেন্দ্রে exclusive concentration না করে। তা ছাড়া সবসময় যোগাগ্নিময় শরীরের ভাবনা বহন করে চলো। এতে শরীরের উপকার হবে।

অন্যান্য ভাবনা সম্বন্ধে যা লিখেছ, তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। স্থৈর্য আর প্রশান্তির উপরই জোর দিও। পড়াশোনা কম করাই ভাল। এখন ভাবনাতে মগ্ন থাকবার চেষ্টা করো।

ভোরবেলা আমার সংগে contact করতে পার।

আনন্দে থেকো।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৬৩]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২৯.৩.৬৪

যদি আন্দামান তোমার সাধনার অনুকূল বলে মনে কর, তা হলে ওখানেই থেকে যাও। তবে মনে জোর রেখো—তুমি অমৃতের পুত্র, তুমি 'সূর্যত্বক্' অর্থাৎ তোমার শরীরের প্রতি কোষ হতে সৌরশক্তি ঠিকরে পড়ছে। এই চিন্ময় ভাবনার পটভূমিকায় ব্যাধিটাকে অর্থাৎ তার অনুভবকে দেখবে যেন একটা পাতলা কুয়াসার মত—যা সূর্যকিরণে গলে যাচ্ছে।

কুণ্ডলিনী যোগের শুদ্ধ সুষুম্ণা ধ্যানটা এখন কর—যার সংকেত আগেও তোমায় বলে দিয়েছি। অনেকগুলি সাধনা একসংগে জড়িয়ে নেওয়াটা ঠিক নয়।

ভোরবেলা বিছানায় বসে ধ্যান কর—এটা ভাল। সকাল সন্ধ্যায় প্রকৃতি আপনি যোগিনী হয়ে যায়। তুমি তখন শিব হয়ে তার সংগে নিজেকে মিশিয়ে দেবে—ভাববে তুমি সেই মহাপ্রকৃতির ভর্তা।

'যোগাগ্নিময়ং শরীরম্' মন্ত্রটির মধ্যে ভাবের কিছুই নাই, শুধু একটা formula দেওয়া আছে। প্রথমে স্থৈর্যের ভাবনা (পৃথিবী), তারপর তারই গভীরে সাবলীলতার ভাবনা (অপ্—এটি nervous system এর উপর ক্রিয়া), তার পর সেই নাড়ীতন্ত্রে অগ্নিসঞ্চরণের ভাবনা (তেজঃ), তার পর সেই আগুনের প্রাণশক্তিতে রূপান্তর (বায়ু) এবং অবশেষে আকাশ-শরীরের ভাবনা (ব্যোম)—এমনি করে পাঞ্চভৌতিক শরীরকে যৌগিক করে তোলা। 'আকাশশরীরং ব্রহ্ম'—এই মন্ত্রটা বরং ভাল। সূর্যমুখীর ভাবনাও ভাল।

আনন্দে থেকো।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৬৪]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
৮.৭.৬৪

আমি এখন ভালই আছি। তবে এখনও সাবধানে থাকতে হচ্ছে। এই মাসে কাজকর্ম করছি কিছু-কিছু।

আমি নভেম্বর মাসে এখানকার পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় গিয়ে বসতে চাই। তাতে কাজের সুবিধা।

তুমি আনন্দে আছ জেনে খুব সুখী হলাম। যতদিন পার ওখানেই থেকে যাও। যিনি আনন্দের যোগান দিচ্ছেন, তিনিই সব দিক সামলে নেবেন।

মনকে মুক্ত রেখো সবসময়। আনন্দও যেন বন্ধন না হয়ে দাঁড়ায়। তাহলেই আনন্দ স্থায়ী হয়। আনন্দময়ী যেন ছোট্ট একটি বালিকা। তাকে যদি বন্দিনী না কর, তাহলে সে হেসে-খেলে খুশির দোলায় মাতিয়ে তুলবে।

শুধু দেখে যাও, কমলের পাপড়ি কি করে খোলে একটা পর একটা করে।

পুনঃ—'অপার চোদ্দভুবন' হল সাতটি স্বর্গ আর সাতটি পাতাল অর্থাৎ the whole of cosmic existence। তিনি তার ওপারে, though cosmos itself is infinite।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৬৫]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
২৩.৮.৬৪

তুমি আনন্দে আছ জেনে খুব খুশী হয়েছি। দেহকে বোধে রূপান্তরিত কর, দেহ দিয়ে বোধ করছ না, তুমি বোধস্বরূপকে দেহে প্রকাশ করছ—ও একটা প্রকাশের medium মাত্র। এই ভাবটা তোমার আরোগ্যের সহায়তা

করবে। নাভিপদ্মধ্যান খুব ভাল—বিশেষত তোমার পক্ষে। আমাদের স্থূল দেহবোধের কেন্দ্র নাভি। সূক্ষ্ম দেহবোধের কেন্দ্র হৃদয়, আর কারণ দেহ-বোধের কেন্দ্র ভ্রূমধ্য—এইভাবে ভাবনার দ্বারা দেহবোধকে ক্রমে বিকশিত করে অবশেষে 'আকাশশরীরং ব্রহ্ম' পর্যবসিত করা যায়।

যেমন ইন্দ্রিয়ের কাছে বস্তুজগৎ real তেমনি বিজ্ঞান আর আনন্দের কাছে শান্তি আনন্দ প্রভৃতি real, আরও বেশী real। শেষ পর্যন্ত এই অনুভব আসবে, আমার ভাবই বস্তু হয়েছে।

অন্তরে যিনি চিন্ময়ী তিনিই ধ্যানে ভাবময়ী হয়ে দেখা দেন, ইন্দ্রিয়ে অবশেষে বিগ্রহ ধরেও দেখা দেন। এই বিগ্রহ অবশ্য ভাববিগ্রহ—'স্বপন দিয়ে তৈরী সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।' সে-স্মৃতি আবার ধ্রুবাস্মৃতি, তাকে দেখেই মনে হবে, 'আরে, জনমে-জনমে যে তোমাকেই দেখে এসেছি।'

ভিতরে চিন্ময়ীকে পেলে তারপর দেখি বাইরে তিনিই নানা রূপের মুখোস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোনও শুভলগ্নে হয়তো মুখোস সরে যায়—চার চোখে মিলন হয়। এ সবই সত্যি হয়।

চিন্ময়ী—"স্বরূপ", আর এই ভাবময়ী বা বস্তুময়ী "রূপ"। স্বরূপ আগে রূপ পরে, তবেই পাওয়া সার্থক হয়। তাইতে স্বরূপে-রূপে মিশাল করে থোবার কথা বলছেন সহজিয়া।

বেদনা, বিশেষত দেহের কষ্ট একটা প্রচণ্ড lever এর কাজ করে যখন চেতনা নির্মুক্ত হয়। উপনিষদে আছে 'ব্যাহিতস্তপঃ কুর্যাৎ'—যখন ব্যাধি-গ্রস্ত হবে, তখন সেই ব্যাধির দুঃখকে তপস্যায় রূপান্তরিত করবে।

ভাল থেকো, আনন্দে থেকো।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৬৬]

ওঁ

হৈমবতী, শিলং
১০.১০.৬৪

আমি ১৩ই নভেম্বর কলকাতা যাচ্ছি ট্রেনে, আর এখানে ফিরব না।

তোমার এখন আন্দামানে থাকাই ভাল—শরীর মন দুই দিক দিয়েই। দেশে গেলে ফতুর হয়ে যাবে। আরও সুস্থ হও, সমর্থ হও সব দিক দিয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার দিকে দৃষ্টি রেখ। হোমিওপ্যাথি আরও কিছুদিন চালিয়ে যাওয়াই ভাল। মনকে উজ্জ্বল রাখতে পারলে ব্যাধিনিরাময়তার সহায় হবে। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভাগবত পড়তে পার। মাঝে-মাঝে সারাদিনের জন্য বেরিয়ে পড়া খুব ভাল। আমি তা-ই করতাম।

সূর্য প্রজ্ঞা, চন্দ্র প্রেম। যেমন দিনের পর রাত, তেমনি আগে প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারপর প্রেমে অবগাহন। চন্দ্র-সূর্যে মিলন হল যুগনদ্ধ পুরুষ-প্রকৃতির মিলন। রাতের জোছনা রাধা, দিনের সূর্য তখন নীলাকাশ, সে-ই কৃষ্ণ। শূন্যতাতেই প্রেমের প্রতিষ্ঠা।

'মাকড়সার জালে মাতংগ বাঁধা' মানে চিত্তকে এত sensitive করা যে সামান্য চেষ্টাতে অসীমের ঢেউএ তা দুলতে থাকে, তখন প্রাকৃত বাসনা আর আমল পায় না। প্রেম থেকে আসে পুলক—একটা শিহরণ, নতুন জাগরণ। তার ফলে প্রমত্ততা বা বিক্ষোভ আসতে পারে। তা-ই হল কাম। কিন্তু হৃদয়ের শিহরণ যদি মেরুদণ্ডের মধ্যে তালিয়ে গিয়ে ঊর্ধ্বস্রোতা হয়, তাহলে সে হয় ধারা। সে-ধারা গিয়ে মিলবে প্রেমময়ীর নিত্যধারার সংগে। তিনি তোমার 'প্রতিবেশিনীর মেয়ে'[২] সব সময় তোমার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। মৃত্তিকা মূলাধার, জল স্বাধিষ্ঠান, তার ঊর্ধ্বে মণিপুরে প্রাণের তরংগ। তারও ঊর্ধ্বে হৃদয়ে প্রেম।[৩] হৃদয় পর্যন্ত না পৌঁছতে পারলে কাম, আর হৃদয় থেকেই প্রেম। এই হল দেহের মধ্যে উজানধারার বিবরণ।

আনন্দে থেকো। স্নেহাশিস রইল।

অনির্বাণ

[৬৭]

ॐ

হৈমবতী
৬/এইচ, কেয়াতলা রোড, কলিকাতা-২৯
৬.১২.৬৪

……আরও মাস দুই-তিন এখানে থেকে তারপর নতুন হৈমবতী নরেন্দ্রপুরে যেতে পারব বোধহয়।

তোমার চিঠিখানিতে তোমার আকূতি আর অভীপ্সার স্বচ্ছ পরিচয় পেয়ে খুশী হলাম।

স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছ, তার জবাব ওই সহজিয়াই দিয়েছেন—

পরমাত্মা পুরুষ-প্রকৃতি দুই রূপ।
সহস্রদলে বাস করে রসের স্বরূপ।[১]

কথাটার সহজ অর্থ হচ্ছে, চেতনাকে সবসময় মাথার উপরে রাখবার চেষ্টা করবে। অসীম আকাশের মত পরিব্যাপ্ত চেতনায় তুমি ছড়িয়ে আছ মাথার উপরে—এই ভাবের অনুশীলন করবে। এটা করতে হবে খুব সহজভাবে—বিন্দুমাত্র strain না করে। আকাশ-শরীরের ভাবনা থেকে এটা সহজে এসে যায়। যদি সহজে আসে তবেই এ-অনুভবকে কমলের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

এই অনুভবের ফলে যে-আত্মবোধ জাগে, সে হল পুরুষ। আর যে-শক্তি আর আনন্দ জাগে, সে হল প্রকৃতি। তখন তুমিই একাধারে পুরুষ-প্রকৃতি। এই তোমার স্বরূপ।

তারপর যা-কিছু বোধ তা পুরুষ, যা-কিছু বোদ্ধব্য তা প্রকৃতি—এই ভাবনার অনুশীলন করতে হবে। যেমন সমুদ্র দেখলে তার মধ্যে যে ব্যাপ্ত চৈতন্যের ইশারা, তা পরব্রহ্ম। তাকে অনুভব করে আত্মচৈতন্যের যে-স্ফূর্তি, তা-ই পুরুষ। তখন ওই দৃশ্য সমুদ্রই প্রকৃতি। সেই মহাশক্তিই নীলাম্বরা আনন্দলোলবিগ্রহা হয়ে তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। এইভাবে দেখতে হবে সর্বত্র।

শরীর কেমন আছে?

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৬৮]

ॐ

হৈমবতী
৬/এইচ, কেয়াতলা রোড, কলিকাতা-২৯
৩০.১২.৬৪

আমি ১লা জানুয়ারি এক সপ্তাহের জন্য বাইরে যাচ্ছি। একটু বিশ্রাম দরকার। ফিরে এসে অনেক কাজ। আমি এবার থেকে চিঠি লেখার সময় ছাঁটাই করছি। প্রতিমাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রবিবারে চিঠি পত্রের জবাব

হঠাৎ ওঠা-নামাকে প্রাণস্পন্দনের হিল্লোল বলে গ্রহণ কর। তোমার কোথাও যেন চাওয়া না থাকে। এমন-কি ভগবানকেও চাইতে নাই। যা আছেই, তাকে আবার চাইব কি? তোমার মাথার উপরে আকাশ, চোখের সামনে সমুদ্র। ভূমার বিস্তার দিকে-দিকে। তার মধ্যে আলো হয়ে নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড় বার বার। নৈঃশব্দ্য আর নৈশ্চেষ্ট্য যত বাড়বে, ততই দেখবে সহজ অস্তিত্বের প্রসন্নতা তোমাকে জারিত করছে। সত্তার গভীরেই তোমার সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার অবসান। তুমি যে আছ, শুধু আছ—আর আছে এই সমুদ্রমেখলা পৃথিবী, ওই আনন্ত্যের প্রকাশ আকাশের নীলিমা, যার মধ্যে জীবনের পদ্মরাগ নীরবে দল মেলছে। তাকে দেখ, তাতে ডোব। হাজারটা atom bomb এর বিস্ফোরণেও সে-শান্তি ক্ষুব্ধ হয় না, সে-অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। প্রযত্ন-শৈথিল্যের দ্বারা এই অনন্তে সমাপন্ন হও। আকাশের ভাবনায় তার সংস্কার তোমার অন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী হয়ে দাঁড়াক।[১] জীবন সমুদ্র থৈ-থৈ করছে চারদিকে। তুমি ঊর্ধ্বের মহাকাশ। তোমার কাউকে যদি ভালবেসে কিছু দেবার থাকে তো এই মৌন সুগম্ভীর শান্তি…

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৬৯]

ওঁ

হৈমবতী
৬/এইচ, কেয়াতলা রোড, কলিকাতা-২৯
১২.১.৬৫

পরশু থেকে class শুরু হয়েছে—Week-end এ হবে। উপনিষদ, সাবিত্রী আর অরবিন্দ যোগ।

সে দেশে-এদেশে মেশামেশিটা হল সহজভাবের কথা, যখন এই পৃথিবীর ধুলোতেই অমৃতের আস্বাদ পাই। কিন্তু লোকে তো তা বোঝে না। মনে করে অমৃত ওপারের বস্তু। তাদের বোঝাতে যাওয়ার বিপদ আছে। আপনা হতে যদি বুঝতে পারে, সেটাই ভাল।

আলো আত্মজ্যোতি, তার মধ্যে 'কালো'[১] সেই মহাশূন্যতা। তার চার দিকে 'চৌকি' কি না বেড়াজাল আছে। উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে হিরণ্ময় পাত্র।[২]

রাধা সম্ভূতি, কৃষ্ণ অসম্ভূতি। তাই রাধা গৌরাংগী আর কৃষ্ণ কালো। রাধা রূপ, কৃষ্ণ অরূপ। রূপে ডুবলে রূপ পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় অরূপকেই। আবার তখন দেখি অরূপ হতেই যে রূপের বিচ্ছুরণ, তাতেই রূপের সত্যতা। দুটিকে একসংগে ধারণা করতে পারলে, ভেদাভেদের তত্ত্ব বোঝা যাবে।

আরোপ সাধন—সেই যে বলে, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'—তাঁর আলোয় সব আলো করে তোল। কিন্তু স্বরূপেরই আরোপ হয় জেনো, মন গড়া আরোপ করতে যেও না। তার জন্য প্রথম রূপের উজানে যেতে হয়, তারপর সহজের ছন্দে রূপকে ফুটতে দিতে হয়। তখন ভোরের আঁধার আলো করে সে আসে 'ইষ্ট' রূপে।

আকাশ-ভাবনায় যত প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, ততই সহজভাবের কথাগুলি তোমার কাছে সহজ হবে। ওগুলি বোঝার জন্য মনের জট ছাড়িয়ে ফাঁকা হয়ে যেতে হয়। ও তো বোঝাবুঝির বস্তু নয়, আস্বাদনের বস্তু।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৭০]

ওঁ

হৈমবতী
৬/এইচ, কেয়াতলা রোড, কলিকাতা-২৯
১৮.১.৬৫

তোমার উদ্ধৃত দ্বিতীয় কবিতাটি উপনিষদের ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ বৃক্ষের[১] বর্ণনা। ওকে কখনও দেহবৃক্ষ, কখনও সংসারবৃক্ষ, কখনও বা ব্রহ্ম-বৃক্ষ বলা হয়। মানুষের যে নাড়ীতন্ত্র বা nervous system, তা একটা ওল্‌টানো গাছের মত।

যে-কোনও ভাবনাকে নিজের মধ্যে তলিয়ে দিয়ে মেরুদণ্ড দিয়ে অনুভব যদি করতে পার, তাহলে একটা নিবিড়তার বোধ পাবে। শবাসনে শুয়ে-শুয়ে

সুষুম্ণাকাণ্ডের ধ্যানেও এটি হতে পারে। তাতে দেহটি খুব লঘু ও প্রাণোচ্ছল বলে মনে হবে। এর সঙ্গে যখনই সম্ভব—এমন-কি অফিসে বসে-বসেও মূলাধারকে আকুঞ্চন করে যদি যোনিমুদ্রার অভ্যাস কর, তাহলেও ভাল ফল পাবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৭১]

ওঁ

হৈমবতী
৬/এইচ, কেয়াতলা রোড, কলিকাতা-২৯
১৮.২.৬৫

বিশ্বপ্রকৃতিকে যে ভাবে আপন করে নিচ্ছ, তাতে খুসী হয়েছি। এই প্রকৃতির সার নারী-বিগ্রহে, নারীর ভাবতনুতে—তার সার সেই পরমা প্রকৃতিতে। বিশ্বপ্রকৃতিতে চেতনার যে-ব্যাপ্তি, তার কেন্দ্রে মানসী প্রিয়ার ভাবতনু—(কোনও মেয়ের মর্ত্যতনু নয়), আবার তারও কেন্দ্রে চিন্ময়ী প্রিয়ার সত্ত্বতনু। সেই সত্ত্বতনুর হীরকদ্যুতি যেন 'আকাশ ভরা সূর্য তারা'[১] হয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাকে ধরে আছে তোমার সত্যাত্মা—এইভাবে ভাবনা করলে আনন্দ পাবে।

বেদান্ত, তন্ত্র আর বৈষ্ণবদর্শনকে এইভাবে personify করে নিতে পার—বুদ্ধ, শিব আর কৃষ্ণ। বুদ্ধ নিঃসংগ—এক বা শূন্য; শিব নিত্যশক্তিযুক্ত; আর কৃষ্ণ বহুবল্লভ। গোড়াতেই বুদ্ধকে ধরে আর দুটি অবস্থায় নেমে আসতে হবে পর-পর; কিন্তু নামবার সময় যেন উপরের ভাব হতে চ্যুত না হও। সব চাইতে ভাল হয়, যদি বুদ্ধের মধ্যেই শিব শক্তিকে এবং তারপর ওই কৈলাসের মধ্যেই বৃন্দাবনকে অনুভব করতে পার।

এ কথা ভুলো না, আগে দেবী, তারপর তাঁর বিভূতিরূপে মানবী। আগে স্বরূপ, তারপর আরোপ। আগে ভবতারিণী, তারপর সারদা। আগে রাধা, তারপর রামী। কিশোরীর ভাবে আগে চিত্তের বিগলন, তারপর এখানকার কোনও কিশোরীর মধ্যে তার আস্বাদন।

'বস্তু আছে দেহ বিদ্যমানে'[২] মানে অনুভবকে দেহে নামিয়ে আনা—

আকাশের অনুভবে বিদেহ হওয়া, আদিত্যের অনুভবে দিব্যদেহ হওয়া, আবার আনন্দবৃন্দাবনের অনুভবে রসমূর্তি হওয়া।

রমণকালে প্রেমিকা নারীর দেহ, প্রাণ মন প্রথম স্পর্শেই লোকোত্তরে উঠে যায়। তাই সে বলতে পারে 'কত মধুযামিনী রভসে গোঙায়িনু', 'তবু না বুঝলুঁ কৈছন কেলি।' পুরুষ তা পারে না, তাই রমণকালে ঐ বৈদেহীর রাগের অনুগতা হয়ে তাকে গুরু করে, তার ভাবনায় নারী হয়ে, তবে দুয়ে মিলে নিত্যেতে যাওয়া। তার মত নারী হলে তবে সেই নারীর মধ্যে অর্থাৎ তারই ভাবনার মধ্যে আমাকেও আমি আবার ফিরে পাই—তার হৃদয়-দর্পণে আমার স্বরূপের ছায়া পড়ে, তাইতে তার চেনাতে আমি নিজেকে চিনি। তখনই উভয়ের সমাধি।[৩]

আখরগুলি সম্বন্ধে আমি এখন ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো জানা বিষয়, কিন্তু ভাষার আড়াল রয়ে গেছে। তিনটি আখর বলতে ওরা বোঝান পি রী তি। পাঁচটি আখর সম্ভবত পঞ্চবাণকে লক্ষ্য করছে—মদন মাদন শোষণ মোহন আর স্তম্ভন।

সামান্য আর বিশেষের কথা আগেই বলেছি। যেমন 'রাধা' সামান্য, রজকিনী বিশেষ। ভবতারিণী সামান্য, সারদা বিশেষ, ইত্যাদি।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৭২]

ওঁ

হৈমবতী
৬/এইচ, কেয়াতলা রোড, কলিকাতা-২৯
২৪.২.৬৫

তোমার ৬ তারিখের চিঠি পিলাম। আমি ১৫ই মার্চ সপ্তাহ তিনেকের জন্য বাইরে যাব। ফিরে এসে সম্ভবত নরেন্দ্রপুর চলে যাব।

বৈষ্ণবেরা নিজের স্ত্রীকে স্বকীয়া বলেন। বলেন, সেখানে ভালবাসা যেন কতকটা বাঁধাগৎ এর ব্যাপার। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সহজেই পায়, প্রেমের পথে বাধা না থাকাতে হৃদয় উত্তাল হবার সুযোগ পায় না—প্রেমের [illegible] হয় না; তাইতে প্রাপ্তিও পূর্ণ হয় না। পরকীয়া পরস্ত্রী—সে লুকিয়ে [illegible]

করে. পাওয়া তার পক্ষে দুর্ঘট, তাইতে তার মন এক মুহূর্তও প্রিয়জনকে ভুলতে পারে না। সে বস্তুত যোগিনী, আর সামান্যা সাধারণ মেয়ে—যে নিজের স্বার্থে ভালবাসে. উদাহরণ কুব্জা। মহিষীরা কৃষ্ণের স্বকীয়া, আর রাধা পরকীয়া। এ হল বাইরের বিচার. ভিতরের বিচারে ভালবাসার প্রথম দশায় সবাই সামান্যা। তারপর পরকীয়া এবং সবার শেষে নিত্য স্বকীয়া। সংসারের দৃষ্টিতে গোপী পরকীয়া কিন্তু বস্তুত সেই তো ভগবানের সত্যকার স্বকীয়া।

মাঘমাসে উত্তরায়ণ সুরু হয়. এই এক কথা। কিন্তু আকাশ থেকে অমৃতের প্লাবন নামে শ্রাবণে. চিত্তকে মাঘের রাত্রের আকাশের মত শূন্য করে রাখ. তাঁর কারুণামৃত নিঃশব্দে ঝরে পড়ুক, তোমার দেহ-কুম্ভকে তিলে-তিলে পূর্ণ করুক। এমনি করে আকাশের কাছে নিথর হয়ে নিজেকে মেলে ধরাতেই প্রেমের সার্থকতা।

হ্রীং—লজ্জাবীজ, মায়াবীজ, মহাশক্তির স্বরূপ। তাঁকে ত্রিপুরসুন্দরীও বলে। তিনিই নিত্য ষোড়শী। তাঁর শিরে শশিকলা—চেতনা শিবময়ী।

ওই শৈবচেতনাই বাজীকর,[১] তাঁর আনন্দই ষোড়শী বা লজ্জা বা হ্রীং।

আশা করি তোমার শরীর এখন ভাল আছে।

স্নেহাশিস নিও।
অনির্বাণ

[৭৩]

ওঁ

হৈমবতী
৬/এইচ, কেয়াতলা রোড, কলিকাতা-২৯
১১.৩.৬৫

এখানে এসে কাজ বেড়ে গেছে, তাই চিঠি লেখা কমাতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। আগামী সপ্তাহে ১৫ই মার্চ দিন তিনেকের জন্য বাইরে যাচ্ছি।

তোমার চিঠিখানা পড়ে ভাল লাগল। তুমি রসের সায়রে ডুবছ ধীরে-ধীরে। বাউলের একটা কথা ছিল—

'আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে।'

মহাশূন্যে অবগাহন না করলে রস উথলে ওঠে না। যেতে হবে অস্তিত্বের সেই মর্মমূলে, যেখানে দুয়ে মিশে এক হয়ে আছে। এক হয়ে আছে বলেই

'না সো রমণ না হাম রমণী'। এই ভূমিতে স্থিত হলে পর এক ভেঙে দুই দেখা দেয়। সে-দুই বিচ্ছেদের দুই নয়—মিলনের বি-ভঙ্গ কিনা দ্বি-ভঙ্গ।

শিশুকাল হতে বঁধুবার সাথে পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কো বিহি কী ভাবি গঢ়ল
ভিন্ন করিয়া দেহা।[১]

'ভিন্ন'—বিচ্ছেদের জন্য নয়, বিলাসের জন্য। তাই দুয়ের সম্পরিষ্বঙ্গে আবার সেই অদ্বৈত—তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে সে—আত্মদর্পণের প্রতিবিম্বে আত্ম-আস্বাদন।

এটি যদি অনুভবে গভীর হয়, এবং তার পরেও যদি বাইরে পাওয়ার আকুলতা থাকে, তাহলেই দেখা দেয় চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ। সে যেন আকাশের বুকে সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা, আবার সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে আকাশের নিলীন হয়ে যাওয়া। পুরুষের স্তব্ধতা আর প্রকৃতির ব্যাকুলতা—দুইই একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ, উপনিষদ যাকে বলেছেন আকাশ আর প্রাণের মিথুনলীলা।[২]

ভাল থেকো, আনন্দে থেকো।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৭৪]

ওঁ

নিউ দিল্লী—৩
২৭.৩.৬৫

১৬ই কলকাতা ছাড়বার আগে তোমার চিঠি পেলাম। পরশু নানা জায়গা ঘুরে ৬ই এপ্রিল কলকাতা পৌঁছাব।

যেখানেই থাক, কিছু-না-কিছু অসুবিধার সামনে পড়তেই হবে। অনেক কষ্টে সাধনার একটা মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছ, এখন যতদিন পার, ওখানেই থেকে যাও। জীবনসংগিনী যেমন প্রজননের জন্য, তেমনি আবার সাধনসংগিনীও তো হতে পারে।

চৈতন্যে বাস কর, দেহে নয়। দেহ চৈতন্যের অধীন, চৈতন্যের দ্বারা প্লাবিত। যেন রামকৃষ্ণের মত বলতে পার—'দেখছি সব অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—

গলার ঘা তার এক কোণায় পড়ে আছে।[১] দেহকে, জগৎকে, ব্রহ্মকে—তিনটিকেই শাস্ত্রে গাছের সংগে তুলনা করা হয়েছে। স্থূল দেহ হতে স্থূল দেহ আসে, কিন্তু চৈতন্য আসে বিশ্বমন থেকে। দেহবৃক্ষ এবং সংসারবৃক্ষ দুটিকেই কাটবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে—গীতায়।[১] গাছটি ঊর্ধ্বমূল, ডালপালা নীচের দিকে। ওই ডালপালা ছেঁটে উজিয়ে যেতে হবে মূলের দিকে বা শিরঃস্থিত সহস্রারের দিকে, সেইখানে অমৃতফল আছে, তার রস পান করতে হবে। এই ভাবগুলিই তোমার উদ্ধৃত কবিতাটিতে এলোমেলো করে বর্ণনা করা হয়েছে।[২]

মহাপুরুষেরা একদিকে যেমন তাঁদের যুগের অনেক আগে এসে জন্মান, তেমনি তাদের জীবনকেও অতীতের সমাহার বলা চলে। সুতরাং চণ্ডীদাস যেমন তাঁর যুগের পরিণাম, তেমনি আবার এক মহাভবিষ্যতের আশ্বাসও। চণ্ডীদাসের সাধনা নতুন-কিছু-নয়—দীর্ঘযুগবাহিত একটা ধারা।

'এই দেহেই চৈতন্য'—এই ভাবে না ভাবনা করে ভাববে—এক অসীম চৈতন্যসমুদ্রে এই দেহটা একটা বুদবুদ্ মাত্র। অর্থাৎ দৃষ্টি আগে নিবদ্ধ থাকবে চৈতন্যে, তারপর তারই অধীন হয়ে দেহে, আর দেহটাকে একটা বিশিষ্ট আকৃতির বস্তুপিণ্ড বলে মনে করবে না। দেহের মধ্যে যে-বোধ, হোক তা ভোগের, রোগের বা যোগের, তাকেই প্রাধান্য দেবে। দেহ তার বাহনমাত্র। যেমন সৌরতাপ কয়লার সত্য, কয়লা সেই তাপের বাহনমাত্র, তেমনি তোমার দেহ চৈতন্যের বাহন।

মাতৃভাবনায় সিদ্ধ হয়ে তারপর প্রিয়াভাবনায় যেতে হয়। কেউ যদি শৈশব হতে শৈবভাবনায় আবিষ্ট থাকে, তার পক্ষেও এই বিধি। নইলে রামকৃষ্ণ যে বলতেন, 'বিশালাক্ষীর দ', তাতে মানুষ ডুবে মরবে। কথাটি খুব গভীর। নারীর মুখের দিকে তাকাও, সে বিশালাক্ষী, মহিমময়ী—চণ্ডীদাসের সে "মাতৃ-পিতৃ।" ওই মুখ ভুলে যে নীচের দিকে তাকায়, সে কালীদহে ডুবে মরে। কালীদহে ঝাঁপ দিতে হবে একেবারে দেহবৃক্ষের মগডাল থেকে[৩] কামের সাপ তখন ফোঁস করে উঠবে, কিন্তু তার ফণায় নাচতে হবে।[৪]

স্নেহাশিস

অনির্বাণ

[৭৬]

ওঁ

কেয়াতলা রোড, কলিকাতা-২৯
২০.৪.৬৫

তোমার ৮ তারিখের চিঠি পেলাম। তুমি আমার নববর্ষের স্নেহাশিস নিও।

চিঠিতে তোমার আধুনিক চিত্তের ভাবধারা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে।[1] এই ধারায় চল। সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

চণ্ডীদাসের যে-পদ উল্লেখ করেছ—'সাপের মাথায়' ইত্যাদি, এটার কথা আগেও তোমায় বলেছি। সম্প্রয়োগেও অটল থাকা। এর দুটা ধারা আছে—একটা বীরভাবের সাধনা, আরেকটা দিব্যভাবের সাধনা। বীরভাবের সাধনায় সম্প্রয়োগ হয়, কিন্তু ক্রমে ভাবনার দ্বারা অধঃস্রোতকে ঊর্ধ্বস্রোতে রূপান্তরিত করা। আর দিব্যভাবের সাধনা হচ্ছে—কিশোরীভজন। সব মেয়ের মধ্যেই সেই চিরকিশোরীই আছে—বালিকাতে, যুবতীতে, বৃদ্ধাতেও। কিশোরী যেন নারীত্বের চিদ্‌ঘন-বিগ্রহ। সেই কিশোরীর সংগে আত্মসম্মিশ্রণে কিশোর হওয়া—তাকে চিরকিশোর হয়ে জড়িয়ে ধরা চিন্ময় সত্ত্বতনুর লাবণ্য দিয়ে। বস্ত্রহরণের দৃশ্য মনে কর, গোপীরা বিবসনা। তাদের দেহকে ঘিরে যমুনার কালো জল, যা মৃত্যুর প্রতীক; আর সবিতার আলো—যা জীবনের প্রতীক। শ্রীকৃষ্ণ ওই দুইরূপেই তাদের জড়িয়ে আছেন। আছেন প্রাণ হয়ে (জল), আবার প্রজ্ঞা হয়ে (আলো)। কিন্তু গোপীর তবুও সংকোচ ছিল। তারা উপরে উঠে এল, ভাগবতের ভাষায় 'পাণিভ্যাং যোনিম্ আচ্ছাদ্য'।[2] শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ওখান থেকে হাত তুলে নাও, আদিত্যকে প্রণাম কর। গোপীরা তা-ই করল। শ্রীকৃষ্ণ অমৃতপ্রাণ হয়ে তাদের মধ্যে আবিষ্ট হয়ে ছিলেন জলে, এবার প্রজ্ঞা হয়ে আবিষ্ট হলেন স্থলে—গোপীর প্রতি রোমকূপে আলো ঢেলে দিলেন। এই হল কিশোর-কিশোরীর দিব্যসম্প্রয়োগ। তারই বিস্তার রাসে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৭৭]

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
২৩.৫.৬৫

ওঁ

তোমার ৩০.৩ তারিখের চিঠি পেলাম। উপরের ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারছ আমি নতুন হৈমবতীতে উঠে গেছি। এখনও সব দিক গুছিয়ে নিতে পারিনি। প্রতি শনিবার বিকালে কেয়াতলায় এসে রবিবার রাত্রে আবার নরেন্দ্রপুরে ফিরে যাই।

তোমাকে যে অপ্রাকৃত রমণের কথা লিখেছিলাম, তার মূল কথা হল ভাবসম্মেলন।[1] আদিতে পুরুষ আর প্রকৃতি এক হয়ে আছে—সত্ত্বতনুর অণুতে-অণুতে এবং প্রতি অণুতেই প্রাকৃত রমণসুখের মূর্চ্ছনা আলোর হিল্লোল হয়ে কেবলই উজান বইছে আর উজান বইতে-বইতে অমৃতনির্ঝরের সহস্রধারায় ব্রহ্মাণ্ডকে প্লাবিত করছে।

এই অখণ্ড অদ্বৈত আনন্দ খণ্ডিত হয়েছে প্রাকৃত জীবদেহে। তখন আনন্দের তীব্রতা শুধু অনুভূত হয় লিংগ-যোনি উপলক্ষ্য করে। সে-রমণে বিন্দু ক্ষরিত হয়, তার ফলে জীব সৃষ্টি হয়—যার উদ্দেশ্য হল প্রাকৃত দেহকেই বিবর্তনের ভিতর দিয়ে সত্ত্বতনুতে রূপান্তরিত করা। এই রূপান্তর একমাত্র মানুষ ঘটাতে পারে, যদি সে আত্মসচেতন হয়।

তোমাকে আগেই বলেছি, প্রাকৃত জগতেও নারী সহজেই রসিকা—কিন্তু পুরুষ বেরসিক, সে কামুক। তার প্ররোচনায় নারীও ক্রমে কামুকী হতে পারে। কিন্তু তার কামসম্ভোগেও ধারা কেবলই উজান বয়। যে-নারীর ভালবাসা যত গভীর, তার প্রিয়স্পর্শে ততই 'ভাবে ভরল তনু হরল গেয়ান'—সে যেন শিবানী, যেন শববৎ। লিংগ-যোনি স্পর্শের কল্পনাও তখন তার মনের ত্রিসীমানায় থাকে না। এই নারীর ভাবনার অনুগত হতে পারলে পুরুষ কামজয় করতে পারে।

তারপর আকাশভাবনা। আকাশের বিরাট ব্যাপ্তিতে যে আনন্দের মৃদু-মন্দ শিহরণ, তা-ই একটি আলোর কমল হয়ে ফোটে। সে-কমলই ব্রহ্মযোনি, কিশোরীর বরাংগ বা যোনি—যা একটি লজ্জা মধুর ভালবাসার লীলাকমল। সেই কমলের কর্ণিকায় স্বয়ম্ভুলিংগ প্রোথিত রয়েছে ভগাংকুর রূপে—তার কথা তোমায় আগেই বলেছি।

অপ্রাকৃত রমণে বিদেহ পুরুষ নীলাকাশ হয়ে ওই কমলিনী কিশোরীকে অণুতে-অণুতে জড়িয়ে আছে এবং সেই স্পর্শই ঘনীভূত হয়ে স্বয়ম্ভূলিংগে বিদ্যুৎশিহরণ জাগাচ্ছে আর সেই বিদ্যুতে পুরুষের আকাশ-চেতনা রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

আছে শুধু আলো হয়ে আলোতে নিবিষ্ট থাকা।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৭৮]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
২.৭.৬৫

তুমি আমার চিঠির মর্ম সুন্দর বুঝেছ দেখে আনন্দ হল। চণ্ডীদাসের প্রথম কবিতাতেই ওসব কথার ইংগিত আছে।

নারী বা প্রকৃতি তত্ত্ব ত পুরুষের আত্মবিসৃষ্টি—তাঁর শক্তি ও আনন্দের ঘনীভূত প্রতিমা। আকাশে পুরুষ স্বরূপে আছেন, তেমনি নারীতে বিশেষ করে সুন্দরী তরুণীতে প্রকৃতি স্বরূপে আছেন। এ যেন দ্যুলোক আর পৃথিবীর মত। মাঝখানকার অন্তরিক্ষ লোকেই যত ঝামেলা। এইখানে এসে পুরুষ হয় কামপুরুষ, নারীদেহকে সে সম্ভোগ করে আনন্দের জন্য তত নয়, যতটা প্রজননের তাগিদে। তাইতে তার লিংগযোনি সংযোগের উন্মত্ত প্রয়াস। অথচ নারীর আনন্দ ভগাংকুরে, যোনিতে নয়।

প্রথম উজান ধারায় আকাশে চড়। সেখানে স্তব্ধ হয়ে থাক। দেখবে ধীরে-ধীরে তোমার আকাশে ফুটছে কেনোপনিষদের ভাষায় বহুশোভমানা কিশোরী উমা হৈমবতীর রূপ। সে-প্রতিমা তোমারই সৃষ্টি, অতএব সে তোমার নন্দিনী, অথচ তার সত্ত্বতনু তোমারই অতনুর উল্লাস। তুমি তার কোথায় নাই? রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় তার হাত পা স্তন যোনি সব যে রামময় বা তুমিময়। কিশোরীর ওই তদ্‌গত আনন্দই ঘনীভূত হয়েছে স্বাধিষ্ঠানে—ভগাংকুরে। তুমি তাতে বজ্রমণির মত সংহত হয়ে আছ। সে কি এই প্রাকৃত-লিংগ সংযোগ? তা তো নয়। তখন আকাশই ব্রহ্মলিংগ, আর আনন্দই ব্রহ্মযোনি—এ উপনিষদের কথা। আকাশের সংগে আনন্দের মিলন অথবা

আকাশ হয়ে কিশোরীর বরাংগকে কমলের মত ফুটিয়ে তোলা নিজের অকাম-হত পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্যাপ্তিতে—এই হল শিব-শক্তির নিত্য সামরস্য। তাই নিত্য-সন্তাকুমারীর অসংগচেতনা ইত্যাদি।

আমার আকাশে বিদ্যুৎকুটের মত সে আপনা হতে ঝলক হানে, আর সেই ঝলকে-ঝলকে "দুই ধারা একত্রে উজান বয়।" কিশোরীর বরাংগ তাই কামগন্ধহীন প্রেমের সর্বোত্তম প্রতীক। তাই 'আকাশস্তল্লিংগাৎ' আর 'আনন্দো ব্রহ্মযোনিঃ'র অতনু মিলন, যাতে ভাবই ঘনীভূত হয়ে দিব্য সত্ত্বতনুর সৃষ্টি করে প্রকৃতির, আর অতনু পুরুষ তার সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে থাকেন। এই দিব্য সম্প্রয়োগের সূচনা রাসের আগে বস্ত্রহরণে, যখন ভগবান বিবসনা গোপীর বরাংগে আদিত্যরশ্মি ঢেলে দিয়ে দৃষ্টির সাহায্যে রমণ করলেন তাতে। এই বরাংগই আমাদের সর্বত্র পূজিত গৌরীপট্ট ও শিবলিংগ—আসলে ওটি দুটি নয়, প্রকৃতিরই বরাংগে পুরুষ বজ্রমণি হয়ে প্রোথিত এবং তাতে প্রকৃতির যে উল্লাস, অতনু আকাশ হয়ে তিনি তার সম্ভোক্তা। এই গায়ত্রী বৌদ্ধতন্ত্রে 'ওম্ মণি-পদ্মে হুম্।' মণি, বজ্রমণি বা স্বয়ম্ভূলিংগ, বা ভগাংকুর; পদ্ম= তার আশ্রয় ত্রিকোণ। এই ত্রিকোণই তন্ত্রের হ্রীং বা লজ্জাবীজ বা ত্রিপুর-সুন্দরীর যন্ত্র। কিন্তু এ সমস্তই ভাবের অনুভব, স্থূলের নয়, তাই চণ্ডীদাস বললেনঃ

'উলটাইয়া রতি অতি বিপরীতি
দেহরতি নয়;
চণ্ডীদাস কয় বিন্দুপাত নাহি হয়।'

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৭৯]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
১৩.৮.৬৫

নারী রূপ থেকে যায় অরূপে, আর পুরুষ অরূপ থেকে নামে রূপে, তাই ভালবাসায় নারীর দৃষ্টি ভাবের দিকে, আর পুরুষের দৃষ্টি রূপের দিকে। নারীর রূপ যে পুরুষেরই সৃষ্টি যেমন, খ্রীশ্চান ধর্মে Adam

[৮০]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
১৩.৮.৬৫

তুমি যে ভাবের ত্রিবেণীর কথা লিখেছ, তা সুসংগত হয়েছে। প্রকৃতিকে কিশোরী না করে সম্ভোগ করা যায় না। কিশোরীর সম্ভোগ সবসময় ঊর্ধ্ব-স্রোতা। তাই পুরুষকে কিশোর হয়ে কিশোরীকে ভজতে হয়। এই ভজনের মূলে আছে ওই উত্তুঙ্গ আকাশভাবনায় পুরুষের নিঃসঙ্গতা। শ্রীকৃষ্ণ কিশোর কিন্তু আত্মারাম। তাই তার সান্নিধ্যে কিশোরীর হৃদয় অমন করে উথলে ওঠে। পুরুষকে চাইতে নাই, কেবল স্থির থাকতে হয়। তাহলেই প্রকৃতির বুকে জোয়ার জাগে। আর তার তটস্থ আস্বাদনেই উভয়ের পরম তৃপ্তি।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৮১]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
২৩.১০.৬৫

এবার তোমার চিঠিখানা পড়ে আনন্দ পেয়েছি। তুমি আমার সব কথাই সুন্দর বুঝেছ এবং তোমার দৃষ্টিও স্বচ্ছ হয়েছে। এই কামগন্ধহীন দৃষ্টি নিয়ে একবার তোমার নিজেকেও যাচাই করে দেখা উচিত। Nudityর প্রতি তোমার artist এর দৃষ্টি খুলেছে কি না। তন্ত্রে শ্রীযন্ত্রের পূজার কথা আছে। শ্রীযন্ত্র "সুন্দরী তরুণীর বরাংগ।" ওই তো সৌন্দর্যপীঠ, এর উপাসনা রামকৃষ্ণদেবও করেছিলেন—লীলাপ্রসংগে তার উল্লেখ আছে। প্রথমে মাতৃভাবে উপাসনা—যাতে নারীকে ব্রহ্মময়ী বলে অনুভব করে নিজে কামহীন হওয়া যায়। তারপর সেই অকামহত চিত্তে ধীরে ধীরে মহেশ্বরের ভাব জাগিয়ে তোলা—যাতে ওই শ্রীযন্ত্র অখিলশ্রী, প্রজ্ঞা, প্রেম ও আনন্দের উৎসরূপে অনুভব

হয়। এর চরমে রামানন্দের সেই অনুভব আসবে—“গুহ্য অংগ হয় তার দর্শন-স্পর্শন, তবু নির্বিকার রয় রামানন্দের মন।”

আমি বলি, শুধু নির্বিকার নয়—দর্শনে-স্পর্শনেই অনন্ত আনন্দ সমুদ্রে ডুবে যাওয়া, সমাধিস্থ হওয়া রামকৃষ্ণের মতন, এবং স্পর্শন হৃদয় দিয়ে অধর দিয়ে ভ্রূমধ্য দিয়ে অন্তরে—অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র দিয়ে। প্রাকৃতভাবে লিংগ দিয়ে নয়।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৮২]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
৭.১.৬৬

তোমার সৌন্দর্যনিকেতনে যেতে যে বড় ভাড়া বেশী লাগে। ডেকে যাওয়ার খরচ কত জানালে ভেবে দেখতে পারি।

কিশোরীর সঙ্গে লীলাবিলাসই চলে, সেটা অপ্রাকৃত ব্যাপার। সম্প্রয়োগ প্রাকৃত ব্যাপার। সম্প্রয়োগের নিবিড়তা থাকবে, কিন্তু উত্তেজনা রূপান্তরিত হবে উদ্দীপনায়, এই লীলাবিলাসেরই ভিতর দিয়ে—এই হল দিব্যসম্প্রয়োগের রহস্য। তখন, উপনিষদের ভাষায় তাঁর “শব্দ স্পর্শ রূপ সবই যে মৈথুনের উপকরণ।” কিন্তু ‘লিঙ্গযোনি যোগ ছাড়া তৃপ্তি নাই’—এ প্রাকৃতভাব একেবারে বর্জন করতে হবে। তোমাকে আগেও বলেছি, লীলাবিলাসে কোনও দোষ নাই—যদি তা প্রাকৃত সম্প্রয়োগের দিকে না ঝোঁকে। কিছুটা প্রাকৃত উত্তেজনা প্রথমটায় দেখা দেবে হয়তো, কিন্তু তার রাসটানা তো তোমারই হাতে।

দুটি কথা মনে রাখবে। চাই দেবীকেই,—মানবীকে কদাচ নয়। আর দেবীকেও চাই নয়নে অধরে হৃদয়ে—নাভির নীচে কিছুতেই নামতে নাই। হৃদয়ের সুখকে যোনি-লিঙ্গের মাধ্যমে তীব্র করে তোলা প্রাকৃত রমণ। আর যোনি-লিংগের সুখকে হৃদয়ের আলো, ভ্রূমধ্যের বিদ্যুৎ, মূর্ধন্য আকাশের প্রশান্ত শূন্যতায় রূপান্তরিত করা অপ্রাকৃত দিব্য রমণ।

উজান বেয়ে চল সবসময়, ভাটিয়ে যেও না। মনে রেখো, প্রাকৃত নারীও সহজেই যোগিনী, কাজেই সম্প্রয়োগে সে কোনও দোষ দেখে না। কিন্তু পুরুষ যতক্ষণ না যোগী হচ্ছে, ততক্ষণ সাবধান।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৮৩]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
১১.২.৬৬

তোমার চিঠি পেলাম। আশা করি, তুমি ভাল আছ এবং দুজনে আনন্দেই আছ।

একটা বড় কিছু পেতে হলে তার মূল্য দিতে হয়। পুরুষের স্বাধিকার হতে চ্যুত হওয়া একমাত্র মোহেরই পরিণাম। আমি আশা করব, মোহ তোমাকে কখনও লক্ষ্যচ্যুত করবে না।......ওর মধ্যে যে শাশ্বত নারী রয়েছে, তুমি তোমার প্রজ্ঞার উত্তাপে তাকে ফুটিয়ে তুলবে। তাকে তোমার মত করে গড়ে তুলবে, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে তাকেও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে। এটি বড় কঠিন কাজ। সংসারী মেয়ে ঢের দেখলাম সারাজীবন, তাদের প্রাকৃত ভালবাসাও দেখলাম। আপাতদৃষ্টিতে তা যতই রঙীন হ'ক, সে যে কী মিথ্যা তা বলবার নয়। কিন্তু যোগিনী মেয়ে কোথায়? ঘর সংসার ছেড়ে দিয়ে যোগিনী হওয়ার কথা বলছি না—সে তো আদর্শের আধখানা। সারদার মত সংসারকে ষোল আনা স্বীকার করে নিয়েও যোগিনী হওয়া—মেয়েদের পক্ষে কি এতই অসম্ভব? তার জন্য বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার হয় না—দরকার হয় শুদ্ধ পবিত্রতার আর ভালবাসার। তোমার সাধনায় সে প্রেমযোগিনী হ'ক—এই আশীর্বাদ করছি দুজনকে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৮৪]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
৫.৬.৬৬

এক ভেঙে দুই হয়েছেন আবার সেই দুই বহু মিথুনে ভেঙে পড়ছেন। এরই নাম জগৎ। জগৎ থেকে আবার উজিয়ে যেতে হবে সেই একে। এই একই আবার চরম ও পরম তত্ত্ব—যেখানে আমি আমার শক্তির সঙ্গে শিবরূপে নিত্য সামরস্যে যুক্ত। এই সামরস্যই আনন্দ—যার একটি মলিন প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে স্ত্রীপুরুষের স্থূল মিলনে। মিলনে তারা আনন্দ পায়—তার একটা যান্ত্রিক দিক আছে। যেমন আহার আর নিদ্রা যান্ত্রিক, তেমনি মৈথুনও যান্ত্রিক। খেয়ে সুখ, ঘুমিয়ে সুখ, মৈথুনেও সুখ। এই জীবন পশুর জীবন। আবার এ সবই দিব্য হয়ে ওঠে যদি আত্মজ্যোতি এসে পড়ে তাদের উপর। আহার তখন আত্মায় আহুতি, নিদ্রা সমাধি, আর মৈথুনের স্থান অধিকার করে ভালবাসা। ভালবাসায় দুয়ে এক হয়েই আছে। আর সেই অদ্বৈতের আনন্দই নিজেকে বহুগুণিত করে চলেছে সৃষ্টিজোড়া মিথুনলীলায়। তটস্থ থেকে দেখতে ভাল লাগে না? দেখি, এক শিব এক শক্তি ঘটে ঘটে বহু হয়ে বিলাস করে চলেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্গমাসক্ত নর-নারীর মধ্যে তা-ই দেখে আনন্দে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ভৈরবী তখন বলেছিলেন, 'বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হয়েছ। এর পর আর কোনও সাধনা নাই।'

যা হয়ে গেল, তা ভালই হল। মানুষ অবস্থার দাস নয়, অবস্থা তার দাসী। ইন্ধনকে সে আগুন করতে পারে—এ-বীর্য তারই আছে, পশুর নাই।

সাগরিকাকে হারাওনি, দুর্লভ অবসরের ভিতর দিয়ে সে তোমার হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে তাকে সমুদ্রে করে দিয়েছে। যে বাইরে ছিল, সে আজ স্বপন-চারিণী হয়েছে। আর এই স্বপ্নে পাওয়াই সত্যকার পাওয়া। যে-কোন নিবিড় পাওয়াই শেষে পর্যন্ত পর্যবসিত হয় এক জাগ্রৎ-স্বপ্নে।

'বধূকে তোমার পেয়েছ এবার
ভরেছে কোল—
দে দোল্ দোল্।'[1]

ক্ষোভ করো না, পিছনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলো না। প্রতি নিঃশ্বাসে সাগরিকার সুরভি নিঃশ্বাসকে তোমার বুকের গভীরে টেনে আন।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৮৫]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
১৬.৯.৬৬

তোমার চিঠিখানি সুচিন্তিত। ভাবগুলি ঠিক ধরতে পেরেছ। পড়ে ভাল লাগল।

দুই ধারা একত্র থাকার কথা তুমি ঠিকই বুঝেছ। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ঠাকুর বলেছিলেন, সারদা দেবীর সম্পর্কে। 'ও এলে পর মাকে বলেছিলাম, মা ওর ভিতর থেকে কামভাব একেবারে দূর করে দে।...ও যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে আমায় আক্রমণ করে বসত, তাহলে কে জানে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহাত্মবুদ্ধি জাগত কি না।' সারদা এখানে একেবারে 'রজকিনীরূপ কিশোরীস্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়, রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম।' কিশোরী কিন্তু প্রেমে গরগর। 'কাম দাবানল, প্রেম সে শীতল।' এই প্রেম সর্বদাই ঊর্ধ্বস্রোতা। কত মেয়ের মুখে এই প্রেমের আভা ফুটে ওঠতে দেখেছি দেবতার ছোঁয়ায়। সে মেয়ে কুমারী বা সধবা বা বিধবা যাই হ'ক না কেন, এক মুহূর্তে সে দেবী হয়ে গেছে, একটা অপূর্ব লাবণ্য এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে। এই হল রসের উজান ধারা। বেদে আছে, 'ভুক্ত অন্নের পরিপাক হয় নাভিতে বৈশ্বানর অগ্নি দ্বারা, আর তার শিখা মস্তিষ্কে এসে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পথে বিকীর্ণ হয়।' যেমন আহারের বেলায় তেমনি কামের বেলাতেও হতে পারে। কামের আহার্য অন্ন নয়, প্রাণ। তার পরিপাক হয় রসচেতনায় বা সোম্য আনন্দে। পরিপাক হয় স্বাধিষ্ঠানের মণিবিন্দুতে। আর চেতনাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না করে তার ধারা উজান বয় আর নারীর চোখে-মুখে এক অপূর্ব লাবণ্যের দীপ্তি ফুটিয়ে তোলে। কিশোরীর মধ্যে এটি সহজে হয়। কিন্তু প্রাকৃতপুরুষকে এটি সিদ্ধ করতে হয় বহু আয়াসে। তাকে কূটস্থ[1] থেকে আত্মস্থ থেকে এই রসের ধারার উজান বওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। বহুদিন সে নিঃসঙ্গ থাকে। কিন্তু নিঃসঙ্গতায় তো পরিপূর্ণ আনন্দ নাই। অন্তরের গভীরে একটা আকূতি জাগে বাঁশীর সুরে—'তুমি এসো।' কিশোরী শুনে চমকে ওঠে। তার ধারা উজান বইতে থাকে। তাকে দেখে সেই ধারার সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষের ধারাও যেন নতুন করে উজান বইতে থাকে। এবার আর একলা উজান বওয়া নয়, দুই ধারার একত্র উজান বওয়া।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৮৬]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
২৩.১০.৬৬

বিজয়ার স্নেহাশিস জেনো, ওকেও দিও।

প্রাকৃত জগতে দেহকে আশ্রয় করে ভাব জাগে। নারীর যতগুলি রূপ, তার প্রত্যেকটির মূলে কোন-না-কোনও অংগের আবেদন আছে। তনয়া আর সহোদরার মুখ, জননীর মুখ আর বুক, প্রিয়ার মুখ, বুক আর বরাংগ। শেষেরটিতে প্রাকৃতরমণে বীজক্ষরণ হয় এবং তাইতে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকে। তার আকর্ষণ সর্বজীবসাধারণ এবং অত্যন্ত তীব্র। কিন্তু ওই তীব্র আসক্তি আর মত্ততার মধ্যে জড়িয়ে আছে সোম্য মধু বা আনন্দ—যা প্রেমের রসায়ন। কামে-প্রেমে মিশে আছে, কাম থেকে প্রেমকে আলাদা করতে হবে। তার প্রক্রিয়া হল সম্প্রয়োগ থেকে লীলাবিলাসে উত্তীর্ণ হওয়া। উজানপথের প্রথম ধাপ (আমি কিন্তু প্রাকৃতনায়ককে ধরেই বলছি) যোনিতে প্রবেশ না করে স্বাধিষ্ঠানের সংগেই যোগ রেখে চলা। সম্প্রয়োগ আর লীলাবিলাসের মাঝামাঝি। তার চাইতে উন্নত ও সূক্ষ্মতর অবস্থা হচ্ছে (শিবলিংগং ন চালয়েৎ), শুধু যুক্ত থাকা। এইভাবে যুক্ত থাকতে-থাকতে ক্রমে আর লিংগোত্থান হবে না। পুরুষের অংগ নারীর অংগকে ছুঁয়ে যেন মহাসুখে এলিয়ে পড়বে। এইখান থেকে দিব্যসম্প্রয়োগের শুরু। চেতনা তখন উজান বইতে থাকবে—স্বাধিষ্ঠান হতে মণিপুরে। লিংগযোনি সংযোগের চেতনা সেখানে লুপ্ত। মণিপুর নাভি, তার ঊর্ধ্বে হৃদয়। সেখান থেকে অধরে, সেখান থেকে ভ্রূমধ্যে, সেখান থেকে মহাশূন্যে। এমনি করে আনন্দধারা উজিয়ে যাবে এবং ঊর্ধ্বতন ভূমিতে এসে নীচের ভূমির চেতনা লুপ্ত হবে।

এমনি করে সহস্রারে স্থিতি অভ্যস্ত হলে আবার নেমে আসা—মহাশূন্য থেকে নয়নে, নয়ন থেকে অধরে, অধর থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে নাভিতে, নাভি থেকে স্বাধিষ্ঠানে—শুধু গৌরীপট্টে শিবলিংগের মত যুক্ত থাকা, কুমারীর ভগাংকুরই তখন কুমারের লিংগ। এই পর্যন্ত দিব্যসম্প্রয়োগের সীমা। বাই।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৮৭]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
২২.১.৬৭

তুমি সহজ সাধনার তত্ত্বগুলি সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ জেনে খুশী হলাম। এই সাধনার চরম পর্যবসান বেদের অদিতি-বরুণ তত্ত্বে। দুই-ই কুমারী-কুমার অসংগ অথচ নিত্যযুক্ত। নিত্যযোগেই চেতনা অবিক্ষুব্ধ থেকে রসের আর রতির হিল্লোল জাগায়—পুরুষ যার আস্বাদন পায় একটি বালিকা-বিগ্রহে—দৃষ্টির বিদ্যুতে, অধরের অরুণসিক্ত আমন্ত্রণে, হৃদয়ের হিল্লোলে, বরাঙ্গে রোমাঞ্চিত ইন্দ্রধনুচ্ছটায়। রসশাস্ত্রে বলা হয়েছে—'আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ'—নারীতেই আগে ফুটবে অনুরাগের রক্তচ্ছটা, পুরুষে নয়। পুরুষ অকাম, আপ্তকাম, আত্মারাম। তাঁর আত্মমহিমায় যে-রসের উপলব্ধি, তাই বিচ্ছুরিত হয় প্রকৃতির রতিতে—প্রকৃতির তখন পুরুষের 'প্রতি অংগ তরে কাঁদে প্রতি অংগ।' অক্ষুব্ধস্থিরমানস হয়ে এইটিকে ধারণা করা, আর মহাশূন্যবৎ হৃদয়ের সমুদ্রে প্রকৃতির চন্দ্রকিরণবৎ সুষমা আর অনুরাগকে শিহরিত হতে দেখা—এই হল সমস্ত অপ্রাকৃত রস-রতির আস্বাদনের ভিত্তি। 'তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী'—মহাশূন্যে নিত্যসক্তা কুমার-কুমারীর এই আনন্দমূর্ছনার সংস্কার পরিপক্ক হলে আর কাম-রতির সংস্কার মাথা তুলতে পারে না। তখনই আত্মারামের নিত্যরমমাণতা—বালিকা কিশোরী তরুণী যুবতী কুমারীর অংগে-অংগে অনংগরেখার উল্লাস।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৮৮]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
১০.২.৬৭

তোমার চিঠিখানা ভাল লেগেছে। তার মধ্যে সব চাইতে সুন্দর খবর ওর মধ্যে উত্তরণের অভীপ্সা জেগেছে। খুশী হলাম শুনে। সে যদি রাখে

সমর্থা রতি লাভ করতে পারে, তাহলে আর চাই কি। তার অন্তরে একটা সহজ সরল আকুতি আছে। তা-ই দিয়ে সে বিশ্বের সমস্ত সম্পদ আহরণ করে আনতে পারে। তুমি যে রসের সমুদ্রে ভাসছ, তাকে তার আস্বাদন দিতে পারলে তার প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করা হবে।

আত্মপ্রতিষ্ঠা যেমন পুরুষের সহজধর্ম হওয়া উচিত, আত্মসমর্পণ তেমনি নারীর সহজধর্ম হতে পারে। বরং নারীর পক্ষে এইটাই সহজ। সে যদি "ভাবিনী ভাবের দেহা" হতে পারে, তাহলে আর চাই কি। সহজিয়ার সাবধান-বাণী—

ব্যভিচারী নারী না হবে কাণ্ডারী
নায়কে বাছিয়া লবে,
তার আবছায়া পরশ করিলে
পুরুষ ধরম যাবে।[১]

ব্যভিচার এখানে পরপুরুষে আসক্তি নয়, কামসুখের প্রতি আসক্তি। কাম নারীর পক্ষে "সহজ" নয়, যদিও প্রাকৃত পুরুষের সেটা স্বভাব ধর্ম—প্রজননের তাগিদে। সামান্য একটু চেষ্টাতেই নারী কামের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। ওই তো তার 'রজকিনীরূপ কিশোরীস্বরূপ।' সে শুধু আনন্দময়ী—সে জ্যোৎস্নার আলো, ফুলের লাবণ্য, হৃদয়ের সৌরভ, সৌরলোকে প্রস্ফুটিত কমলের বিদ্যুন্ময় স্পর্শের ঝঙ্কার। পুরুষের সে কবিতা—পরমপুরুষের আত্মরামতার হিরণ্যচ্ছটা।

তোমাদের মিলিত জীবন সার্থক হ'ক।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৮৯]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
৪.৩.৬৭

কামরতি যোনি-লিঙ্গের সম্পর্কের উপর জোর দেয় বেশী—ওটি না হলে যেন মিলন পূর্ণই হয় না। যোনি-লিঙ্গের সম্পর্কে যে-উন্মাদনা জাগে, তাকে পরিশুদ্ধ করে শুধু তার ভাবরূপটি ধরে নিয়ে সর্ব-দেহে সঞ্চারিত করতে

পারাটা প্রেমরতির লক্ষণ। নারীর দেহে এর প্রকাশ সহজে হতে পারে। তাদের কাছে প্রিয়-স্পর্শ ব্রহ্মসংস্পর্শ—সে-স্পর্শ যেখানেই হ'ক না কেন, যে-ভাবেই হ'ক না কেন। পুরুষকে এ-ভাবটি পেতে হলে প্রথমে আকাশ-ভাবনা দ্বারা দেহকে আকাশবৎ প্রশান্ত ও পরিব্যাপ্ত একটি বোধের আধার করে তুলতে হবে। সেই আকাশে উষার আলোর মত প্রিয়ার দেহের আবির্ভাবকে অনুভব করতে হবে, এ-দেহ মুক্ত ও বিবসন। যোনির প্রতি পুরুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক। তার দর্শনে ও স্পর্শনে সে উত্তেজনা অনুভব করে। যোনি ধ্যানের দ্বারা এই উত্তেজনাকে প্রশান্ত উদ্দীপনায় রূপান্তরিত করতে হবে। গুহ্যসাধনায় যোনিকে কমলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বাস্তবিক যোনির সৌন্দর্য—তন্ত্রে যাকে বলা হয়েছে দেবের অনঙ্গরেখার বিলাস—যেন নারীর সমস্ত দেহ-প্রাণ-মনের একটি অনির্বচনীয় প্রকাশ বলে ধারণা করতে হবে। ধ্যানের প্রথম অবস্থায় এই কমল বা কমলাকে ধারণা করবে ভ্রূমধ্যে। সেখানে ব্রহ্মযোনির আবির্ভাব স্পষ্ট অনুভব হলে তাকে ক্রমে নামিয়ে আনবে বিশুদ্ধ চক্রে, তার পর অনাহতে বা হৃদয়ে। হৃদয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। হৃদয় ভাবস্থান, সেখানে ওই ব্রহ্মকমল ফুটে উঠবে কিশোরীর আকারে। হৃদয়ের উজানে ব্রহ্মযোনি তরুণীর, আর হৃদয়ের নীচে বালিকার। স্বাধিষ্ঠানে ব্রহ্ম-যোনি ছোট্ট একটি পাঁচ বছরের মেয়ের। এমনি করে ভাবনার দ্বারা ভাবশুদ্ধি ঘটাতে পারলে অপ্রাকৃত রমণের অপূর্ব আস্বাদন পাওয়া যায়। তাই ভাবনার সময় পুরুষ নিজেকে অনুভব করবে একটি জ্যোতির্লিঙ্গের আকারে যা বজ্রের মত কঠিন ও অক্ষুব্ধ। এই বজ্রটিই লিঙ্গের যথার্থ স্বরূপ। প্রাকৃত রমণে লিঙ্গের স্তব্ধতা ও যোনির কোমলতা যথাক্রমে বজ্র ও কমলের দ্বারা ব্যক্ত হয়। তাইতে অপ্রাকৃতরমণকে বৌদ্ধতন্ত্রে কমল-কুলিশ যোগ বলে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৯০]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
৭.৪.৬৭

তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে তোমার ২২ তারিখের চিঠি পেলাম। আমার ৪ঠা মার্চের চিঠির মর্ম তুমি সুন্দর বুঝেছ।

Approach দুটি নয়—তিনটি এবং তিনটিই simultaneous। প্রথম মহাশূন্যে স্থিতি। তুমি সেখানে একা। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'স একাকী নৈব রেমে'—তিনি একাকী থেকে নন্দিত হলেন না। তখন তিনি 'আত্মানং দ্বৈধাপাতয়ৎ'—নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে নামিয়ে আনলেন। তখনকার অবস্থা হল সুরতাবসানে নর-নারী যেমন একটা পূর্ণ তৃপ্তির চিন্ময় সমুদ্রে বিগলিত চেতন হয়ে থাকে তেমনি। যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন—এটি 'সম্পরিষ্বঙ্গ' সম্প্রয়োগের পরিণাম। মহাশূন্যের মধ্যে এই যে নিত্যযুক্ত সামরস্যের অনুভব এইটিকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে ভাবনায়। অর্থাৎ সুরতে প্রবৃত্ত হওয়ার আগেই সুরতান্তের যে আতৃপ্তপূর্ণ কৃতার্থতা, তার মধ্যে নিমজ্জিত হতে হবে। তার পর চলতে পারে লীলাবিলাস—ওই সম্পরিষ্বঙ্গ থেকে উছলে পড়ার মত। এ-ব্যাপারটি পুরুষের বোধে সচরাচর আসে না। এর একমাত্র উপমা হচ্ছে কুমারীপ্রিয়ার প্রথম চুম্বন। সাধারণত পুরুষই তাড়াতাড়ি চুমা খেয়ে বসে, মেয়ে পরে তাতে সাড়া দেয়—হয়তো ক্রমে-ক্রমে। কিন্তু নারী শিশুকেই প্রথম চুমা খায়—শিশু কিন্তু সে সময় নির্বিকার। শিব হয়ে যদি এমনি করে কুমারী মেয়ের প্রথম চুম্বনটি আদায় করে নিতে পার—তাহলে তুমি মহাভাগ্যবান।

সেই প্রথম চুম্বনটি এখন পেতে হবে তোমার মানসীর কাছ থেকে। তিনটি approach তাহলে এই হবে—

১) আকাশবৎ অসঙ্গ প্রশান্তি।

২) সেই আকাশেই আত্মনন্দের হিল্লোলে সত্তার দ্বিদলচণকবৎ সামরসের অভিব্যক্তি।

৩) কুমারী প্রকৃতিতে রাগোদয় এবং তার প্রথম চুম্বনে তোমার গভীরে অকামহত আত্মারামের শিহরণ। এর নীচে আর তুমি নামবে না। এখন সে-ই তোমার কাছে "উশতী জায়া"র মত—নিজের তনুখানি মেলে ধরবে, ব্রহ্মযোনিতে ফুটবে লীলাকমলিনী হয়ে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৯১]

ॐ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
১৪.৪.৬৭

তোমরা আমার নববর্ষের স্নেহাশিস জেনো।

...পরস্পরের মধ্যে তোমাদের সাধনা দিব্যভাবে পূর্ণ হ'ক। পুরুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা আর প্রকৃতির আত্মসমর্পণ—দুয়েরই চরম কথা এক আনন্দ রস-সান্দ্র শূন্যতা। এর বিপরীতটাই হল কামাবচর ভূমির বিভ্রম—অর্থাৎ নারীর কাছে পুরুষের আত্মসমর্পণ, আর পুরুষের উপর নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা—যার ছবি ঘরে-ঘরে দেখতে পাই। তোমরা তার ঊর্ধ্বে থেকো।

সেই চিরন্তনী নারীকে না পেলে কোনও নারীকেই পাওয়া যায় না। জগৎটাকে দেখতে হবে মহাশক্তির বিলাসরূপে। রূপে-রূপে তিনি শতরূপা, ক্বচিৎ কোনও স্বর্ণমুহূর্তে অপরূপা, কিন্তু আমার স্বধায় নিশ্চল আত্ম-মহিমায় তিনি আমারই অতনুর লাবণ্যতনুরূপে বিলসিতা—এই তাঁর স্বরূপসত্য।

নিজেকে কখনও কোন কারণেই ছোট করো না। শান্ত হও, শিব হও। উপদ্রষ্টা হতে পারলে তবে অনুমন্তা ভর্তা এবং অবশেষে ভোক্তা মহেশ্বর হওয়া যায়। সে-ভোগ অপ্রাকৃত নবীন মদনের উল্লাস।[১] আত্মারামের আত্মরতি, মহাপ্রকৃতিকে অধৃষ্য পৌরুষে আকর্ষণ করা নিজের মধ্যে, তার পিছনে ছোটা নয়।

সেই পরমাকে ভালবেসেই অবমাকে (here on earth) সত্য করে ভালবাসতে পার, পেতে পার।

যাই।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৯২]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
২৮.৪.৬৭

তোমার ১৬ তারিখের চিঠি পেলাম। তোমরা আমার নববর্ষের স্নেহাশিস নিও।

...চিঠির ভাবটা তোমরা দুজনেই ধরতে পেরেছ দেখে খুশী হলাম। আজ এই প্রসঙ্গে কিছু তত্ত্বকথার অবতারণা করব।

ভালবাসায় দুটি ইন্দ্রিয়বোধ সজাগ হয়ে ওঠে—রূপ আর স্পর্শ। কিন্তু পুরুষ আর নারীর মধ্যে তাদের ক্রিয়া হয় পৃথক-পৃথক। মোটের উপর বলতে পারা যায়, পুরুষের রূপসংবিৎ আর নারীর স্পর্শসংবিৎ—এই দুটিই হচ্ছে সার্থক ভালবাসার মুখ্য উপাদান।

প্রাকৃত ভূমি থেকে শুরু করা যাক। পুরুষ মেয়ের রূপে ভোলে। প্রতি অঙ্গে মেয়ে তার কাছে মোহিনী। মেয়ে কিন্তু সেক্ষেত্রে রূপের দিকে ততটা নজর দেয় না। সে পুরুষকে দেখে একটা আত্মিক দৃষ্টি দিয়ে যেন এক অরূপ মহিমারূপে। কুশ্রী সন্তানের মত কুরূপ স্বামীকেও মেয়ে ভালবাসতে পারে—যদি তার মধ্যে সেই অরূপরতনের আভাস পায়। বিরূপাক্ষের গলায় উমার মালা দেওয়ার এই রহস্য।

তাহলে পুরুষের রূপোল্লাস বাস্তবানুগত আর নারীর ভাবময়। রূপের মধ্য দিয়ে যাকে পেলাম, তাকে আরও নিবিড় করে পাবার জন্য স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা এর পর স্বাভাবিক রীতিতেই জাগে। কিন্তু এখানেও নারীতে আর পুরুষে—দুয়ের ধরণ আলাদা।

পুরুষের রূপজ মোহ স্পর্শেও অনুবৃত্ত হয়। 'মরিব মধুর মোহে দেহের দুয়ারে'—রবীন্দ্রনাথের এ-উক্তি বিশেষ করে প্রাকৃত পুরুষের। কিন্তু এই স্পর্শই নারীর মধ্যে একটা অপূর্ব চিন্ময়সংবিৎ রূপে জ্বলে ওঠে। পুরুষ স্পর্শে মূঢ় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, আর নারীর বেলায় স্পর্শ 'ভাবে ভরয়ে তনু হরয়ে গেয়ান।'

এখন পুরুষ যদি শুধু দর্শনের ভূমিকায় থেকে নারীর এই স্পর্শ-তন্ময়তাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নারীর ওই ভাবে ভরা জ্ঞানহারা চিন্ময় অনুভবটি নিজের অনুভবে সংক্রামিত করতে পারে, তাহলেই সহজ সাধনা যথার্থ সহজ হয়।

এ-অবস্থায় পুরুষ নারীর রূপের দ্রষ্টা, স্পর্শলোলুপ মোটেই নয়। আর নারী প্রিয়স্পর্শে সংবিৎহারা। পুরুষ সাক্ষী—আকাশবৎ; আর সেই আকাশে ডুবে গিয়ে নারী বিদ্যুন্ময় স্পর্শসংবিৎ মাত্র, এবং পুরুষ তারও দ্রষ্টা—এই-ভাবে সামরস্যের সিদ্ধি।

যৌনমিলনে পুরুষ স্পর্শলোলুপতায় এই দ্রষ্টার ভাবটি হারিয়ে ফেলে, তাই কাম তার কাছে ধোঁয়া। অথচ ঠিক সেই সময়ই নারী প্রিয়স্পর্শের ভিতর দিয়েই আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে—তার 'হরল গেয়ান' মোহ নয়—ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন।

এই অস্পর্শরতির প্রশান্ত আনন্দ নিয়ে স্পর্শরতিমূর্চ্ছিতা প্রিয়ার আনন্দ-তনুকে অনুভব করাই দিব্যসম্প্রয়োগের রহস্য। আর তারই জন্য সহজিয়ার অনুশাসন—

> 'একত্রে থাকিবি, নাহি পরশিবি,
> ভাবিনী ভাবের দেহা।'[১]

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৯৩]

ওঁ

হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর
২৬.৫.৬৭

আমরা নারীকে ঠিক চিনি না। কামের বেলায় প্রাকৃত নারীও পুরুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ—একটু অনুধাবন করলেই এটা বুঝতে পারবে। আমি সংক্ষেপে কিছু বলছি।

উপনিষদে আছে, 'প্রজাতিং অমৃত আনন্দ ইতি উপস্থে।' এই সূত্রটি নারী এবং পুরুষ উভয়ের বেলায় খাটে, কিন্তু পুরুষের বেলায় 'প্রজাতি' বা প্রজননের তাগিদে বীর্যাধানের আবেগ যত প্রবল, অমৃত আনন্দ আস্বাদনের আকূতি তত প্রবল হয় না। বাৎস্যায়ন বলেছেন, 'সুরতান্তে সুখং পুংসাং স্ত্রীণাং তু সততং সুখম্'[১] পুরুষের সুখ ইতিহর্ষে কিনা রমণের শেষ পর্বে বীর্যপাতে। কিন্তু নারীর সুখ রমণের আগাগোড়া। বীর্যপাত সম্পর্কে পুরুষ সচেতন এবং ব্যগ্র—নারী এ সম্বন্ধে অচেতন এবং উদাসীন।

এর কারণ পুরুষের যৌনজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল বীজাধান। সেই বীজকে নারী ধারণ করে সন্তানের জননী হয় যখন, তখন সেই সন্তানের মধ্যে এসে তার কাম পরম আশ্রয় পায়। বাৎসল্য নারীর কামের চরম পরিণাম। কিন্তু পুরুষের তা নয়। বাৎসল্য কাম নয়, প্রেম। এই প্রেম একটি বালিকার মধ্যেও আছে—নইলে মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলত না। কাজেই পুরুষ সম্পর্কে নারীর দুটো ভাব—একটা প্রজননের অজ্ঞাত তাগিদে পুরুষকে দেহ দেওয়া এবং দেহসুখ ভোগ করা, আবার সেই সঙ্গে-সঙ্গে ওই পুরুষের দেহের প্রতি একটা বাৎসল্য অনুভব করা—যার জন্য নারীর 'বুক পুরুষের ছোঁয়ার জন্য কাঁদে।' পুরুষের হৃদয় কদাচিৎ কাঁদে, তার উত্তেজনা যত নিম্নকেন্দ্রে।

আরেক দিক দিয়ে নারীর জিৎ। নারী প্রকৃতিস্বরূপা বলেই পুরুষের প্রতি তার ভাব ভূমার ভাব—সোজাকথায় পিতা বা গুরুর ভাব। নিতান্ত কামাতুর না হলে সাধরণত নারী পুরুষের দিকে এই মহিমার ভাব নিয়েই এগিয়ে আসে প্রথমটায়। কিন্তু পুরুষের দেহলোলুপতায় তার এই ভাবটায় একটা চিড় খায়। ভূমার বোধের সঙ্গে আত্মসমর্পণের ভাব জড়িত থাকে। তাই পুরুষের সম্পর্কে নারীর আকুতি—'আমি যেন তোমার মধ্যে মিশে যাই।' এই জন্য নারী সম্ভোগ করার চেয়ে সম্ভুক্তা হতে বেশী ভালবাসে। আর যে সম্ভুক্তা হয়, তার role passive। Passivity চেতনাকে ঊর্ধ্বস্রোতা করে। এইজন্য নারী কামনা নিয়ে পুরুষকে approach করলেও কিছুক্ষণ পরেই তার সম্ভোগেচ্ছা দূর হয়ে ওই passive বিবশতা এসে পড়ে। এটা সাধারণ আইন।

বৈষ্ণব সহজিয়া নায়িকা সম্বন্ধে একটু বাছবিচার করেছেন। তিনি চাইছেন গোড়া হতেই "ভাবিনী" নারীকে—অর্থাৎ ভূমার প্রতি আকর্ষণ যার স্বতঃস্ফূর্ত, যে কৃষ্ণপ্রিয়া। কিন্তু শৈববীর সহজিয়া বলছেন 'মহাবেশ্যাই শ্রেষ্ঠ নায়িকা।' অন্তত পাঁচটি পুরুষ সঙ্গ যে করে, তাকে বলে মহাবেশ্যা, সে কামের প্রতিমা। কিন্তু তার কামও শেষ পর্যন্ত ওই ভাবের আবেশে প্রেম হয়ে যায়—হয় বাৎসল্য, নয়তো ভূমার বোধ এসেই পড়ে। এর কোনটাই পুরুষের আসে না, তাই পুরুষের কাম প্রজাতিকে ছাপিয়ে অমৃত আনন্দে উত্তীর্ণ হয় না, কিন্তু নারীর তা হয়।

আমি এ কথাগুলি বললাম, বিশুদ্ধ নারী স্বরূপের মননের জন্য।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৯৪]

ওঁ

হৈমবতী
নরেন্দ্রপুর
২৩.৬.৬৭

আমার সব ভাব এবং কথাই তুমি সুন্দর বুঝেছ।

'যৌন মিলন' বলতে আমি ওখানে প্রাকৃত রমণ—যোনি-লিঙ্গের সহায়ে—তারই কথা বলেছিলাম। এই রমণ সুখ যে অত্যন্ত তীব্র এবং সর্বগত, স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে যে এ-সুখের মোহ অভিভূত করে ফেলে, তার পরিচয় সারা দুনিয়ায় অহরহই আমরা পাচ্ছি। এ-সুখ পুরুষে আনে অবসাদ। নারীতে সব সময় তা না আনলেও তার চেতনাকে ঊর্ধ্বভূমিতে স্থাপন করে না, যদিও সুযোগ পুরুষের চাইতে তারই বেশী।

তখন প্রশ্ন হয়, এ-সুখের স্বরূপ কি? উপনিষদ বলছেন, তার স্বরূপ হল "অমৃত আনন্দ", আর বিরূপ হল 'প্রজাতি' বা প্রজননের সুখ। যোনিতে বীর্যসেক ছাড়া প্রজনন হতে পারে না, কিন্তু ওই প্রজননব্যাপারের সময়ই যান্ত্রিক রমণের ঊর্ধ্বে একটা দিব্যরমণের আভাস নর-নারীর চেতনায় উঁকি দিতে থাকে। ঋষি তাকেই বলেছেন অমৃত আনন্দ। নিতান্ত জৈব তাগিদে কেউ বেশ্যাগমন করছে বা নারীর উপর বলাৎকার করছে, তার যে-সুখ; আর ভালবেসে প্রিয়ার সঙ্গে আত্মসম্মিশ্রণের ভাব নিয়ে যে—রমণ সুখ, দুটিতে কত তফাত।

হলাহলের মধ্যেই তাহলে অমৃত আছে। তাকে ছেঁকে তুলতে হবে। সেই হল সহজিয়ার সাধনা।[১]

সে-সাধনার প্রথম ধাপ হচ্ছে যোনি-লিঙ্গ-যোগ ছাড়া সর্বদেহে লীলা-বিলাসের চিন্ময় সুখকে নামিয়ে আনা। বীরের মত তা উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ক্রমে নীচের দিকে আর নজরই যাবে না। দৃষ্টি যখন এমনি নির্মুক্ত হবে, তখন স্পষ্ট দেখতে পাব, যোনি কেন কমল, আর লিঙ্গ কেন কুলিশ বা বজ্র। তখন ওই চিন্ময় কমলের স্পর্শে বজ্রে একটা তুষারশৃঙ্গের মত শুভ্র স্তব্ধ এবং নিবিড় প্রশান্তির ভাব আসবে এবং গৌরীপট্টে সংলগ্ন থেকেও বজ্র টলবে না। একটা অদ্ভুত বিদ্যুৎ স্রোত উজান বইতে থাকবে মাথার দিকে আর দুজন সমাধিস্থ হয়ে পড়বে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৯৫]

ওঁ

হৈমবতী
নরেন্দ্রপুর
১৬.৭.৬৭

আমার বক্তব্য তুমি সুন্দর বুঝেছ। খুশী হয়েছি।

আজ শৃঙ্গারসাধনের ভূমিকা-স্বরূপ কিছু কাজের কথা বলছি। হয়তো এর অনেক কথাই আগে শুনেছ।

নারীদেহের প্রতি পুরুষের যে জৈব আর অন্ধ আকর্ষণ, তার নাম কাম। এই আকর্ষণকে যদি শিল্প বা চারুকলার পর্যায়ে তুলতে পারা যায়, তাহলে তা-ই হয় প্রেম। প্রেম গাঢ় না হলে শৃঙ্গার সাধনা সার্থক হয় না।

তন্ত্রে নারী দেহকে ঊর্ধ্ব আর অধঃ দুটি ত্রিকোণের সমন্বয় রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মুখ আর দুটি স্তন নিয়ে ঊর্ধ্বত্রিকোণ। যোনি অধস্ত্রিকোণ । দুটি ত্রিকোণ ওতপ্রোত হলে শ্রীযন্ত্র বা ষোড়শী বা আনন্দ তত্ত্বের ছক পাওয়া যায়।

মুখ স্তন যোনি—নারীদেহের এই তিনটি অবয়ব পুরুষের বিভ্রম জাগায়। মুখ সৌন্দর্যের এবং ভাবের আধার—আর ভাব সেখানে অতি সহজেই চিন্ময় হতে পারে। নারীর মুখকে আচ্ছাদিত করবার দরকার হয় না—কেন না তা পুরুষকে উদ্দীপ্তই করে, উত্তেজিত করে না—(যদিও অধর একটি উত্তেজক কামকেন্দ্র)। বিশেষ করে উত্তেজনা জাগে স্তনের স্পর্শে এবং অবশেষে যোনির দর্শন স্পর্শন এবং অনুপ্রবেশ। লক্ষণীয় নারী-অঙ্গের যতই নীচের দিকে যাওয়া যায়, ততই উত্তেজনা তীব্র হতে থাকে।

সহজিয়া সাধক ৫টি কামকেন্দ্রের কথা বলছেন—নারীর দেহে। দুটি চোখ, অধর, স্তন আর যোনি। চোখের দেখায় যদি আনন্দ উথলে ওঠে, তাহলে হয় নয়নে-নয়নে শৃঙ্গার—শৃঙ্গার সাধনার সর্বোত্তম রূপ। সহজিয়া বলছেন, দুটি চোখ যেন মদন আর মাদন নামে পঞ্চ বাণের দুটি বাণ। মদন নিজে মেতে ওঠা। মাদন অপরকে মাতিয়ে তোলা। প্রাকৃত পুরুষ চোখে চোখ রেখে মেতে উঠতে পারে; কিন্তু সব সময় নারীকে মাতাতে পারে না। মেতে উঠে অকামা নারীকে ধর্ষণ করা বলাৎকার। চোখের দৃষ্টি গভীর হতে গভীর হয়ে যদি নারীর মধ্যেও আনন্দের হিল্লোল জাগিয়ে তুলতে পারে, তার

যদি 'দেখিতে যে সুখ ওঠে কি কহিব তা'—এই ভাব জাগে, তাহলেই পুরুষ সত্যকার রসিক। নইলে সে কামুক। দর্শন থেকে আসে চুম্বনের স্পৃহা। এটি উদ্দীপনা আর উত্তেজনার মাঝামাঝি। সহজিয়া বলছেন, নারীর অধরে পঞ্চবাণের শোষণ বাণ। অধরে শুধু অধর ঠেকিয়ে আত্মহারা হয়ে যাওয়া এবং একের নিঃশ্বাসকে অপরের মধ্যে আকর্ষণ করে প্রাণে-প্রাণ মেশানো—সাধনার এটি দ্বিতীয় পর্ব। তৃতীয় পর্ব হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করা—স্তনে স্পর্শকে নামিয়ে আনে। এইখানে ঊর্ধ্বত্রিকোণের শেষ। হৃদয়ে-হৃদয় ঠেকিয়ে সংবিৎহারা হয়ে যাওয়া শৃঙ্গার সাধনার মধ্যমণি। নয়নে আজ্ঞাচক্র অধরে বিশুদ্ধচক্র আর হৃদয়ে অনাহত পদ্ম—ঊর্ধ্ব আর অধস্ত্রিকোণের সন্ধি-ভূমি ওই হৃদয়ে। সহজিয়া বলছেন এইখানে পঞ্চবাণের মোহনবাণ। ওতে জগৎ ভুল হয়ে যায়। তার পর আরও নামলে নাভি বা মণিপুর চক্র। সহজিয়া এর কথা কিছু বলেন নি—এর পরেই বলেছেন যোনির কথা—যেখানে আছে পঞ্চমবাণ স্তম্ভন। স্তম্ভন শব্দের অর্থ নিশ্চলতা। যোনি মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান দুটি নিয়ে। সেখানে এসে উভয়ের ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়ে যাবে। এই স্তব্ধতার ভাব আনা কতকটা সহজ হয় যদি হৃদয় থেকে নারীর নাভিতে অর্থাৎ অধস্ত্রিকোণের উপকণ্ঠে এসে থেমে যাওয়া যায়। শৃঙ্গার সাধনার অগ্নিপরীক্ষা এইখানে। নাভিস্পর্শে আগুন জ্বলে উঠবে কিন্তু মুখ আর হৃদয়ের চিন্তার দ্বারা তাকে সোম্য জ্যোৎস্নায় রূপান্তরিত করতে হবে। তবেই অধস্ত্রিকোণে স্তম্ভন সম্ভূত হবে আর তাইতে সিদ্ধি।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৯৬]

ওঁ

হৈমবতী
জন্মাষ্টমী—'৭৪
৩.৯.৬৭

আমরা ৩রা সেপ্টেম্বর রবিবার রওনা হচ্ছি। ৭ই বোধ হয় হৃষীকেশ থেকে কেদারের পথে বাস ধরব। তার পর মহাপ্রস্থানের পথে—কোনও ঠিকানা নাই। কেদার—তুঙ্গনাথ—বদ্রীনাথ—নন্দন কানন—হেমকুণ্ড—হৃষীকেশ, এই হল route। বোধ হয় একমাস লাগবে সব সুদ্ধ।

তোমাকে দেবীর বরতনুর কথা অনেক বলেছি। এইবার তোমায় শিব-তনুর কথা বলে যাই। যদি ফিরে আসি, তবেই চিঠি পাবে। নইলে এই শেষ চিঠি।

আত্মধ্যানে প্রতিষ্ঠিত না হলে ইষ্টধ্যান সত্য ও সহজ হয় না। দেবী যেমন যোনিস্বরূপা, তুমিও তেমনি লিঙ্গস্বরূপ। এই লিঙ্গকে গুহ্য শাস্ত্রে বলে 'বজ্র'। ওঁ মণি-পদ্মে হুম্' মন্ত্রের কথা তোমায় আগে বলেছি।

লিঙ্গ শিব স্বরূপ। তার প্রতীক একটা ঊর্ধ্বমুখ পাষাণ স্তম্ভ—বেদে বলে স্কম্ভ ব্রহ্ম। বৌদ্ধ স্তূপও তা-ই। কেদারনাথ, কৈলাস—সবই ওই ঊর্ধ্বলিঙ্গ। সন্ধ্যার মন্ত্রে 'ঊর্ধ্বলিঙ্গ বিরূপাক্ষে'র কথা আছে। বিরূপাক্ষ রূপ দেখে না—দেখে বিরূপাকে বা অরূপাকে। যোনির দর্শনে বা স্পর্শনে পুরুষের লিঙ্গ কঠিন ও ঊর্ধ্বোত্থিত হয়। তখন 'ওই লিঙ্গোত্থানের কাঠিন্য বোধই আমি'—এই ভাবনায় ওই বোধটিকে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে সহস্রারের দিকে চালিয়ে দিতে হয়। একটি বোধ যেন অগ্নিস্রোতের মত উঠে যাবে, আর সহস্রারে পৌঁছেই আবার জ্যোছনার স্রোত হয়ে মেরুদণ্ড বেয়ে নীচে নেমে আসবে। দুটি স্রোত হল অগ্নি আর সোমের যুগলধারা। অগ্নিধারা পুরুষের, সোমধারা প্রকৃতির। একটি প্রাকৃতজগতে কামের আগুন; কিন্তু নারীর প্রেমের জ্যোৎস্নাধারায় সে যদি প্লাবিত হয়, তাহলে রূপান্তরিত হয় আত্মারামের আনন্দে। অগ্নিধারা আর সোমধারা এমনি করে মিশে গেলে—'দুই ধারা যখন একত্র থাকে, তখন রসিক যুগলে দেখে'।

লিঙ্গোত্থানের কাঠিন্য এমনি করে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে ঊর্ধ্বস্রোতা হলে আসনে উপবিষ্ট যোগীর সমস্ত দেহটাই রূপান্তরিত হবে একটি ঊর্ধ্ব-লিঙ্গে। সে-লিঙ্গের মুখ ব্রহ্মরন্ধ্রে, মহাশূন্যে, ওই ব্রহ্মরন্ধ্ররূপ লিঙ্গমুখ দিয়ে তখন আকাশরূপী মহাযোনির স্পর্শ পাওয়া যায়। সাধকের বজ্রনাড়ী অর্থাৎ সুষুম্নাস্থিত ওই ঊর্ধ্বস্রোতা, কাঠিন্যবোধের মধ্যে তখন নেমে আসে ব্রহ্মযোনির সুধার ধারা। তখন এই দেহের মধ্যেই শিব-শক্তির সংগমের অপূর্ব আনন্দ অনুভব করা যায়। ধ্যানযোগে ওতে সিদ্ধ হয়ে তারপর দিব্য সম্প্রয়োগে প্রবৃত্ত হওয়া বা না-হওয়া। পুরুষ যেমন উজিয়ে যাবে, নারী তেমনি সহস্রার থেকে ভাটিয়ে আসবে, এইভাবে ধ্যানকে প্রবর্তিত করতে হয়। ভাবে সিদ্ধ হয়ে তবে বস্তুতে নামা—বস্তুতে বিদ্যুৎ সঞ্চার করবার জন্য—কামভোগের জন্য নয়।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৯৭]

ওঁ

হৈমবতী
নরেন্দ্রপুর
১০.১১.৬৭

আমি মহাপ্রস্থানের পথ থেকে ফেরবার সময় বোধ হয় তোমাকে ৪ খানা কার্ড দিয়েছি। তুমি হয়তো তার কোনটাই পাওনি।

তুমি আমার সব কথাই সুন্দর ধরতে পারছ দেখে খুশী হয়েছি। যে-কথাটা বুঝতে পারনি, সেটা পরিষ্কার করে দিই।

প্রাকৃত ধারা উজান বয়, আর অপ্রাকৃত ধারা ভাটিয়ে আসে—এই হল মূল তত্ত্ব। প্রাকৃত ধারা যখন ভাটিয়ে আসে, তখন জাগে সৃষ্টির প্রবর্তক কাম। সে-কাম নারী-পুরুষ দুয়ের মধ্যেই আছে। তবে কিনা স্বভাবত নারীতে কাম প্রেমের সহগত, আর পুরুষে কাম প্রেমস্পর্শহীন উত্তেজনা বা বলাৎকারে পরিণত হতে পারে অতি সহজেই।

এখন সবাইকে উজিয়ে যেতেই হবে, কি নারী কি পুরুষ। উজিয়ে যাওয়াটা নারীর পক্ষে সহজ, কেন না পুরুষের মধ্যে (সে যত ছোটই হ'ক না কেন) সে একটা মহিমাকে অন্তর দিয়ে প্রত্যক্ষ করে। এই মহিমার বোধ অতি সহজে তাকে মূর্ধন্যচেতনার দিকে নিয়ে যায়।

তাইতে কিশোরী পুরুষের স্পর্শে প্রথমেই ভাব সমাধিতে অধিরূঢ় হয়ে যায়, এইটা স্বাভাবিক রীতি। এটা তার প্রেমসেবোত্তরা গতি।[১] প্রাকৃত পুরুষ তার খবর রাখে না। সে ভাটার ধারায় ভেসে যায়। সেই ভাটার টানে ক্রমে নারীকেও সে নামিয়ে আনে। শুরু হয় কামলীলা এবং তার ফল প্রজনন।

তাহলে কিশোরী কুমারীর সংগে প্রথম মিলনে পুরুষকে উজান বইতে শিখতে হবে, যাতে কিশোরীর ওই অধিরূঢ় ভাবটি বজায় থাকে। পুরুষকে তখন কামচেষ্টা একেবারে করতে নাই। বড় জোর অচল স্পর্শে যুক্ত থাকা—এইটুকুই চলতে পারে।

এই অবস্থায় হৃদয়ে-হৃদয়ে গভীর যোগাযোগ অনুভব করে উভয়ে যেন উভয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই ভাবটি ধারণা করতে হয়। তখনই বোঝা যায়, পুরুষের অগ্নিধারা সহস্রারের দিকে উজিয়ে যাচ্ছে, আর নারীর ওই সহস্রারচ্যুতামৃত সোম্যধারা পুরুষের সমস্ত শরীরকে প্লাবিত করে নেমে

আসছে। সহস্রারে অধিরূঢ়া ওই কিশোরী কুমারী তখন অদিতি, ত্রিপুর-সুন্দরী। আগে সহস্রারে তাঁর ধ্যান করে নিলে এই ভাবটির বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ সহজ হয়। আশা করি—এখন বুঝতে পেরেছ। ওই ভাবে থাকার সময় প্রিয়ার মধ্যে জননীর অনুভবও হয়।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৯৮]

ॐ

হৈমবতী
নরেন্দ্রপুর
১০.১২.৬৭

......শৃঙ্গারসাধনার ভাব আর কৌশলগুলি সম্বন্ধে তোমার ধারণা স্বচ্ছ হয়েছে দেখে খুশী হয়েছি।

সমস্ত সাধনার মূল কথা হচ্ছে 'বিপরীত রতি'—রাহস্যিক অর্থে। যেমন মরমীয়া বলেন এখন আছে 'ধা...রা'; তাকে উলটিয়ে করতে হবে 'রা...ধা।' ধারা এখন স্বভাবতই নিম্নমুখী—পুরুষে বিশেষ করে। এই ধারাকে উজান বওয়াতে হবে। তার একটি সঙ্কেত আছে এবারকার চিঠিতে চণ্ডীদাসের যে-পদটি তুলে দিয়েছ—তার মধ্যে; 'নিদ্রার আবেশে দেখ কপালপানে চেয়ে, চিত্তপটে নৃত্য করে, তার নাম মেয়ে।'[১] একটা পাঠান্তর আছে 'তারা নামে মেয়ে।' মনে হয় এটাই শুদ্ধ পাঠ।

এখানে প্রথমেই আছে নিদ্রার আবেশের কথা। এ-নিদ্রা যোগনিদ্রা—পুরুষের শববৎ হয়ে যাওয়া। পুরুষ উত্তান হয়ে আছে, নারী তার হৃদয়ে। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নারী সক্রিয়—দেহে নয়, চিত্তে, অন্তরে, হৃদয়ে। পুরুষের দৃষ্টি তখন ভ্রূমধ্যে। এই ভ্রূমধ্য দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে অপ্রাকৃত ব্রহ্ম-যোনির আবির্ভাব হয় ত্রিকোণের আকারে। বহু সাধকেরই এটা অমনি হয়—যেমন বিবেকানন্দেরও হয়েছিল। তখন ভ্রূমধ্যে একটা অতি গভীর আনন্দময় স্পন্দনের অনুভব হয়। এটি যোগের ভাষায় ইতরলিঙ্গের স্পন্দন। স্বাধিষ্ঠানে বা ভগাঙ্কুরে যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ আছে, এটি তারই প্রতিক্ষেপ বা projection। ভগাঙ্কুর যেমন কুমারীর লিঙ্গ, ইতরলিঙ্গও তেমনি কুমারের লিঙ্গ। কুমার-

কুমারী বলা হয় এই জন্য যে এ-অবস্থায় নর-নারী দুয়ের দৃষ্টিই ভ্রূমধ্যে নিবিষ্ট থাকার ফলে রসের ধারা উজান বয়—প্রাকৃত ক্ষরণ হয় না, সুতরাং সৃষ্টির আবেগও আসে না। প্রিয়া তখন কুমারী। শৃঙ্গার চলছে ভ্রূমধ্যে বা আজ্ঞাচক্রে। এটি প্রজ্ঞার স্থান—যাকে দেবতার তৃতীয় নয়ন বলা হয়েছে। এই প্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার আরেক নাম 'তারা'। সহজিয়ারা একে নৈরাত্ম্য-দেবীও বলেছেন। নৈরাত্ম্য কি না আত্মহারা শূন্যতা। পুরুষ শবাসনে আত্মহারা, আর সেই শবরূপী শিবের বুকে তারা অঙ্গে-অঙ্গে নিবিষ্টা—ভ্রূমধ্য হতে স্বাধিষ্ঠান পর্যন্ত পদ্মে পদ্মে রমমাণা পদ্মাবতী। নারীর তখন কোনও কামচেষ্টা থাকে না—পুরুষেরও নয়। অথচ স্পর্শতন্মাত্রের উন্মেষের ফলে তার দেহের অণুতে-অণুতে যেন বিদ্যুতের নৃত্য চলতে থাকে। পুরুষ সেই নৃত্যের ছটাকে নিদ্রার আবেশ বা ভাঙের নেশায় নিজের নিশ্চল তনুর অণুতে-অণুতে বিচ্ছুরিত অনুভব করে। নারীর নৃত্য যেন তার অসীম সমুদ্রবৎ চেতনায় তলিয়ে যাচ্ছে। নারী-পুরুষ দুয়ের মধ্যেই একটা গভীর গম্ভীর প্রশান্তি—যা সুরতের বা রমণের অবসানে প্রাকৃতদশায় মানুষ অনুভব করে। বাৎস্যায়ন তাকে বলেন—সৌরতান্ত সুখ বা রমণের বিশ্রান্তিতে সুখ। এই বিশ্রান্তি সুখকেই দিব্য সম্প্রয়োগের গোড়ায় নিয়ে আসতে হবে—তবে ধারা রাধা হবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[৯৯]

ॐ

হৈমবতী
নরেন্দ্রপুর
১৯.১.৬৮

তুমি আমার ভাবধারা সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ দেখে খুশী হয়েছি।

এবার দেবী তরুণী বা কিশোরী নন—তিনি বালিকা-বালেশ্বরী। তাঁর যত ভালবাসা, যত রূপোল্লাস, যত শক্তি, যত আনন্দ ও প্রজ্ঞা সব এবার [illegible] আন ছোট্ট একটি মেয়ের মধ্যে। বেদে আছে গায়ত্রীর [illegible]

আবার মহানগ্নীর কথাও আছে। মহানগ্নীকে এখন আমরা বলি মহাবেশ্যা—যার যোনি বিশালাক্ষীর দ' (রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়)। শত-সহস্র পুরুষ তাতে ডুবে মরে। তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তাঁর বিশাল লোচন নিয়ে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এই মদনমরণ মহোৎসবের দিকে। এও ব্রহ্মযোনি—পৃথিবীময় যত স্ত্রীযোনির সমাহার, যাতে অগণিত জীব জন্মাচ্ছে আবার মরছেও ওই অন্ধকুহরে. এই হচ্ছে বিশালাক্ষীর দ', ব্রহ্মযোনির কুমেরু, যজুর্বেদের মহানগ্নী। আবার ওই বেদেই আছে 'নগ্নিকা' গায়ত্রীর কথা, এক-বছরের কচি মেয়ে, বিবসনা। ব্রহ্মযোনি সেখানে 'অনঙ্গ রেখার' মায়া, ব্রহ্মের আনন্দের রূপরেখা। সে-যোনিই 'আনন্দো ব্রহ্মযোনি'। তা সৃষ্টি করে না, পুরুষকে টেনে দ'এ নামায় না, মহাশূন্যে সুপর্ণী হয়ে পাখনা মেলে দেয় গন্ধর্বলোকের দিকে—যেখানে সৌম্যসুধা গুহাহিত হয়ে আছে। সেই সুধার প্লাবন সে সুপর্ণী বা পাখি হয়ে নামিয়ে আনে সাধকের বিবশ হৃদয়ে।

এই যোনিকে ভ্রূমধ্যের তৃতীয় নয়ন দিয়ে দর্শন কর, সেই নয়নের বিদ্যুদ্দীপনী দিয়ে স্পর্শ কর, হৃদয়ের উচ্ছলিত রসের সোম্যধারায় অভিষিক্ত কর। তার গভীরে বজ্রসত্ত্ব অমৃতবিন্দুর মণিকূট হয়ে জ্বলতে থাক।

প্রাকৃত রমণের শেষেও নারীর ভ্রূমধ্যে এই নগ্নিকা গায়ত্রীর ব্রহ্মকমলরূপী ব্রহ্মযোনির আবির্ভাব হয়। নারী তখন সুরতাবসানে নিরতির মহাসুখে সমাহিতা। প্রিয়ার শৈশব এক সোম্যসুধার নির্ঝর। এবার তার ধ্যান কর। এরও তত্ত্ব অতি গভীর। একে না জানলে শৃঙ্গার সাধনা পূর্ণ হয় না।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১০০]

ওঁ

হৈমবতী
নরেন্দ্রপুর
১৬.২.৬৮

তোমার চিঠিখানা পড়ে খুশী হলাম। শৃঙ্গার সাধনার সব কথাই তুমি সুন্দর বুঝে নিয়েছ। আর আমার নিজের থেকে কিছু বলবার আছে বলে মনে হয় না। এবার তুমি প্রশ্ন করে যাও—যেখানে তোমার কিছু বক্তব্য বা বোদ্ধব্য আছে, তা-ই নিয়ে। আর আমি তার জবাব দিয়ে যাই।

নারী যদি কৃষ্ণপ্রিয়া হয়, তবেই সে সাধনসঙ্গিনী হতে পারে—নইলে সে ব্যভিচারিণী। 'ব্যভিচারী নারী না হয় কান্ডারী'—মনে আছে তো?

তোমরা দুজনে মিলে আশা করি রসের সাধনকেই জীবনে মুখ্য করেছ। যদি তোমরা সন্তানের জনক-জননী হও, তাহলে ত আমি আশা করব, তোমাদের সন্তান হবে অভিনব গুপ্তের মত "যোগিনী ভূ"[১] অর্থাৎ যোগিনী মায়ের সন্তান। Christian যাকে বলেছে Immaculate conception।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১০১]

ওঁ

হৈমবতী
নরেন্দ্রপুর
৩০.৮.৬৮

আমার ভাবগুলি সুন্দরভাবে ধারণা করতে পেরেছ দেখে খুশী হলাম। এখন দুজন দুজনের মধ্যে আগুন জ্বালাও—যেমন নিজের মধ্যে, তেমনি অপরের মধ্যে। উপনিষদে যে ভূতশুদ্ধির[১] কথা আছে, তার অভ্যাস কর। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে পাষাণের মত নিথর হয়ে যাও (পৃথিবীর স্থৈর্য); তার পর সেই নিথরতার মধ্যেই নাড়ীতে-নাড়ীতে সঞ্চরণ করুক সুধার স্রোত (অপ্ এর সাবলীলতা)। তার পর সেই সুধাস্রোত সমস্ত শরীরে সৃষ্টি করুক তাপ আর আলো—তারই স্রোত প্রবাহিত হ'ক (অগ্নির তেজস্বিতা ও তাপ)। তার পর সেই তরল অগ্নিস্রোত জ্যোতির্বাষ্প হয়ে পরস্পরের তনুর অণুতে-অণুতে আবিষ্ট হয়ে দেহের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ুক্ অন্তরিক্ষলোকে (বায়ুর সর্বগামিত্ব)। এবং অবশেষে আকাশশরীরং ব্রহ্ম সত্যাত্ম। তুমি আকাশশরীর। তুমি সত্য, আত্মা। আত্মা আর শরীর এক। আকাশ আর সত্য এক। আত্মা আকাশ সত্য শরীর—সব এক॥

'আকাশ শরীরং' মন্ত্রটির আরেকটি ব্যাখ্যা আছে। সে হচ্ছে এরই পরের ধাপ। মন্ত্রটিতে আকাশ-সত্য-আরাম-আনন্দ এই চারটি তত্ত্ব পুরুষ। পুরুষ অবিগ্রহ। তার শরীরই আকাশ, আত্মাই সত্য, প্রাণ আরাম আর মন আনন্দ। ওদিকে আবার শরীর-আত্মা-প্রাণ-মন এই চারটি তত্ত্ব প্রকৃতি। বেদে শরীর আর আত্মাতে ভেদ করা হত না। আত্মাই শরীর, শরীরই আত্মা। দুয়ে মিলে

চিৎ-বিগ্রহ। এই বিগ্রহে স্ফুরিত হল প্রাণ, তা ঘনীভূত হল মনে। তাতে সৃষ্ট হল নিটোল নারীসত্তা—চিন্ময় শরীর-প্রাণ আর মন নিয়ে। সেই নারীতে আবিষ্ট হলেন পুরুষ, তার শরীরে আকাশ হয়ে, আত্মচৈতন্যে বিশুদ্ধ সত্তার বোধ হয়ে, প্রাণে আরাম হয়ে, মনে আনন্দ হয়ে। দুয়ে মিলে একটি নিটোল পূর্ণতা। এটি নারীপুরুষের মিলিত ছবি। প্রথমটায় পুরুষের আকাশে ফুটল নারীর শরীর, পুরুষের সত্তায় বা সত্যে ফুটল নারীর আত্মা। শরীর আর আত্মা সম্প্রয়োগে এক হয়ে গেল। তার পর নারীসত্তা প্রাধান্য পেল—যেমন পায় বিপরীত-রতিতে। তখন পুরুষ শববৎ, নারী তার বুকে দক্ষিণ-কালিকা। পুরুষের সত্তায় তখন নারীর প্রাণের আন্দোলন—পুরুষে তা রূপান্তরিত হচ্ছে সমস্ত সত্তা ব্যেপে একটা অনির্বচনীয় আরামে। নারীর প্রাণ উদ্দীপ্ত হল মনের বিচিত্র-বিলাসে—পুরুষেও আরাম নিবিড় হল আনন্দে।

এমনি করে সাধনার প্রথম পর্বে পুরুষ প্রাণ ও মন; আর নারী তখন আরাম ও আনন্দ—কেন না সম্প্রয়োগে নারী তখন নীচে, পুরুষ উপরে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে বিপরীত রতিতে নারী প্রাণ আর মন রূপে উদ্দীপ্ত, আর পুরুষ আরাম ও আনন্দরূপে প্রশান্ত। এমনি করে দুয়ের পালা বদলে মিলনের পূর্ণতা। মন্ত্রে তাই একটা ক্রমভেদ দেখানো হয়েছে এটি লক্ষণীয়। আশা করি—বুঝতে পেরেছ।

স্নেহাশিস

অনির্বাণ

[১০২]

ওঁ

হৈমবতী

নরেন্দ্রপুর

৯.১০.৬৮

আজ তন্ত্রোক্ত শক্তিপূজার একটি রহস্যের বর্ণনা দেব। শৃঙ্গার সাধনার বোধ হয় এটিই শেষ কথা।

তন্ত্র বলছেন, 'আলিঙ্গনং চুম্বনং চ স্তনয়োর্মর্দনং তথা। দর্শনং স্পর্শনং যোনের্বিকাশোলিঙ্গঘর্ষণম্। প্রবেশং স্বাপনং শক্তে র্নবপুষ্পাণি পূজনে।'

শ্লোকের অর্থটি পরিষ্কার। সম্প্রয়োগের নয়টি অঙ্গের বর্ণনা। এক-একটি অঙ্গ যেন এক-একটি পুষ্পোপচার। প্রথম তিনটি বহিরঙ্গ—স্তনমর্দন পর্যন্ত। তার পর ছয়টি ব্রহ্মযোনি সম্পর্কিত অন্তরঙ্গ উপচার। 'স্বাপন' শব্দের অর্থ 'ঘুম পাড়ানো' অথবা সমাধিতে ঢলে পড়া।

এখানে নয়টি পর্বের সঙ্গে দেবী-অঙ্গের সাতটি চক্রের যোগ আছে। আলিঙ্গন আর স্বাপন অর্থাৎ প্রথম আর শেষ পর্ব যেন আর বাকী পর্ব-গুলিকে বর্তুলাকারে বেষ্টন করে আছে। এই সঙ্গে-সঙ্গে দেবীর বয়ঃক্রমের উন্মেষের একটা পর্যায়ও আছে। আমি সেইভাবেই বর্ণনা করে যাচ্ছি।

প্রথম আলিঙ্গন। দেবীর বয়স ০ থেকে তিন পর্যন্ত। অর্থাৎ অতি শৈশব অবস্থা। ঐ আলিঙ্গন যেন আকাশের আলোকে জড়িয়ে ধরা—সর্বত্র একটা সমরস সমব্যাপ্তি। দেবী-চেতনা সে-আলিঙ্গনে যেন একটি নিতান্ত কচি মেয়ের মত—প্রায় শূন্যবৎ।

দ্বিতীয় পর্ব চুম্বন। এটিতে উন্মীলিত হল মূলাধার। মূলাধারের অবস্থা আলো-ছায়ায় যেন দেবীর মুখের একটি আদল ফুটে উঠল। দেবীর বয়ঃক্রম তিন হতে পাঁচ পর্যন্ত। এই বয়সের মেয়েরা চুমো দেয় চুমো নেয় একেবারে নিরুত্তেজ হয়ে। শুধু মুখে একটা অপরূপ আভা ফুটে ওঠে।

তৃতীয় পর্ব স্তনমর্দন। মর্দন শব্দটা বর্বরোচিত। উপনিষদের ভাষায় আমর্শন—বা হাত বোলানো। দেবীর বয়স ছয় হতে আট পর্যন্ত। স্তন-স্পর্শে প্রথম প্রেমরাগের উন্মেষ। তার কেন্দ্র স্বাধিষ্ঠানের মণিবিন্দু।

চতুর্থ পর্ব বরাঙ্গের দর্শন। দেবীর বয়স নয় হতে এগারো পর্যন্ত। নয় বছরের মেয়েতে প্রথম লজ্জা জাগে বলা যেতে পারে। লজ্জায় বরাঙ্গ আচ্ছাদিত থাকে, কিন্তু ভালবাসায় আচ্ছাদন খসে পড়ে। নাভিগ্রন্থি শিথিল হয়ে নীবিবন্ধ আপনি আলগা হয়ে যায়। তাই এ-পর্বের কেন্দ্র মণিপুর।

পঞ্চম পর্ব বরাঙ্গের স্পর্শন। বয়ঃক্রম বারো হতে চৌদ্দ। দেবীর প্রথম কৈশোর। স্পর্শে বুকে তুফান জাগে, রসসমুদ্রে যেন ঢেউ খেলে যায়। কেন্দ্র অনাহত।

ষষ্ঠ পর্ব বরাঙ্গের বিকাশ। বয়ঃক্রম পনের থেকে সতের পর্যন্ত। স্পর্শ নিবিড় হয়। এই বিকাশকেও অভিমর্শনের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। বিকাশ হতে পারে করাঙ্গুলির দ্বারা। জিহ্বার দ্বারা (বাৎস্যায়নে তার উল্লেখ আছে), অথবা লঘুভাবে লিঙ্গসংযোগ দ্বারা। কিন্তু লিঙ্গচালনা চলবে না। এই পর্বে দেবীর মুখ অপরূপ সুখস্মিতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কেন্দ্র তাই অধর, বা বিশুদ্ধ চক্র।

সপ্তম পর্ব বরাঙ্গে লিঙ্গঘর্ষণ। ঘর্ষণ শব্দটাও বর্বরোচিত। উপনিষদে বলা হয়েছে 'অনুমার্জন'। স্বাধিষ্ঠান হতে মূলাধার পর্যন্ত লঘুচ্ছন্দে লিঙ্গের ওঠা নামা। দেবী তখন তরুণী—বয়ঃক্রম আঠার থেকে কুড়ি পর্যন্ত। ভাবনার কেন্দ্র ভ্রূমধ্য বা আজ্ঞাচক্র। ওইখানে বিদ্যুৎস্ফুরণে দেবী শিবসঙ্গে সুখ আস্বাদন করেন।

অষ্টম পর্ব প্রবেশ। উপনিষদের ভাষায় 'সম্পরিষ্বঙ্গ'। বরাঙ্গের কুহরে লিঙ্গের অনুপ্রবেশ। বাইরের স্পর্শ নিবিড় হয় আন্তর স্পর্শে। দেবীর আজ্ঞাচক্র হতে একটা জ্যোতিরুচ্ছ্বাস উঠে যায় করোটির (interior of the skull) দিকে। দেবী সমাহিতা হয়ে পড়েন। এর কেন্দ্র সহস্রারে। দেবীর তখন পূর্ণযৌবন—বয়ঃক্রম একুশ থেকে তেইশ পর্যন্ত।

এরপর স্থাপন। শিবলিঙ্গ নিশ্চেষ্ট—আকাশবৎ, ব্রহ্মযোনিও স্তব্ধ। কেবল আকাশে আলোর ঢেউ খেলে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে যুগনদ্ধ দুটি দেহ আলোর সঙ্গে আলো মেশার মত একাকার হয়ে যায়। বাৎস্যায়ন একে বলেছেন—ক্ষীর-নীর-সুরতি, অর্থাৎ সেই নিবিড় সম্পপারিষ্বঙ্গ যাতে দুধে জল মেশার মত স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গভেদ লুপ্ত হয়ে একটা সমরস অবস্থা আসে, তখন 'না সো রমণ না হাম রমণী'। দেবীর বয়ঃক্রম তখন চব্বিশ। চব্বিশ গায়ত্রীর অক্ষর সংখ্যা, সাংখ্যের তত্ত্বসংখ্যা। দেবী তাই গায়ত্রী, পরমা প্রকৃতি। এ হল যৌবনের পর প্রৌঢ়দশা। দেবী তখনই বিশ্ব-জননী।

পুরুষের বয়ঃক্রম সর্বত্র পঁচিশ। তবে তাকে তিন পর্বে ভাগও করা যেতে পারে—সাত (দেবীর ছয় পর্যন্ত), ষোল (দেবীর পনের পর্যন্ত, এইটিই উপনিষদে পরমপুরুষের বয়ঃক্রম বা তাঁর চিরকৈশোর)। অবশেষে পঁচিশ (দেবীর চব্বিশ পর্যন্ত)। প্রত্যেক পর্বে তিনবছরের ব্যবধান আছে। ব্যবধান-গুলি পূর্ণ করতে হয় বহিরঙ্গ তিনটি পর্বে অনুলোম ক্রমে পর-পর দেবীর মুখ হৃদয় এবং বরাঙ্গের ভাবনার দ্বারা। আর অন্তরঙ্গ পর্বগুলিতে বিলোম ক্রমে দেবীর বরাঙ্গ হৃদয় এবং মুখের ভাবনার দ্বারা। কেননা ধারা তখন উজান বইবে। যেমন বরাঙ্গের দর্শন (৯), তার পর তার সঙ্গে হৃদয়ের দর্শন (১০), অবশেষে বরাঙ্গ হৃদয় এবং মুখের যুগপৎ দর্শন। এমনি করে সর্বত্র। এই শৃঙ্গার সাধনার শেষ রহস্য। যাই।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১০৩]

ওঁ

হৈমবতী
নরেন্দ্রপুর
৬.১২.৬৮

...সব কিছুই সুন্দর বুঝেছ। এখন ভাবকে জীবনে রূপ দাও। আমার নতুন করে বলবার আর কিছুই নাই। বৃহতের আলো এসে পড়ুক তোমাদের জীবনে—তোমরা বৃহৎ হও। সব-কিছু সুন্দর হ'ক, মহনীয় হ'ক, পূর্ণ হ'ক, দিব্য হ'ক।

তোমার first reaction পড়লাম। তোমার ধারণা স্বচ্ছ, পড়ে খুশী হলাম। আশা করি ও বুঝতে পারছে—মিলনের চরম লক্ষ্য কি। এক চিন্ময় আনন্দ—দেহের আনন্দ যার ম্লান প্রতিচ্ছবি মাত্র। অথচ এই প্রাকৃত দেহই অপ্রাকৃত আনন্দের আধার হতে পারে। তখন প্রাকৃত সম্প্রয়োগের চরমে যে মূঢ় বিহ্বলতা—যার আকর্ষণ কাম-জীবনে এত তীব্র, তা-ই যেন আলোর ফোয়ারা হয়ে উপচে উঠবে। দেহ ভুলে দেহ পেতে হবে, ভাবিনীকে 'ভাবের দেহা' সৃষ্টি করতে হবে—ভাবককেও।

অনুধ্যান কর—তোমাদের জীবন পূর্ণ হ'ক, সার্থক হ'ক।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১০৪]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩, সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
২৪.১.৬৯

......আনন্দ সহজ, আনন্দ অক্ষয়। শিব-সতী তখন বালক-বালিকা। জীবনের পরিক্রমা শেষ হলে আবার সেই চিরন্তন শৈশবে ফিরে যাওয়া—যেখান থেকে দুজনার যাত্রা শুরু হয়েছিল আলাদা-আলাদা, আবার সেইখানে ফিরে যাওয়া একের মধ্যে অপরের গলে গিয়ে—নিত্য যুগনদ্ধতায়।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১০৫]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩, সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
১৬.৫.৬৯

সংশয় ও দ্বন্দ্ব দূর হয়েছে, পথ পেয়েছ, পরস্পরের হাতে হাত রেখে দুজনে চলেছ। এখন আর-কিছু নয়—সব সময় যেন হুঁশে থেকো। অসীমের কাছে, আকাশের কাছে, আলোর কাছে হৃদয়কে মেলে ধর। আকাশ সাক্ষাৎ শিব, আলো সাক্ষাৎ শক্তি। এই শিব-শক্তি তোমাদের মধ্যে নেমে আসুক—তোমাদের অন্তরে-বাইরে এক ব্যাপ্ত-চৈতন্যের নির্বাক্‌ অথচ সমনস্ক প্রসন্নতা। সব সহজ হ'ক, সুন্দর হ'ক, মহিমময় হ'ক।

'আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো'—ব্যস্‌, তার পর আর কিছু নাই—শুধু দুটি হৃদয় যেন নদীর দুটি তীরের মত—একই ভালবাসার শীতল ধারাকে জড়িয়ে আছে। মাঝে-মাঝে নদীতে বান ডাকে, তখন আর এ-কূল ও-কূল বলে কিছু থাকে না। আর কথা নয়, শুধু নদীর কুলুতান।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১০৬]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
২.৫.৬৯

সুচরিতাসু

সব গেলেও তিনি থাকেন; অন্তরের মণিকোঠায় চুপ করে বসে থাকেন, কখন আমরা শ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরব। বাইরে থেকে ঘরে এসেই দেখি—কোন অনাদি যুগ হতে তাঁর চোখে এক প্রশান্ত প্রসন্ন প্রতীক্ষা। চোখে চোখ ঠেকে আর সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। আশ্বাস জাগে—সব গেলেও কেউ আছে।

পৃথিবীতে থেকে কেউ যদি আকাশের দিকে হাত বাড়ায়, একবার মাথা তুলে তার দিকে তাকায়—তাহলে বুঝতে হবে, তার এবার

'বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে,
সে ছেড়ে যাবে তীর...'[১]

সংসারের সব-কিছু করে যাও—কিন্তু জেনো; তোমাকে ঘিরে রয়েছে গভীর শান্তি, প্রসন্ন জ্যোতি আর অকুণ্ঠ আনন্দ। সেই আকাশ—তোমার শিব। আলো হয়ে তাঁর মধ্যে ছড়িয়ে পড়।

জীবনে নানা সমস্যা আছে, দ্বন্দ্ব আছে, জ্বালা আছে। কিন্তু তাও ছাপিয়ে আছে প্রসন্ন উদার নির্মেঘ আকাশ। এই আকাশের ভাবনায় নিজেকে অভ্যস্ত করতে হবে।

আমি ছান্দোগ্যোপনিষদের সাধনার কথা বলছি।

প্রথম বাইরের আকাশের ভাবনা। আকাশ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তিনিই আকাশের আনন্ত্য হয়ে প্রকাশিত—নিজের মধ্যে এই সংস্কারকে পাকা করে তুলতে হবে।

তার পর সেই আকাশকে ভাবনা করতে হবে অন্তরেও। অন্তরের সমস্ত বৃত্তি যেন ওই আকাশের মধ্যে আলো-ছায়ার খেলার মত—আকাশ নিশ্চুপ, প্রশান্ত।

তারপর সেই আকাশকে জ্যোতির্ময় রূপে ঘনীভূত করতে হবে হৃদয়ে। হৃদয়ে যে আকাশ, তার যে নিবিড়তা ও শান্তি তাই যেন হৃদয়, তাই যেন সকল চেতনা ও শক্তির উৎস। এমনি করে অবশেষে অন্তরের ও বাইরের আকাশকে মিলিয়ে দিতে হবে। স্নেহাশিস রইল।

অনির্বাণ

[১০৭]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
২৭.৬.৬৯

তোমার চিঠিটা এসেছে ২১শে। আমি দুদিন পরে পেলাম। এখন থেকে উপরের ঠিকানায় চিঠি দিও। সেই কিশোরীকে তোমার মনে পড়ে? যার মধ্যে পূর্বরাগের প্রথম অরুণলেখা ফুটে উঠেছিল? তোমার পৃথিবীতে সেই [illegible] হ'ক। পূর্বরাগে যে-প্রেমের সূচনা, আবার তাকে পরিণামে সেই পূর্বরাগেই

ফিরে যেতে হয়। পূর্বরাগ কথাটি কী অদ্ভুত না? যেমন বোঝায় 'কুমারীর নব নীরব প্রীতি', তেমনি বোঝায় পূর্বদিগন্তে প্রথম উষার আলো—বৈদিক ঋষি যার অপরূপ বর্ণনা রেখে গেছেন।[১] ওই পূর্বরাগরঞ্জিতা কিশোরীর প্রতিমাই তো প্রেমের প্রতিমা। তাকে যে দুচোখ ভরে দেখি, তাতেই যেন স্পর্শের সমস্ত লালসা মিটে গিয়ে অন্তর-বাহির এক আশ্চর্য বিবসনা মাধুরীর অরুণরাগে ছেয়ে যায়। কন্যাকুমারিকার অভিষেক দেখেছিলাম দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে। সপ্তসমুদ্রের জল দিয়ে কিশোরীর লাবণ্য প্রতিমার মার্জনা, তার যেন তুলনা নাই। এই পূর্বরাগই জ্ঞানের মধ্যাহ্নদ্যুতিতে জ্বলে ওঠে শিবের তৃতীয় নয়নে, আবার সন্ধ্যায় অস্তরাগে মেদুর হয়ে আসে। পূর্বরাগ আর অস্তরাগ এক। তাই চণ্ডীদাসের দরশে পরশে রস প্রকাশ।[২] সেখানে দরশই পরশ—চোখের আলো দিয়ে কন্যাকুমারিকার অভিষেক।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১০৮]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
২.৯.৬৯

তুমি আনন্দে আছ জেনে খুসী হলাম। আনন্দ মানুষের স্বভাব—শিশুদের যেমন। নানা সংস্কারে তার উপর আবরণ পড়ে মাত্র। আবরণ সরে যেতেই মেঘমুক্ত চাঁদের মত আনন্দ আপনি ফুটে ওঠে। নিজেকে তখন খুব হাল্কা মনে হয়। আনন্দই ভগবান। এই সহজ আনন্দ হৃদয়ে এলে, তাকেই তাঁর সান্নিধ্য এবং আবেশ বলে বরণ করে নিও। সংস্কারে তা ক্রমে চেতনায় দৃঢ়মূল হলে আর কোনও ভয় থাকবে না।

চাঁদে যাওয়ার সাফল্যের কথা কি তুমিই জিজ্ঞাসা করেছিলে? বিজ্ঞান মানুষের কাছে শক্তির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, দিচ্ছে। কিন্তু মানুষ যদি স্বভাবে পশু কি দানব থেকে যায়, তাহলে এ-শক্তিলাভে উল্লসিত হবার

কিছুই দেখি না। তবে বিজ্ঞান অনেকদিক দিয়ে মানুষের জ্ঞানের পরিধিও বাড়িয়েছে তার উপরই যা ভরসা। আমি আশাবাদী। আশা করব, এতে কল্যাণই হবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১০৯]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
২.৯.৬৯

সহজিয়া বলেছিলেন,

এ দেহে ও দেহে একহি রূপ,
তবে সে জানিবে রসের কূপ।[১]

এই একরূপতা, সম্মিলিত রূপের—পুরুষ-প্রকৃতির নিবিড়তম সম্পরিষ্বঙ্গের। যখন অণুতে-অণুতে সামরস্য জনিত বিদ্যুৎ-শিহরণ, তখন পুরুষ ভাব, আর প্রকৃতি কান্তি। পুরুষের ভাবের আধার তার বিদেহভাবনা। তার ফলে প্রাকৃত দেহের বিগলনে অপ্রাকৃত কৈশোরের চিন্ময় আবির্ভাব। সেই কৈশোরের অঙ্গকান্তিই কিশোরী।

আবার কিশোরীর অঙ্গকান্তি শুধু কোটিচন্দ্রসুশীতল নয়—কোটিসূর্য সমপ্রভ। প্রেমকে আশ্রয় করে প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত স্ফুরণ, আকাশের নীলিমায় তার নিঃশব্দ প্রলয়।

তখনই পুরুষ আকাশ হয়ে প্রকৃতিকে অণুতে-অণুতে জড়িয়ে থাকে, আর প্রকৃতি আকাশের ছোঁয়ায় আলো হয়ে যায়। যেখানে অভাব ছিল, সেখানে ভাবের আপূরণে স্বভাবের প্রতিষ্ঠা হয়। দুয়ে তখন এক। তখনই জীবনের পূর্ণতা। এমনি করে তোমরা অন্যোন্যসম্পরিষ্বঙ্গে এক হয়ে যেও।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১১০]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেন্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
৬.৯.৬৯

অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুদিন ধরে চলবে, দিনরাতের আবর্তনের মত। প্রথম কথাই হচ্ছে, এতে ভয় পেও না। দীর্ঘদিনের সংস্কারের বাঁধন কাটতে দেরী হয়। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি যদি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শুধু সজাগ থাকতে পার আর শান্ত দৃষ্টিতে দেখে যেতে পার এর পরিণাম কি, তাহলে দেখবে অলক্ষ্যে অন্তরে তাঁর শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে। এমনি করে তিলে-তিলে তিনি বন্ধন মোচন করছেন, এই উজ্জ্বল প্রত্যয় হৃদয়ে রেখে আলোছায়ার ভিতর দিয়ে শান্ত স্থির ধীর পদে এগিয়ে যাও—দেখবে অন্ধকার ক্রমেই তরল হয়ে আসছে। অনিশ্চয়তা জীবনের একটা নির্ঘাত সত্য। তেমনি মৃত্যুর নিশ্চয়তা আরেকটা নির্ঘাত সত্য। দুটি সত্যকে মিলিয়ে নিতে হবে। সে-কেবল বিদ্যুতের মত বার বার চমক হানবে, কিন্তু নীলিমা স্থির থাকবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১১১]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেন্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
৬.৯.৬৯

হৃদয়ের ঘট পূর্ণ হয়েছে—এইবার তা উপচে পড়ুক। অন্তর থেকে এবার বাইরের দিকে তাকাও। যাঁকে স্বরূপে পেয়েছ, পেয়েছ অন্তরের ভাবঘনরূপে, এবার তাঁকে বিশ্বরূপে পাওয়ার সাধনা কর। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের ভেদ ঘুচে যাক।

স্মরণ কর প্রেমাবতার গৌরাঙ্গের কথা। লক্ষ্মীকে ভালবেসে তিনি জানলেন কিশোরীর প্রেম কি। সে-লক্ষ্মী তাঁর বিরহ সহ্য করতে না পেরে তাঁর প্রবাসযাত্রার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাণ দিলেন। সেই প্রেমের গভীরতাই গৌরাঙ্গকে ঘরছাড়া প্রেমের পাগল করেছিল বলে আমার বিশ্বাস। তারপর সারাজীবন তিনি কিশোরী প্রেমের বন্যা বইয়ে দিলেন বাংলার উপর দিয়ে,

যাতে 'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু, নদে ভেসে যায়'। এইবার সেই কিশোরীর প্রেমকে উৎসারিত করবার সময় এসেছে। শ্রীঅরবিন্দের Triple Transformation এর এটি প্রথম transformation—Psychic Transformation: প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে গুহাহিত সেই Psyche বা কিশোরীকে আবিষ্কার করা। এটি না হলে spiritual বা supramental Transformation সম্ভব নয়। তোমাদের গভীর প্রেমানুভূতি এখন হৃদয় উপচে পড়ুক—জগতের কল্যাণে তা প্রবাহিত হ'ক—এই ব্রত এখন গ্রহণ কর।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১১২]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেন্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
৫.১০.৬৯

সুচরিতাসু,

তোমার চিঠি পেলাম।

আকুতির মধ্যে যেমন বিরহের বেদনা আছে তেমনি মিলনের আনন্দও আছে। তাঁকে যে ভাবতে পারি, তাঁকে যে ভুলতে পারি না—এই তাঁর পরম করুণা, তাঁর প্রসাদ, তাঁর ভালবাসা। আকুতি দিয়ে আমার ভালবাসাকেই তিনি প্রোজ্জ্বল করে তোলেন। তাঁর প্রেমতৃষ্ণায় জীবন মধুময় হয়ে যায়। সেই জীবন তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি ফুরিয়ে যাই। তখন দেখি, আমি নাই, কেবল তিনিই আছেন। 'সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া। সেই তো চাওয়া, সেই তো পাওয়া'।

কোনও কিছুর প্রত্যাশা রেখো না—তাহলেই সুখ পাবে। প্রত্যাশা তত-ক্ষণই যতক্ষণ আমরা বাইরে খুঁজি। বাইরে খুঁজে যা পাই, তা কখনও হৃদয়কে ভরে তুলতে পারে না। সেই শূন্যতা, সেই হাহাকার থেকেই যায়। যা পাবার, তা তোমার অন্তরেই আছে। তাকে যদি আবিষ্কার করতে পার; তাহলে একটি শিশির-বিন্দুও তোমার হৃদয়ে এসে অমৃত-সিন্ধু হয়ে যাবে। তার জন্য চাই হৃদয়ের শূন্যতা আর সেই শূন্যতার অতলে তলিয়ে যাওয়া।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১১৩]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
৫.১০.৬৯

কিশোরীর ভালবাসা প্রেমযোগের ভূমিকা মাত্র। প্রেমকে এখন যুক্ত করতে হবে জ্ঞানের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে।

শুধু তোমাকে ভালবাসি যে তা নয়—'তোমার গরবে গরবিনী হম', সেই আদিত্যপ্রভ মহিমায় অভিষিক্ত হয়ে জীবন ফুটে উঠবে কমলের মত। কমলে প্রেম আর জ্ঞানের সমন্বয়। জ্ঞানের আলো না হলে প্রেম পূর্ণমহিমায় ফুটতে পারে না।

এবার তোমাকে আদিত্য হতে হবে, আর ও কমল। তার ভালবাসা তোমার প্রভাকে তরল করবে, তোমার প্রভা তার ভালবাসায় আনবে মহিমা।

এবার সাধনা শিব-সতীর।

বাইরে থেকে ঘরে এসে এখন নিশ্চয় ভাল লাগছে।

এখন কৈলাসের তুঙ্গতা হতে নিজেকে নিঃশব্দে সবার উপর ছড়িয়ে দেবার সাধনা। যে তুমি আকাশবৎ, যে একটা আলোর অরোরা, যে-তুমি আর অহনা একটা যুগনদ্ধ তত্ত্বমাত্র—তার শক্তি আর আনন্দ সবার উপর, সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক।

ভাল থেকো—আনন্দে থেকো। মাঝে-মাঝে জগৎ ভুলে যেও। রস পাবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১১৪]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
২২.২.৭০

......নেতাজীর উপর তোমার নিবন্ধটি পড়লাম, সুন্দর হয়েছে। অল্পের মধ্যে অনেক কথাই বলেছ—গুছিয়ে আর উদ্দীপনা নিয়ে। বিবেকানন্দের পর সুভাষচন্দ্র—বাংলার তারুণ্যের এই দুই নিত্য প্রতীক। এদের বাদ দিয়ে বাঙালী উঠবে না।

মনে হচ্ছে, তোমার ভিতরটি এখন ভাবে টলমল করছে। অন্তর পূর্ণ—এইবার জগতের দিকে তাকাও। শ্রীকৃষ্ণের মত তাঁর কৈশোরে তিনি যে কিশোরীর ভালবাসা পেয়েছিলেন, তা-ই তো তাঁকে সারাজীবন দেওয়ানা করে রাখল। তাঁর বৃন্দাবনই কুরুক্ষেত্রের এবং প্রভাসের শক্তির উৎস। কিশোরী 'পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা'—রাতের নিরালায় তাকে বুকে তুলে নিয়ে সব ভুলব, কিন্তু ভোরের আলোয় জাগব অগ্নিবর্ণ হয়ে। মহাশক্তির বিচ্ছুরণ তোমার প্রতি রোমকূপ হতে। কিশোরী তখন তোমারই হৃদয়ের নিকুঞ্জে সমাধিসুপ্তা। তোমার সামনে কুরুক্ষেত্র। ঝাঁপ দাও, বীর কর্মে প্রেমকে জয়ী কর।

স্নেহাশিস নিও। ওকেও দিও।
অনির্বাণ

[১১৫]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
৫.৪.৭০

...কিছু মনোবিশ্লেষণ করা যাক। মানুষের মধ্যে তিনটি চিদ্‌বৃত্তি আছে—জ্ঞান প্রেম আর সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তি। জ্ঞান সাধারণত পুরুষের ধর্ম, প্রেম নারীর। দুয়েরই মধ্যে শক্তির প্রকাশ—সে-শক্তি অভিনবের রূপ সৃষ্টি করে।

যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি অনায়ত্ত থাকে, ততক্ষণ সাধনায় কৃচ্ছ্রতাও আছে। জ্ঞান আর প্রেম দুই-ই ততক্ষণ সহজ হয়েও সহজ নয় অর্থাৎ তারা সিদ্ধ নয়, সাধ্য।

মর্ত্যে এই সহজ সিদ্ধি ফোটে কৈশোরকে আশ্রয় করে। তাইতে মানুষ যতক্ষণ সাধক, যতক্ষণ সে কৃচ্ছ্রসাধনা করছে ততক্ষণ তার মধ্যে শক্তির বীর্যের প্রকাশ। সে তখন তরুণ বা তরুণী। সিদ্ধিতে এই তারুণ্যের শক্তি স্নিগ্ধ হয়ে রূপান্তরিত হয় কৈশোরের মাধুর্যে।

মাধুর্য প্রাকৃত চিত্তে একটা বিবশতা জাগায় বলে তা ভাল লাগে। কিন্তু বীর্যহীন মাধুর্য পূর্ণসিদ্ধির হেতু হতে পারে না।

তাই কৈশোরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তারুণ্যে। তারুণ্যের ভিত্তি হল বিশ্বাত্মবোধ, একটা আত্মমহিমার বোধ। আত্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষ বা নারীই তরুণ-তরুণী। এই তারুণ্যকে অন্তরে সুস্থিত রেখে বাইরে তাকে কৈশোরের স্নিগ্ধতায় ফুটিয়ে তোলাই হল পুরুষার্থ।

সহজকে তোমরা এইভাবে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।

স্নেহাশিস নিও
অনির্বাণ

[১১৬]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
৫.৪.৭০

ব্যাপারটি বুঝতে পারলাম না। তোমার চিঠিটাও ঝাপসা। তবে সঙ্গের চিঠিখানায় ভদ্রমহিলা যা বলেছেন, তা খুব সঙ্গত কথা। যে কোনও বিবাদ মিটিয়ে ফেলাই ভাল। অন্তত মেটাবার সুযোগ এলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মাকে অনেক কিছু সইতে হয়। অন্তরকে যদি আকাশ করতে পার তাহলে কারও মানাপমান তোমায় স্পর্শ করবে না। ভগবানের উপর নির্ভরতা আসুক। আত্মাভিমানকে খুব উগ্র করে তুলো না।

বাইরের সংসার চলে দশের ইচ্ছার গুঁতোগুঁতিতে—সেখানে শান্তি নাই, কোনও সমস্যার স্থায়ী সমাধানও নাই। কিন্তু আমার অন্তরের সংসার আমার জীবনদেবতার হাতে। সেখানে যেন আমার আত্মসমর্পণ সার্থক হয়। আমি যেন সুখ দুঃখ, সুযোগ দুর্যোগ সব তাঁর দান বলে মাথায় তুলে নিতে পারি। শান্ত থেকো, ভাল থেকো।

স্নেহাশিস রইল
অনির্বাণ

[১১৭]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
১০.৪.৭০

গীতায় আছে আমাদের আদি অব্যক্ত, অন্তও অব্যক্ত—দুয়ের মধ্যে জীবন একটা ব্যক্তমধ্য পর্ব। যেমন vibgyor এর উভয় প্রান্তে infra-red আর ultra-violet—যেখানে আমাদের দৃষ্টি চলে না। সাংখ্য বলেছিলেন, তমঃ আর সত্ত্বের মধ্যে রজোগুণের কথা। দার্শনিক বলেন, জড়ের অন্ধতমিস্রা আর চৈতন্যের লোকোত্তর অবর্ণচ্ছটা, যার মধ্যে প্রাণের উর্ধ্বশিখা কাঁপতে-কাঁপতে এক অব্যক্ত হতে আরেক অব্যক্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। নীচেকার ওই অন্ধতমিস্রাই হল inconscient sunless night।[২] প্রাকৃত চেতনা সেখানে মূর্ছিত। তেমনি লোকোত্তর সম্পর্কেও প্রাকৃত চেতনা দৃষ্টিহারা। মানুষের মনশ্চেতনা দুয়ের মাঝামাঝি। কিন্তু সে অন্ধকার হতে আলোর অভিযাত্রী। মনের আলো একদিন নিষ্প্রভ হয়ে যায়—হয় মৃত্যুতে, নতুবা লোকোত্তরে উত্তরণে। শেষেরটাতে মন ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এবং জ্যোতির্ময় অব্যক্তের উপান্তে এসে পায় বোধির আলো, অতিমানসের আলো। তখন সূর্যোদয়ে শুকতারার মত তার আলোর মরণ ঘটে। এই হল জীবনের উত্তরায়ণের ইতিহাস।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১১৮]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
৪.৬.৭০

কোনও ভাবনাকেই ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী করে রেখো না. তোমরা যা ভাবছ, তখনই তা হচ্ছে। আর সে-হওয়ার আনন্দ ত্রিভুবনকে ছন্দে [illegible] দিচ্ছে। এমনি করে নিত্য বর্তমানে বাঁচ। বৈষ্ণব বলেছিলেন, স্বয়ং [illegible]

ধ্যেয়ম্'—ধ্যান করবে কৈশোরের। এই কৈশোর কিন্তু চিরন্তন—আদি অন্ত-হীন। সেখানে পৃথিবী আর দ্যুলোকের মিলন, বাস্তব আর স্বপ্নের মিলন—যেখানেই কৈশোর, সেখানেই নিত্যরাস। সেখানে সব ঋতুর সব কুসুমের শোভা—[১] এ কথা ভাগবত বলেছেন। সে-ফুল আকাশ-কুসুম। অর্থাৎ কিনা পৃথিবী অনির্বাণ আকাশের বুকে ফুল হয়ে ফুটেছে। প্রজ্ঞার কষিত-কাঞ্চনকে জড়িয়ে আছে প্রেমের মরকতদ্যুতি—পুরুষকে আবৃত করেছে নারী। তাদের 'এদেহে ওদেহে একহি রূপ।' আর তা-ই চিরকৈশোরের নিশানা। পৃথিবীতে আজও যা ফোটেনি, ওই কৈশোরের ছোঁয়ায় তা ফুটে উঠুক। ফোটার ভান করতে গিয়ে যা বুড়িয়ে গেছে তা নতুন করে জেগে উঠুক। এমনি করে আকাশকে আর পৃথিবীকে, দিনকে আর রাতকে, আগুনকে আর জ্যোছনাকে তোমরা মিলিয়ে দাও বিশ্বদেবতার দেউল-প্রাঙ্গণে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১১৯]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেন্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
৪.৬.৭০

তাঁকে বার বার মনে পড়াটাই তাঁকে পাওয়া। তাঁকে দেখতে নাই বা পেলাম, ভাবতে যে পারলাম, ভাবতে গিয়ে যে শিউরে উঠতে পারলাম, ভালবাসতে পারলাম, তাতেই আমাদের জীবনের পূর্ণতা। তাঁর পানে 'পথ চলাতেই আনন্দ।' বৈষ্ণব কবি স্বপ্নাভিসারে তাঁকে পেয়ে বলেছিলেন, 'তাঁর বিনা আমি আর কারও নই।' একথা যে বলতে পারল, সেই তো ধন্য। আমাকে তাঁর চাওয়া তো চিরকালের চাওয়া—সে চাওয়া আমার জীবনে তখনই সার্থক হয়, যখন পাই বা না-পাই, আমি তাঁকে চাইতে পারি।

সংসারে অশান্তি সর্বত্র—শান্তি কেবল অন্তর্মুখীনতায়, নিজের মধ্যে তলিয়ে যাওয়ায়। যেমন জাগ্রতের নানা কোলাহল আর চাঞ্চল্যের অবসান ঘটে নিদ্রায়, তেমনি তোমার সমস্ত জীবনের মূলে যে শান্তি ও শক্তির নির্ঝর রয়েছে, তাকে পেতে পার কেবল নিজের অন্তর-গহনে ডুব দিয়ে। কঠিন সাধনা, কিন্তু এ-ছাড়া আর পথ নাই। সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা যখন তোমার মধ্যে জেগেছে, তখন জেনো এবার তাঁর আসবার সময় হয়েছে। এখন সহস্র কাজের মধ্যেও তাঁর পায়ের ধ্বনির জন্য উৎকর্ণ হয়ে থেকো।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১২০]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩ সেন্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
২৬.৭.৭০

এবার একটু বিদেহভাবনার কথা বলি। আকাশ আর আলোর কথা। তোমার দেহ নাই, কোনও সীমিত আকৃতি নাই, আছে কেবল একটা সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম, সমস্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আণব-কেন্দ্র হতে শক্তির নিঃশব্দ বিচ্ছুরণ। শুদ্ধ বিচ্ছুরণ, অতএব আকার-প্রকারহীন অসীম একটা ব্যাপ্তি।

এই আকাশ, এই তুমি।

আর ওই আত্মকেন্দ্রে নিঃষুপ্ত তোমার শক্তি। তার কোনও রূপ নাই—আছে শুদ্ধ সত্তা। তোমার সত্তায় তার সত্তা। সে তোমার হওয়ার আনন্দ। প্রথমটাই সুষুপ্তি। যেন আকাশে অমানিশার নীরন্ধ্র অন্ধকার। নক্ষত্রের ঝিকিমিকিও নাই। ঋষির ভাষায় সে রাকা নয়—কুহু। সর্বার্থসাধিকা নয়, কিন্তু সর্বার্থের বিশ্রান্তি।

তুমি চেয়ে আছ। চোখ দিয়ে নয়—অনুভব দিয়ে। আকাশে শুদ্ধ প্রাণের স্পন্দ, যেন দুটি মিলিত নিশ্বাসে গভীর একটা স্পর্শময় ছন্দ।

ক্রমে আকাশ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ওই শূন্যতার কেন্দ্রে একটুখানি আলোর আভা—যেন অদৃশ্য প্রতিপদের দুর্লক্ষ্য আভার মত। আভা তরল হয়ে বাষ্পের মত ফুটতে লাগল—কলায়-কলায়। এল পঞ্চদশী তিথি। কুহু হল রাকা। তোমারই হিয়ার মধ্য হতে বাহির করে তুমি পেলে তোমার শক্তিকে, তোমার আনন্দকে, তোমার প্রেমকে।

তখনও কোনও আকৃতি নাই। শুদ্ধ একটি হৃদয়ের সঙ্গে সমব্যাপ্ত আরেকটি হৃদয়ের বিশ্রান্তি মহাশূন্যে। আকাশ কি নিঃসঙ্গ, না যুগনদ্ধ? তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আলো না কালো?[১]

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১২১]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩, সেন্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
২৭.১২.৭০

আসল কথাটা হল, প্রাকৃতকে অপ্রাকৃত আস্বাদনে রূপান্তরিত করা। প্রাকৃত নারীর প্রতি প্রাকৃত পুরুষের একটা মূঢ় আকর্ষণ আছে যা নারী দেহকে অবলম্বন করে যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। যন্ত্রকে রূপান্তরিত করতে হবে তন্ত্রে এবং মন্ত্রে অর্থাৎ প্রাণের উজ্জীবনে আর মনের উদ্দীপনে জড়দেহকেও চিন্ময় আনন্দের বাহন করতে হবে।

পুরুষ প্রথম তাকায় মেয়ের মুখের দিকে। সুন্দর মুখ ভাল লাগে। তার পর জাগে স্পর্শ কামনা। তার ফলে মন চলে যায় বুকের দিকে। স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতম হয়ে পুরুষকে রমণে প্রবৃত্ত করায়।

ব্যাপারটার মধ্যে স্পর্শসুখের একটা ক্রমিক তীব্রতা আছে। আর ওই তীব্রতা শেষ পর্যন্ত রমণসুখের টোপ গিলিয়ে জীবকে সৃষ্টিবিস্তারের কাজে লাগায়।

এখন ওই যে ক্রমতীব্র ভোগসুখ, ওকে রূপান্তরিত করতে হবে যোগানন্দে। তার সূত্র হল এইঃ

১) নারীর মধ্যে দেহ আর চৈতন্য একাকার। তার প্রতি অঙ্গ সহজিয়ার কাছে কমল, আর তান্ত্রিকের কাছে পুণ্যতীর্থ। মুখ কমল, হৃদয়ও তা-ই; বরাঙ্গও তা-ই। প্রথমে স্ত্রী-অঙ্গের ধ্যান করে ওইসব অঙ্গকে জীবদেহ না ভেবে জ্যোতির্ময় কমলের ভাবনা দ্বারা বাসিত করে নিতে হয়। জ্যোতির্ময় কমলের ভাবনায় স্পর্শযোগের রূপান্তর হয়—তখন অধর দিয়ে অধর স্পর্শ, কর দিয়ে হৃদয়স্পর্শ বা লিঙ্গ যোনিস্পর্শ—রূপান্তরিত হয় আলো দিয়ে আলোর স্পর্শে। একটি দেহের সমান্তরাল আরেকটি দেহ—কিন্তু দুটি দেহই আলোয় গড়া। কাজেই স্পর্শ রূপান্তরিত হয় নিবিড় সাযুজ্যে—একটুখানি আলতো ছোঁয়ায় যেন আকাশের আলোর সমুদ্র উথলে ওঠে।

এই জ্যোতির্ময় স্পর্শযোগের মধ্যে যে-ব্যাপ্তিচৈতন্য আছে তা-ই তখন প্রাকৃত স্পর্শকামনার অন্ধতীব্রতাকে যেন সুরের ঝংকারে রূপান্তরিত করে। চুম্বনে যে ব্যাপ্তি, তার চাইতে উদারতর ব্যাপ্তি হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে, আর আকাশের মত অনন্ত ব্যাপ্তি অচল শিবলিঙ্গ দিয়ে ব্রহ্মযোনির স্পর্শমাত্রে।

এই ব্যাপ্তির সাধনা পুরুষের। আর নারীর বেলায় অনুরূপ সাধনা হল বিগলিত হয়ে দ্রবীভূত হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ার।

তখন একটি দেহের মধ্যে আরেকটি দেহের অনুপ্রবেশ হয় আলোর মধ্যে আলোর অনুপ্রবেশের মত। প্রাকৃত রমণে লিঙ্গমাত্র যোনিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, আর এই দিব্যসম্প্রয়োগে একেবারে আলোতে-আলোতে মেশামেশি—যেন প্রতি রোমকূপে যোনি-লিঙ্গের যোগের মত আনন্দ। প্রাকৃত রমণ তখন অনাবশ্যক। আর তখনই প্রাকৃত রমণে যে-ধারা নিম্নগামী হয়ে যোনিসমুদ্রে হারিয়ে যেত, তা মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে উজান বইতে থাকে মাথার দিকে। ভাবিনী নারীর ধারা আগেই ঊর্ধ্বস্রোতা ছিল, এবার পুরুষের ধারাও উল্‌টে গেল—তখন 'দুই ধারা যদি একত্র থাকে, তবে না রসিক যুগলে দেখে।' তখন ধা-রা হয় রা-ধা।

বোধ হয় বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১২২]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩, সেন্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
১০.১.৭১

তোমাদের জীবন হৈমবতীর চরণস্পর্শে ধন্য হ'ক। জানি না এ-চিঠি সময়মত পাবে কি না।

তোমাদের চোখের সামনে নন্দা দেবী—হৈমবতীর আনন্দঘন কন্যাকুমারিকা বালিকা মূর্তি। যা আদি এবং অন্ত দুই-ই। ওই আনন্দকে হৃদয়ে বেঁধে আবার লোকালয়ে ফিরে এসো। তাঁর তুষারশুভ্রতা তোমাদের জীবনের চির-পাথেয় হ'ক।

তোমার মধ্যে কৈশোরের যে স্নিগ্ধতা আর মাধুরী রয়েছে, তাকে চির অম্লান রেখো। সবাই যে-পথে গড়িয়ে চলে, তোমরা সে-পথে না চলে উজান-পথে চলেছ। নিশ্চয় অনুভব করছ, আনন্দ আত্মার শান্তিতে—যা জ্যোতি

পুরুষের প্রজ্ঞায় আর নারীর প্রেমে। এ-দুটির কোনটাই ছোট-বড় নয়—আকাশ আর আলোর মত দুটিই সহজ। আর দুয়ের মিলনেই জীবনের পূর্ণতা। অন্তরের ঘট যদি ভরা থাকে, তা উপচে পড়বেই। তোমাদের মিলিত প্রাণের পূর্ণতা নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়বে সবার উপর। সেইখানে তোমরা সার্থক।

সেই তোমাদের বৃহৎ সংসার।

আজ যাই।

ভাল থেকো, আনন্দে থেকো!

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১২৩]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩, সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
১৭.১.৭১

এবার সম্প্রয়োগের চরম অনুভব সম্বন্ধে আরেকদিক হতে কয়েকটা কথা বলি।

একটা বড় সমস্যা হল রূপকে রসে উত্তীর্ণ করা। রূপ আর রস দুয়ের মধ্যে আছে ক্রিয়া। এই ক্রিয়া যদি নিম্নগা হয়—আর তা হয় রূপেরই আকর্ষণে, তাহলে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সে যেন একটা অন্ধকার সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া। কিন্তু উজানে আরেকটা সমুদ্র আছে আলোর। সে হল রসের সমুদ্র। তাতে ক্ষোভ নাই, আছে অনাহত নির্মল প্রসন্নতার একটা ব্যাপ্তি—তাকে বুঝি আনন্দও বলা চলে না। অনুভবের ব্যাপ্তি দিয়ে এই প্রসন্নতাকে অধিগত করে নিশ্চুপ হয়ে যেতে হবে। আর তখন আকাশে কমলের রূপ আপনি ছড়িয়ে পড়বে। তোমার কোনও কাজ নাই দেখে যাওয়া ছাড়া।

এই হল সূত্র। এবার ভাষ্যে আসি। রূপ নারীতে, রস পুরুষে। নারী-পুরুষের মিলনের সময় পুরুষ ঝোঁকে রূপের দিকে। রূপের বোঁটায় তার রসের ফুল ফোটে, কিন্তু ক্রিয়ার চাঞ্চল্যে রস গেঁজে ওঠে। যেমন নারীদেহের একটা ছবি—বিশেষ করে অংগ-প্রত্যংগের যেগুলি একটা তীব্রতার উন্মাদনা জাগায়। এই ছবিটাকে পুরুষ দূরে রেখে দেখতে চায় না, কাছে টেনে এনে ভোগ করতে চায়। সে-ভোগ একটা উত্তাল ক্রিয়া—যাতে ক্ষ্যাপামি আছে, কিন্তু সুস্পষ্ট কোনও লক্ষ্য নাই। রূপ তখন রসের ফুল ফুটিয়ে সমস্ত আকাশে মৃদুমন্দ সৌরভ ছড়ায় না—জাগায় একটা উন্মথন চাঞ্চল্য। এটাকে রূপান্তরিত করতে হবে।

কি করে করা যাবে? এখানে নারীই পুরুষের গুরু। আগেও তোমায় বলেছি, পুরুষের আনন্দের উদ্দীপন বিভাব (exciting cause) হল রূপ, আর নারীতে রূপ নয়, স্পর্শ হচ্ছে উদ্দীপনের কারণ, যার মধ্যে ফুলের দল মেলার মত একটা মুগ্ধ শিহরণ আছে। ধর, নারীর অংগ। পুরুষ তা দেখেই পাগল হয়ে ওঠে—যার জন্য দুনিয়া জুড়ে nudism এর এত মাতামাতি। কিন্তু সেই অংগই নারীর মধ্যে কোনও রূপোল্লাস জাগায় না—শুধু একটা অস্ফুট স্পর্শের রোমাঞ্চের আভাস জাগিয়ে তাকে বিবশ করে। নারী যেখানে বিবশ, পুরুষ সেখানে উদ্দণ্ড এবং উদ্দাম। দুয়ের মধ্যে এই অনৈক্য ঘোচাতে হবে। নারীচিত্তের স্পর্শমধুরিমা কি করে একটি কমল কলির আকারে ফুটে ওঠে, গভীর অনুধ্যানের দ্বারা তা আবিষ্কার করতে হবে, তাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে।

এইখানে আকাশভাবনার সার্থকতা। প্রথম আকাশের অন্ধকার—যা রাতের শেষে একটা গভীর স্তব্ধতায় সান্দ্র হয়ে থাকে। তার উপর ধীরে-ধীরে রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়ে—সে যেন তারই হৃদয় সমুদ্রের অতল হতে জেগে ওঠা কামনার অস্ফুট কমলকলি। এই কমলিনীই হৃদয়ানন্দদায়িনী কিশোরী যার সত্তা যোগস্থ পুরুষের প্রসন্নচিত্তের একটা আনন্দচ্ছটা মাত্র—আর যা বাইরে রূপ ধরে বালিকা বধূর নির্মোহ মধুর ভালবাসায়। সেই ভালবাসাতেই রূপ হয় রস। সেই রস থেকে আসে সামরস্য।

যাই।
স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১২৪]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩, সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
২৪.১.৭১

...সংসারের কর্তব্য সব চাইতে বড়। ছুটি থাকে জীবনের গোড়ায়—আর জীবনের শেষে। তাও সবার থাকে না। কর্মের ভিতর দিয়েই আমাদের বড় হতে হবে।

তুমি জ্ঞান আর বিদ্যায় গোলমাল করে ফেলেছ। জ্ঞান বলতে বোঝায় নিজেকে জানা আর ঈশ্বরকে জানা। বিদ্যা বলতে বোঝায় বাইরের জগৎকে জানা। ঈশ্বরকে জানা যায় ভালবাসার দ্বারা, নিজেকে জানা যায় ধ্যানের দ্বারা। সুতরাং প্রেম আর জ্ঞান কখনও আলাদা হতে পারে না। সারদাদেবীর প্রেম ছিল, জ্ঞান ছিল না—এটা কি কখনও হয়? রামকৃষ্ণদেবের জ্ঞান ছিল, প্রেম ছিল না, তাও কি হয়? বিবেকানন্দ আর নিবেদিতার বিদ্যা ছিল, রামকৃষ্ণ আর সারদাদেবীর চাইতে বেশী—কিন্তু তাঁদের চাইতে তাঁরা বেশী প্রেমিক বা বেশী জ্ঞানী কি? বিদ্যায় জ্ঞান বা প্রেম কোনটাই বাড়ে না। বিদ্যা জ্ঞানের একটা অলঙ্কার মাত্র।

তুমি বিদ্যা অর্জন করবে—তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। এতদিন পরে যদি কলেজে পড়বার সুযোগ না পাও, বাড়িতে বসে বিদ্যার অনুশীলন করতে স্বচ্ছন্দে পার। আজকাল বিদ্যা বাড়ানোর কত উপায় বেরিয়েছে। পরীক্ষা পাশ করলে চাপে পড়ে যতটুকু বিদ্যা হয়, তার চাইতে বেশী বিদ্যা হতে পারে আরও অল্প সময়ে—যদি নিয়মমত পড়াশোনা করতে পার।

বৃহৎ সংসারের কথা বলেছিলাম, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা সার্থক হয় সন্তানের উপর পড়লে। তোমাদের সন্তান নাই—সে-পথও তোমরা ধর নি। সুতরাং রামকৃষ্ণ-সারদার মত তোমরা বিশ্বের জনক-জননী হও, সে পুরুষ, জ্ঞানে সে রামকৃষ্ণ হ'ক, তুমি মেয়ে, প্রেমে সারদা হও—আর বিশ্বজগৎ তোমাদের সন্তান হ'ক। পরস্পরের কাছে তোমরা কিশোর-কিশোরী—কিন্তু জগতের কাছে উমা-মহেশ্বরের মত বিশ্বপিতা ও বিশ্বমাতা, জগৎ তোমাদের বৃহৎ সংসার—এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম।

স্নেহাশিস রইল।
অনির্বাণ

[১২৫]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩, সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
৩১.১.৭১

তোমার চিঠিখানা পেয়ে খুব খুশী হলাম—তোমার চিন্তার স্বচ্ছতা এবং প্রকাশের সামর্থ্যের পরিচয় পেয়ে। এটা তোমার সাধনার ফল—যা ভিতরটা খুলে দিয়েছে। আজ সরস্বতী পূজার দিনে আশীর্বাদ করছি, তোমরা দুজন জীবনে সার্থক হও, আমার একটা স্বপ্নকে রূপ দাও। তাকে ছেড়ে যে তুমি থাকতে পার না—সেটা তো অস্বাভাবিক বা অন্যায় কিছু নয়। পাওয়াকে ভিতরে-বাইরে পূর্ণ করে তোল, তাহলে বাইরের বিচ্ছেদও হাজার বেদনা সত্ত্বেও অমৃত ক্ষরণ করবে।

লোকে তোমাদের ভাব বুঝবে না। ওদের ছোট মন, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে জীবনের গূঢ় রহস্যের কোনও সন্ধানই তো পায় না। ওদের কথায় কান দিও না। ঠাকুর বলতেন, 'লোক না পোক'। ওরা যা খুশি বলুক, তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে অবিচলিত থাক।

বিয়ের পর মেয়েরা আমাদের দেশে পড়া-শুনার সময় করে উঠতে পারে না—এটা দেখেছি। আমরা এখনও সেই মধ্যযুগীয় পশুজীবনই যাপন করছি—খাওয়া-শোওয়া আর আড্ডা দেওয়া ছাড়া জীবনের কিছুই বুঝি না। সংসারটাকে সরল করলে কত সময় পাওয়া যায়। কিন্তু দশের সংসার, সেজন্য সব সময় তা হয়ে ওঠে না। কিন্তু ওরই মধ্যে চেষ্টা করে যেতে হবে—যাতে প্রতিদিন অন্তত একঘণ্টা দুঘণ্টা পড়াশোনার সময় করে নিতে পার। যদি সবসময় অন্তর্মুখ থাক, একটা ভাবে ডুবে থাক, কাজকর্ম সব গুছিয়ে কর, তাহলে চিত্তে শক্তি জাগবে, সে-শক্তি ক্রমে অক্লান্ত হবে। বিক্ষেপে আমাদের মন ক্লান্ত হয় আগে, তার পর সেই ক্লান্তি নেমে আসে শরীরে। মনকে শান্ত এবং যোগস্থ রাখতে পারলে অত ক্লান্তি আসবে না—তখন পড়াশোনার জন্যও সময় করে নিতে পারবে।

আর কোনও বিশিষ্ট পরীক্ষার জন্য তৈরী না হয়ে সাধারণভাবে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা কর। যে-বিষয় তোমার ভাল লাগে, সে-বিষয়ে B.A standard পর্যন্ত

আগে ঘরেই তৈরী হয়ে যাও। কিছু ইংরেজী পড়। এমনি করে ধীরে-ধীরে নিজেকে প্রস্তুত কর।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১২৬]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩, সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
২৮.৩.৭১

......তোমাদের মধ্যে একেক সময় এমন একেকটি মুহূর্ত আসুক, যখন অন্তর শূন্য, ভোর হওয়ার আগেকার আকাশের মত স্তব্ধ এবং নির্বর্ণ। তার মধ্যে শুদ্ধ অতিনিশ্চিতের একটা নিশ্চুপ প্রতীক্ষা—যার কোনও আকার-প্রকার মধ্যে শুদ্ধ অতিনিশ্চিতের একটা নিশ্চুপ প্রতীক্ষা—যার কোনও আকার-প্রকার নাই। কোনও অস্বস্তিও নাই।

কালের গতি ক্রমে মন্থর হয়ে আসে। মন তলিয়ে যায় মহাশূন্যে। অথচ থমথমে সেই আকাশ যেন এক অবর্ণনীয় পূর্ণতায় রোমাঞ্চিত। ধীরে-ধীরে সে-রোমাঞ্চ আলোর অরোরা হয়ে ফোটে। অস্তিত্বের আদিগন্ত একটা পদ্ম-রাগ মসৃণতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তার মধ্যে ফোটে অনঙ্গরেখার মায়ায় এক অরূপ রূপায়ণের চিত্রকল্প। এক সেখানে দুই, আবার দুই সেখানে এক। আকাশে-আকাশে আর অণুতে-অণুতে অন্যোন্যসম্পৃক্ত এক দিব্য সম্পরিষ্বঙ্গের নিবিড়তা। তুমি বৃহৎ, তোমার শক্তি বৃহতী। তোমার অহনা শক্তি, তুমি অহনার মহিমা।

দুয়ের মধ্যে বিশ্বের ফুট্‌ ফুটছে আর ভাঙছে।

এই বৃহৎ তোমাদের আত্মাকে আবিষ্ট রাখুক।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১২৭]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩, সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা-৩২
২৮.৩.৭১

তোমার চিঠি পেলাম। অনেকদিন তুমিও লেখনি, তাই আমিও লিখিনি। কেউ বাজালে তবে আমি বাজি—নইলে আমি শূন্যকুম্ভ।

তবে কথার চাইতে ভাব বড়। কথা যদি বড় হয়ে ভাবকে ঢেকে দেয়, তার মত দুর্দৈব আর নাই। আর একটি ভাবের স্ফুলিঙ্গ স্তূপাকার কথাকে আগুন করে তুলতে পারে। তখন 'যা অল্প, তাই ভূমা'।

জীবনের সার্থক দুটি একটি মুহূর্ত তোমার ভাবনায় ভূমার মহিমা লাভ করুক।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১২৮]

ওঁ

হৈমবতী
৯/২, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯
২.৫.৭১

তুমি স্বচ্ছন্দে আমাকে যখন ইচ্ছা চিঠি লিখতে পার। আমি আজকাল মাসে দু'দিন করে সবার চিঠির জবাব দিই—দ্বিতীয় আর চতুর্থ রবিবার। সেইভাবে তুমিও জবাব পাবে। চিঠি পড়ে মনে হল, ভাব আর ভাবনার দিক দিয়ে তুমি বেশ এগিয়ে যাচ্ছ। এটা ভাল লাগল।

মাঝে-মাঝে বেরিয়ে পড়তে পারলে ভাল। হিমালয় তো দিল্লীর কাছে [illegible] হরিদ্বার বা দেরাদুন যদি দুজনে অন্ততঃ সপ্তাহখানেকও বেড়িয়ে [illegible] পার, অনেক প্রেরণা পাবে। হিমালয়ের সত্যি তুলনা হয় না।

একটু-একটু পড়াশোনা করছ জেনে খুশী হলাম। [illegible] জ্ঞানার্জনের অভ্যাসে পরিণত কর—পরীক্ষা দেওয়া [illegible]

স্বাধীনভাবে যে-বিষয়ে আগ্রহ জাগে, তা-ই নিয়ে কিছু পড়াশোনা করলে, মন প্রশস্ত আর মুক্ত হবে।

ধ্যানের সময় যে-সমস্ত অনুভূতি আসবে, তারা অকেজো নয়। কিন্তু সমস্ত অনুভূতিই তুমি নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করো, কোনও অনুভূতিকে নিজের চেষ্টায় ফিরিয়ে আনতে যেও না—আপনা হতে তাদের আসতে দিও। সব অনুভূতির চরম সার্থকতা যে চিত্তের প্রসন্ন-জ্যোতির্ময় বিস্তারে—এই কথাটি মনে রেখো।

হৃদয়ে বিশ্বযোগ, আর ভ্রূমধ্যে বিশ্বাতীতের যোগ। এ-দুটি এখন যখন সহজে আসছে, ভালই। এতে বিশ্বের ঊর্ধ্বে থেকে বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বার ভাবটি আসবে—যেমন সূর্যের ভাব, সূর্য-যোষা সাবিত্রীর ভাব। এই ভাব আরও প্রতিষ্ঠিত হলে, আপনি সুষুম্ণার গভীরে (মেরুদণ্ডের মধ্যে) তলিয়ে যাবার ভাবটা এসে যাবে। তখন এই দেহটাকেই এক অপরূপ অমৃত আনন্দে সুস্বাদু বলে মনে হবে—দেহকে মনে হবে যেন আত্মার ঘনীভূত বিগ্রহ।

মায়ের মনের পরিপূর্ণতা পেয়েছ, এও খুব ভাল কথা। সমস্তটা জগৎই তো তোমার সন্তান, তুমি সারদার মত হবে—এই আশাই করব।

ধ্যানের মধ্যে যা গভীরভাবে পাও, বাইরে এলে তা প্রথমটা মিলিয়ে যাবে, কিন্তু তার অলক্ষ্য প্রভাব একটা থাকবেই। ক্রমে বাহির-ভিতর একাকার হয়ে যাবে। তবে কোনও অবস্থাই একান্তভাবে আঁকড়ে থাকতে চেও না। বন্যার জলের মত ভাব আসবে যাবে, কিন্তু মনের তলায় তার পলি পড়ে একটি চিন্ময় সত্তা গড়ে তুলবে—এই হল আসল কথা।

তুমি মেয়ে বলে পূর্ণতা হতে শূন্যতার অনুভব পাও। তেমনি ছেলেরা শূন্যতার মধ্যে পূর্ণতার অনুভব পায়। কিন্তু আসলে ছেলে আর মেয়ে যেন হাতের এপিঠ আর ওপিঠ। ক্রমে নিবিড় ভালবাসায় দুটিতে একাকার হয়ে যায়। তখন 'Each is Both.'

আমি যে কথাটা লিখেছিলাম, সেটা অমানবভূমির কথা। আমরা যত উঁচুতে উঠি না কেন, খানিকটা মানুষের মত চাওয়া আমাদের মধ্যে থাকেই। সেটা কেটে যাওয়া দরকার। তখন পূর্ণতা আমরা চেষ্টা করে পাই না সে এসে আমাদের আপ্লুত করে। এটা চেষ্টায় হয় না, আপনি হয়। অবস্থাটা তোমাদের আসতে পারে বলে আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলাম।

পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে আস্বাদন করে পূর্ণ হও।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১২৯]

ওঁ

হৈমবতী
৯/২, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯
৬.৬.৭১

তোমার চিঠি পেলাম। তুমি সোমবার কর—এটা বেশ ভাল। সপ্তাহের একটা দিন নিয়ম করে নিজেকে বেঁধে রাখলে মনে শক্তি বাড়ে, মন পবিত্র ও আলোময় হয়।

তোমার অনুভবগুলি সুন্দর। ভ্রূমধ্য আর হৃদয়ের অনুভবে একটু তফাৎ তো হবেই। হৃদয়ে প্রেম আর ভ্রূমধ্যে প্রজ্ঞা—এই হল দস্তুর। আর ভ্রূমধ্যের উজানে মহাশূন্য—সেটা প্রলয়ের ছবি। প্রলয়ে সব একাকার হয়ে গেল, কিন্তু তখনও সেই একের মধ্যে দুই আছে—পরস্পরের মধ্যে নিবিড়ভাবে মিশে গিয়ে আছে। আর সেই দুই হল শিব-সতী। ওই নিত্য শিবসতী জগৎজোড়া অগণিত যুগলের সৃষ্টি করে চলেছেন। সুতরাং দুই বলতে তো শুধু তোমাদের বোঝায় না, তারা তখন শিবসতীতে রূপান্তরিত। জগতে তাদেরই অনন্ত যুগ্ম প্রতিরূপ। এ ভাবে উদারতাই আছে, সংকীর্ণতা তো নাই।

ভ্রূমধ্যের অনুভবে আত্মানুভব গাঢ় হয়—আত্মচৈতন্য একটা বিন্দুতে গুটিয়ে আসে। কিন্তু চৈতন্য বা আলোর বিন্দু কেবল গুটিয়েই থাকে না, দীপের শিখা হতে যেমন আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনিই আত্মচৈতন্য বিস্ফারিত হয় বিশ্বচৈতন্যে। তাই তুমি ভ্রূমধ্যে সমুদ্র দেখ। সমুদ্র প্রাণের বা শক্তির প্রতীক। ওই প্রাণ প্রজ্ঞায় বিধৃত। আর প্রজ্ঞার প্রতীক হল চক্ষু। সে চক্ষু শিবের হতে পারে, সতীর হতে পারে আবার শিব-সতী দুয়েরই মিলিত চোখ হতে পারে—যেমন বিয়ের সময়ে শুভদৃষ্টি, অথচ দুই তলিয়ে যেতে পারে এক অনির্বচনীয় শূন্যতায়, তখন কার চোখ তা বলা যায় না। আবার সেই চোখের মধ্যে যে দৃষ্টি, যেন চৈতন্যের রশ্মিজাল, তা থেকেই অগণিত জীবের সৃষ্টি হয়েছে—সূর্য থেকে আলোর রশ্মি যেমন ঠিকরে পড়ে তেমনি করে। সেগুলি ওই ভ্রূমধ্যবিন্দুতে গুটিয়ে আসছে আবার ছড়িয়ে পড়ছে। এমনি করে সৃষ্টির লীলাই তুমি দেখতে পাও।

দেখে যাও, কিন্তু আসক্ত হয়ো না। কেবল এইটুকু লক্ষ রেখো—[illegible] ভালো লাগছে। ভিতরটা স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। ফাঁকাও হয়ে যাচ্ছে। [illegible]

[১৩১]

ওঁ

হৈমবতী
৯/২, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯
১৬.৭.৭১

তোমার দেখা স্বপ্নটি অদ্ভুত। পড়ে অবাক হয়ে ভাবছি, আমি তোমাদের এসব কথা বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না—অথচ কি করে তুমি আমার অন্তরের একটা গভীর অনুভবের এমন সুস্পষ্ট সাক্ষাৎকার পেলে।

সত্যি, তুমি যাঁদের দেখেছ, তাঁরা নিমাই আর বিষ্ণুপ্রিয়া নন, নিমাই আর লক্ষ্মী। এ কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব স্বীকার করবেন না জানি, কিন্তু আমার অনুভবকে মিথ্যা বলি কি করে?

জান তো, সেই কোন্ যুগে ৫০০ বছর আগে নিমাই আর লক্ষ্মী পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। তারপর সেই কিশোরীর ভালবাসায় নিমাই এর জীবনে নামল একটা নতুন আলোর বন্যা। কিন্তু লক্ষ্মীকে হারাতে হল। একমাত্র বৃন্দাবনদাস বলেছিলেন, লক্ষ্মীর মরণ সাপের কামড়ে হয়নি—হয়েছে নিমাইয়ের বিরহে। লক্ষ্মীকে ছেড়ে যাবার আগের রাতে নিমাই তাকে তার গলার পৈতা পরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—যা কেউ করে না। লক্ষ্মীর জন্য অর্থ উপার্জন করতেই তার বিদেশে যাওরা। ফিরে এসে লক্ষ্মীকে আর সে পেল না। তার চলে যাওরার খবর শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে গেল, আর কোনও দিন কারও কাছে লক্ষ্মীর কথা সে বলেনি।

কিন্তু সেই আঘাতে নিমাই পাগল হয়ে গেল। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সে অনুভব করল কিশোরীর প্রেমের অনির্বচনীয়তা। নিরন্তর কিশোরীর ধ্যান করতে-করতে সে কিশোরী হয়ে গেল—সে ঘর ছাড়ল, বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়ল। আমরা পেলাম চৈতন্য মহাপ্রভুকে।

এই চৈতন্য কিশোরী প্রেমের বন্যায় বাংলা ভাসিয়ে দিলেন। চারশ' বছর ধরে বাংলায় সে প্লাবন ছিল জীবন্ত আর খরস্রোতা। নিমাই এর সন্ন্যাস জীবনে তিনি লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত, রাধা হয়ে কিশোরীর ভালবাসার রহস্য আস্বাদন করা তাঁর তপস্যা।

অতএব নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া নয়, নিমাই-লক্ষ্মীই চৈতন্যলীলার মর্মসত্য। তুমি ভাগ্যবতী যে তাঁদের দর্শন পেয়েছ।

লক্ষ্মীর ভালবাসায় মিলনের দিক, আর বিষ্ণুপ্রিয়ায় বিরহের দিক। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর ছায়া। দুয়ে মিলে কিশোরী-প্রেমের পূর্ণতা। আর এই পূর্ণতাই তোমাদের জীবনাদর্শ।[১]

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১৩২]

ওঁ

হৈমবতী
৯/৩, সেণ্ট্রাল পার্ক, কলিকাতা৩২
৭.১.৭২

আমি বাড়ী বদল করছি। নতুন ঠিকানা, 9/2, Fern Rd., Cal.-19.

কুণ্ডলিনী জাগরণ আর ভাবদেহ লাভ একই কথা। মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে নাড়ীস্রোতের উজান বওরা তার একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যেমন দীপের শিখা কেন্দ্রে থেকে চারদিকে আলো ছড়ায়, আবার এও বলা চলে, চারদিকের আলো যেন জমাট বাঁধে কেন্দ্রের শিখায়, তেমনি প্রেমযোগে সমস্ত দেহ যখন 'ভাবে গরগর' হয়, তখন তাকেই কুণ্ডলিনী জাগরণ বলা চলে। তখন একটু নিবিড় অভিধ্যানের ফলে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে সুষুম্ণ স্রোত উজান বইছে—এটা স্পষ্ট অনুভব করা যায়, এর জন্য আলাদা করে হঠযোগের প্রণালী অনুসরণ করবার কোনও প্রয়োজন নাই। আসলে মন দিয়ে যে-ভাব অনুভব করি, নাড়ীতন্ত্র আর দেহ দিয়েও তাকে অনুভব করাকে কুণ্ডলিনী জাগরণ বলে। আর প্রেমযোগের সাধনার ফল হল দেহকেও চিন্ময়রূপে অনুভব করা।

একটু যদি মনটাকে গভীরে তলিয়ে দিয়ে একটা ভাবনার স্রোতকে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা যায় অর্থাৎ spinally conscious থাকা যায় তা হলে প্রেমযোগের সাধনা সহজ হয়। তখন ওই সূক্ষ্ম ভাবতরঙ্গেই দিব্য ইন্দ্রিয়বৃত্তির একটা চরিতার্থতা ঘটে। সব স্পর্শ তখন মধুর এবং অনন্ত-সমাপন্ন (Expanding into the Infinite) হয়ে ওঠে।

এমনি করে তোমরা ভাবতনু লাভ কর, 'ভাবিনীর ভাবের দেহাকে অনুভব কর' এই আশীর্বাদ করি।

স্নেহাশিস নিও। ...ও-কে দিও।
অনির্বাণ।

[১৩৩]

ওঁ

হৈমবতী
৯/২, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯
১৪.১.৭২

'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্।' নারী সেই চিরকিশোরী, আর যে অজর অমৃত প্রজ্ঞান সেই কৈশোরের আশ্রয়, তা পুরুষের স্বধর্ম। কিন্তু এ দুটি অন্যোন্য-বিরোধী নয়, অন্যোন্যসম্পৃক্ত। তাতেই সামরস্যের আনন্দ, আর অস্তিত্বের সার্থকতা।

অন্তরে যতই ডুববে, জগৎ ভুলে তলিয়ে যাবে, ততই দ্যুলোকের আলোয় চোখের দৃষ্টি শিবদৃষ্টি হয়ে যাবে। নিজেদের তখন পরমপুরুষ ও পরমা-প্রকৃতি বলে অনুভব করবে। এই অনুভবে ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীতে একের যে ত্রিবিধ প্রকাশ তা তোমাদের অনুভবে এবং জীবনে উপচে পড়বে।

তোমরা যে চিরকৈশোরের সাধনা করছ, তা বাংলার মর্মসত্য, আর রবীন্দ্র-নাথ তার মুখ্য দিশারী। তাই তাঁর গান এমন করে তোমার মন টানে। আমারও আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীত আশ্চর্যরকম ভাল লাগে।

আশীর্বাদ করি, তোমাদের সাধনা চিরকিশোরের অমৃতলোকে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করুক। এর চাইতে বড় সার্থকতা আর কি আছে!

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১৩৪]

ওঁ

হৈমবতী
৯/২, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯
২.৬.৭৪

সহজিয়া বলেছিলেন,

বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস,
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ।

কিশোরীর ভালবাসা 'রতি'—যাতে সমস্ত সত্তা প্রিয়জন স্পর্শে [illegible]

আর কিশোরের ভালবাসা 'রস'—সে ওই রতিতে নন্দিত। অথচ অক্ষুব্ধ স্থিরমানস। কিশোরীর কামগন্ধহীন প্রেমকে যিনি তটস্থ থেকে আস্বাদন করতে পারেন, তিনিই চিরকিশোর পুরুষোত্তম।

এই প্রেমের আগুন তোমাদের উচ্ছ্বলিত, উদ্ভাসিত করুক—"like two houses caught by the same fire" (Sri Aurobinda)।

'কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন, কিশোরী গলার হার'—চিরকিশোরের ভালবাসার এই স্বীকৃতিতে কিশোরীর হৃদয়ে যে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে ওঠে, তার আলো আনন্দ আর শক্তিই অস্তিত্বের পরম সত্য।

তোমাদের আনন্দ অমৃতবর্ণ হ'ক। শৈশবের সরলতা, কৈশোরের মাধুর্য এবং যৌবনের বীর্য—এই তিনের সমন্বয়ে ব্রহ্মের আনন্দ তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ক।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১৩৫]

ওঁ

হৈমবতী
৯/২, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯
৫.১.৭৫

১লা জানুআরি তোমার নববর্ষের দান কম্বলখানা আর টাকা পেলাম। International New Year উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির কাছাকাছি—তখন থেকে আলোর জয়ন্তী। সেই আলো যেন তোমাদের জীবনকে উজ্জ্বল ও মধুর করে।

আমার অবস্থা একই রকম চলছে—বাইরে শীত আর অন্তরে বসন্ত। ...দিনের রোদে গরু চরানো, আর রাতের জ্যোছনায় হাত ধরা-ধরি করে নাচা—চিরকৈশোরের এই হুল্লোড় চলছে জীবনের সদরে-অন্তরে। বেশ লাগে। বসন্তকাল এখানে দিকে-দিকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। মনটা তাতে

পলাশরাঙা হয়ে আছে। এই অনুরাগের আগুন কিশোর-কিশোরীর হৃদয়ে। কিন্তু তা যুগপৎ কোটিসূর্যসমপ্রভ অথচ কোটিচন্দ্রসুশীতল।

তোমাদের অনুরাগকে বন্দনা করি।

একবার এদিকে আসবে না কি?......

স্নেহাশিস রইল।
অনির্বাণ

[১৩৬]

ওঁ

হৈমবতী
৯/২, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯
১৫.৮.৭৩

তোমরা আনন্দে আছ জেনে খুসী হলাম। পূজার সময় কলকাতা এলে আশা করি দেখা হবে।

আমার শরীরের অবস্থা একই রকম। ঝুলনের সুর লেগেছে এখন জীবনে।

'মরণ-দোলায় ধরি রশিগাছি,
বসেছি দুজনে বড় কাছাকাছি—
এবার দে দোল দোল।'

(ঝুলন, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

জীবনের শেষে যা পরম লাভ, তা হল প্রজ্ঞা আর প্রেম। দুটিতে একটি অনাদি-মিথুন। সেই যুগলের আনন্দ তোমাদের নন্দিত রাখুক।

বাইরে কোনও উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না—তার জন্য আমার মাথাব্যথাও নাই। নদী সমুদ্রে পড়বার আগে মন্থর আর বিশাল হয়ে যায়। তারপর চিরকৈশোরের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত মহাসমুদ্রে চৈতন্যের অবগাহন, এই জীবের নিয়তি।

আকাশের সঙ্গে সমুদ্রের মিলন, যেমন পুরুষ আর প্রকৃতির মিলন, আকাশ আর তুষারপর্বতের মিলনও তা-ই। সমুদ্র প্রকৃতির হৃদয়, আকাশের স্তব্ধ মহিমার দিকে চেয়ে-চেয়ে প্রেমে উদ্বেল, আর তুষার-পর্বতে সে সেই মহিমাতেই সমাহিত শান্ত শুভ্র যোগিনী। একটিতে তার প্রেমের, আরেকটিতে প্রজ্ঞার প্রকাশ। দুই-ই 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতমের' উপাসনা।

নরনারী যদি এইভাবে উদ্বুদ্ধ থাকে, তাহলে নীড়ও আকাশ হয়ে ওঠে। আনন্দই জীবনের আদি-মধ্য এবং অন্ত। দুঃখ যেন সমুদ্রের বুকে একটা সাময়িক আন্দোলন, তাও আনন্দেরই সুরে গাঁথা।

শরীরটা বিছানায় পড়ে আছে, কিন্তু মনটা তো নাই। সে তোমাদের প্রীতি সেই একভাবেই আছে, যখন শরীরটা সচল ছিল। জীবনের আসল লক্ষ্য হল, তাঁকে হৃদয়ভরে পাওয়া। তোমরা পরস্পরের মধ্যে তাঁর প্রজ্ঞা ও আনন্দকে অখণ্ডরূপে উপলব্ধি করলেই আমি ধন্য। তোমরা চিরকৈশোরের জ্যোৎস্নায় নন্দিত থাক—এই প্রার্থনা করি।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১৩৭]

ওঁ

হৈমবতী
৯/২, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯
১৪.৩.৭৩

আশা ছিল—তোমরা আরেকদিন আসবে, যাক এবার তোমাদের দেখে বড় আনন্দ পেলাম। তোমরা আমার বিদায়বেলায় বেলাশেষের অনুরাগ।

'তোমরা দুজনে এসেছ ভাসিয়া
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের উৎস হতে'—

এই জীবনের সত্য ও জগতের সত্য। তোমরা দুটি যেন আমার স্বপ্নের মালঞ্চে এক বোঁটায় দুটি ফুল।

এই অনুরাগ একদিন বাংলার চিত্তকে রাঙিয়ে দিয়েছিল, আজও তা তেমনি অম্লান আছে—তোমাদের জীবন তার সাক্ষী। গোস্বামীপাদ বলেছিলেন, 'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্'—ধ্যান করবে ঐ কিশোর বয়সের। পদাবলীকার বল্লেন—'কিশোরী ভজন কিশোরী পুজন কিশোরী গলার হার।' ভজন মানেই পুজন। তাইতে গলার ফাঁস গলায় মালতীর মালা হয়ে দোলে।

বিশ্বময় অনুভব করছি কিশোর-কিশোরীর বিলাস-বিবর্ত। জীবনমরণ তার মধ্যে চুনি-পান্নার মত দুলছে।

চিরকিশোরের লীলায়ন তোমাদের জীবনে মূর্ত হ'ক।

ভাল আছি বলতে হবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

[১৩৮]

ওঁ

৯/২, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯
১.১২.৭৪

তোমরা পুজার সময়ে কলকাতা আসতে পার শুনে খুসী হলাম। আমার অবস্থা একই রকম চলছে। বাউলের কথাই মনে পড়েঃ

অন্তরে-বাহিরে প্রেম
প্রেম ঘরে-ঘরে।
ভোগে প্রেম যোগে প্রেম
রোগে প্রেম ঝরে॥

জেনো উত্তরণের শেষ নাই। সত্তার গভীরে একটা বজ্রশক্তি স্তব্ধ হয়ে আছে। তার প্রবেগে চেতনা উত্তরণের পথে রকেটের মত উজিয়ে চলছে। এর কি শেষ আছে? শেষের পরেও থাকে অশেষের হাতছানি। অতএব তোমরা থেমো না। পথের ধারে কোথাও বাসা বেঁধো না—হাত ধরাধরি করে চল—কেবল চল—'চরৈব'।

প্রেম তোমাদের পাথেয়, প্রেমই অমৃত।

আজ রাসপুর্ণিমা—বিশ্বভুবন জুড়ে কিশোর-কিশোরীর নিত্য অনুরাগের লীলাবিলাস।

তোমরা তার গভীরে ডুবে যাও।

পুরুষের আনন্দই প্রকৃতিতে ফোটে ভালবাসা হয়ে। দুই এর মধ্যে বইতে থাকে সহজের উজানধারা, এই উজানধারায় ভেসে চলাই জীবনের পরমার্থ।

চিরকিশোরের মলয় হিল্লোলে দেহ-মন যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে, সত্যি, বৈষ্ণব কবি ঠিক বলেছিলেন, 'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্।' এ কথা তোমাদের জীবনে সত্য হ'ক। দুটি কৈশোরের সন্ধান পাই আমরা সাধনশাস্ত্রে। উপনিষদে

নচিকেতার আর ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর—এ হল পুরুষের দিক থেকে। আর নারীর দিক থেকে রাধার চিরকৈশোর। দুয়ের মধ্যেই জীবন-মরণের ভেদ ঘুচে গেছে প্রজ্ঞা আর প্রেমের উন্মেষে। তোমাদেরও যেন তা-ই হয়।

স্নেহাশিস

অনির্বাণ

প্রশ্নঃ যে ব্রহ্মচর্য আশ্রম গার্হস্থ্য জীবনের ভিত্তি সেইটিতে প্রতিষ্ঠিত হলেই হয়।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আপনি জীবনের পর্বে পর্বে শিবের তপঃশক্তির উদ্বোধন চেয়েছেন—তা ভাবতে শিহরণ লাগে। বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাসনার একটি প্রবল বন্যা বয়ে চলেছে। আপনি নচিকেতার কিশোরচেতনা দিয়ে আত্ম-চৈতন্যের জাগরণ, শিবের তপস্যা, কিশোর কৃষ্ণের অনাসক্তির কথা লিখেছেন—কিন্তু শক্তিসাধনার কথা কিছু লেখেননি।

উত্তরঃ তাইতে বলি, ভুক্তবৈরাগ্যের পথ ধর। আত্মশক্তির সাধনায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে। আবার প্রেমের সাধনা নারীকে নিয়ে। সেও শক্তিসাধনা।

প্রশ্নঃ যেমন বিবেকানন্দ লিখেছেন—"যদি শুদ্ধ ভালবাসা চাও, পরম জ্ঞান চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।" আপনার চিঠির মাধ্যমে এই ভক্তির দিকটা, করুণার ছবিটা পেলে ভাল হয়।

উত্তরঃ যা প্রশ্ন করেছ তারই জবাব দিয়েছি। তবে তোমাদের মধ্যে পৌরুষটাই জাগাতে আমি বিশেষ চেষ্টা করি।

প্রশ্নঃ সেই শক্তিময়ীর কাছে যদি আমার জীবনের উপচার ঢেলে দিতে পারি—তাহলে এরই গভীরে নতুন জীবনের দ্বার খুলতে পারে—এই বোধটি বেশ লাগে।

উত্তরঃ তিনি যেমন সর্বাতীতা, তেমনি সব নারীতে, সব সম্পর্কের মাঝেই।

প্রশ্নঃ কিছুদিন আগে "জাগরী"তে আপনার একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম—'শতাব্দীর সূর্য'। সেখানে আপনি লিখেছেন—"অয়মাত্মা চতুষ্পাৎ"। বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের পুরুষের সাধনার কথা লিখেছেন—আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতির উপাসক রূপে তুলে ধরেছেন। খুব ভাল লেগেছে। রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের মেয়ের বেশ। প্রকৃতির স্বরূপ—শক্তির আবেশে তাদের পৌরুষের আবির্ভাব। এ কোন্ সাধনার দিগ্‌দর্শন?

উত্তরঃ প্রবন্ধটায় দুটি-তিনটি ভুল ছাপা আছে। একটা মারাত্মক ভুল সংশোধন করা উচিত। হবে আরেকটি দ্বিতীয় বিবেকানন্দ আর অরবিন্দ। নারীকে আত্মস্বরূপ বলে জানা—এই হল একদিক। আর পুরুষের দিক থেকে নারীকে নিজেরই আনন্দের প্রতিমা বলে জানা।

প্রশ্নঃ ইতিহাসে কৃষ্ণ একজন, বিবেকানন্দ একজন, সারদা একজন, ঠাকুর রামকৃষ্ণই ত সারদাকে ফুটিয়েছিলেন। এসব কি আমাদের দ্বারা সম্ভব?

উত্তরঃ কেন নয়?

প্রশ্নঃ আপনি বলেন—প্রশান্তি, প্রসন্নতা ও প্রদীপ্তি—দেহে প্রাণে ও মনে আনতে হবে। কথাটি ভাল করে বুঝলাম না। ব্যাখ্যা করে যদি একটু বুঝিয়ে দেন।

উত্তরঃ প্রশান্তি—সৎ। প্রসন্নতা—আনন্দ। প্রদীপ্তি—চিৎ।

প্রশ্নঃ বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"তোমাকে (নিবেদিতাকে) আনবার পিছনে আমার যদি কোন স্বার্থ থাকে তাহলে আমি যেন ধ্বংস হয়ে যাই। আর এর পিছনে যদি মহাশক্তির কোন ইচ্ছা থাকে তাহলে তুমি সার্থক হও।" বিবেকানন্দের এই উক্তির মধ্যে মহাশক্তির সংকল্পের প্রবর্তনা পাই—কিন্তু আমাদের চাওরার মধ্যে বাসনার প্রবল দিকটাই বেশী করে ফুটে ওঠে। সমস্ত অধ্যাত্ম জীবনের বনিয়াদ যে "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"—এই যদি হয় জীবনের পরম আপ্যায়ন—তাহলে আমার এই চাওবার মধ্যে তাঁর চাওরার কোন যোগ খুঁজে পাওরা যায় কি?

উত্তরঃ নিশ্চয় পাওরা যায়। আমরা সবাই বৃহতের অংশ।

প্রশ্নঃ "যদি আমার কাছে কেউ আসে তাহলে আমি তাকে দেহ নিয়ে সাধনা করতে বলব"—একবার আপনি এই দৃষ্টির কথা বলেছিলেন।

উত্তরঃ সাধনা শুধু ভাবের জগতেই নয়—ব্যবহারের জগতেও।

প্রশ্নঃ আপনি বলেছিলেন দেহের স্থৈর্যের কথা।

উত্তরঃ দেহ দিয়েই তো ব্যবহার। সুতরাং ব্যবহারে সিদ্ধ হতে হবে। সচ্চিদানন্দ হতে হবে।

প্রশ্নঃ স্বামিজী! যখন সবই মহাশক্তির প্রতিমা—তখন "একজনকে" পাবার এত আগ্রহ কেন?

উত্তরঃ একই শক্তি বিশ্বতীতা, বিশ্বরূপা। আবার একটি বিগ্রহে ঘনীভূতা। তিনরূপে না পেলে পাওরা পূর্ণ হয় না।

প্রশ্নঃ Sri Aurobindoর একটি লেখা আছে—"The Doctrine of Passive Resistance"—বইখানির একটা জায়গায় আছে—"The sword of the warrior is as necessary to the fulfilment of justice and righteousness as the holiness of the saint. Ramdas is not complete without SHIVAJI." আমি একটু ঘুরিয়ে বলি—Shivaji is not complete without Ramdas.

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে দেখেছিলেন মাতৃশক্তিরূপে। কিন্তু আমাদের জীবনে এই সম্বন্ধ ছাড়াও আরও একটা সম্বন্ধ আছে—সেটা মধুরের।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ স্বামিজীর সাধনার একদিক আমাদের বরণ করে নিয়ে আরেক দিকও চলতে হবে। খুব দুরূহ মনে হয়।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ সুভাষ দিলীপ রায়কে একটি পত্রে লিখেছিলেন—"তোমার একটি পত্রে তুমি শিব সম্বন্ধে আমার মনোভাব জানতে চেয়েছিলে। বলতে কি, আমার মন কখন ঝোঁকে এদিকে, কখনো ওদিকে—তাই দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ—কাকে যে বরণ করব ভেবে পাই না। আমি অবশ্য জানি যে খতিয়ে দেখলে সব অভেদ-একমেবাদ্বিতীয়ম্, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই ভগবানের কোন না কোন একটি বিশেষ ভাবরূপের অনুরাগী না হয়েই পারি না। আমি লক্ষ্য করেছি যে আমার মনের নানা ভাবাবেশে আমি কখনো বরণ করি শিবকে, কখনো কালী বা দুর্গাকে, কখনো কৃষ্ণকে—এদের মধ্যে আবার কখনো চাই শিবকে কখনো শক্তিকে। শিবের পরম যোগীরূপ আমার যে কী মন টানে! হয়েছে কি জানো, সম্প্রতি গত চার-পাঁচবছর হল—মন্ত্রশক্তিতে আমার বিশ্বাস এসেছে—মানে, আমার মনে হয়—এক একটি মন্ত্রের নিবিড় গভীর শক্তি আছে। ইতিপূর্বে আমি যুক্তিবাদীদের মত মনে করতাম যে মন্ত্র নিছক প্রতীক মাত্র—শুধু আমাদের মনকে সহায়তা করে। কিন্তু তন্ত্রদর্শন পড়ে আমার প্রত্যয় এসেছে যে এক একটি বীজমন্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে এক একটি সহজ শক্তি—আর প্রতি আধারই এক একটি বিশেষ মন্ত্রের অধিকারী। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি—কেননা আমার মন ঐ যে বললাম—কখন রাঙিয়ে ওঠে শৈবের রঙে, কখন শাক্তের, কখনো বা বৈষ্ণবের। আমার মনে হয়—এইখানেই গুরু আমাদের পরম দিশারী হতে পারেন, কেননা সদগুরু আমাদের জানেন আমাদের নিজেদের চেয়ে বেশী। তাই তিনিই নির্দেশ দিতে পারেন কে কোন্ মন্ত্র জপ করবে বা কোন্ পূজারীতি অবলম্বন করবে।" আমার সংশয় হচ্ছে—আমার আধার কোন্ মন্ত্রের অধিকারী?

উত্তরঃ তুমি ওঁ হ্রীং—এই মন্ত্র জপতে পার। এ মন্ত্র ভারতের সনাতন মন্ত্র। ওঁ ব্রহ্মবীজ—আর হ্রীং মায়াবীজ। তুমি ওঁ ও হ্রীং। শ্বাস নিতে হ্রীং ছাড়তে ওম্।

প্রশ্নঃ গুরুবাদ সম্বন্ধে একটি দৃষ্টির কথা মনে পড়ে যায়। [illegible] বলছেন—"...........কিন্তু যাঁর সাহায্যে সাধকের সুপ্তশক্তি জাগ্রত হয় [illegible] সাহায্যকারী মাত্র।" গুরু অন্তরতম পুরুষ।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আমরা সকলেই যন্ত্র—আপনাকে পাবার জন্যই গুরুভাবের প্রয়োজন—এই গুরু যেন সাধকের অন্তরে গুরুভাবের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করে না বসেন। এতে উভয়েই বন্ধ হয়ে পড়েন।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আমরা সকলেই সমানভাবে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করব সমান আনন্দে বিভোর থাকব—বিচিত্র লীলাসঙ্গী থাকলেও অন্তরে আমরা একই সূত্রে মণিগণের মত গ্রথিত—এ কথা নিত্য স্মরণে রাখতে হবে। এই approachটা আমার খুব ভাল লাগে।

উত্তরঃ ঠিক।

প্রশ্নঃ ভাবের সাধনায় স্থূলদেহ বাদ পড়ে ত?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ অপনি লিখেছেন—"দেহের সান্নিধ্যবশতঃ তার মধ্যেও কিছু কিছু উত্তেজনার ভাব এসে যাবে"—আমার মনে হয় এই একাগ্রতা মনোভূমির plane এ সহজ নয়—একমাত্র মনের ওপারে গেলেই—বিজ্ঞানভূমিতে এই একাগ্রতা আসতে পারে।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ লীলাবিলাস থেকে পরমভাবের দিকে যাওরা—এমন কোন গতি সম্ভব কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আপনি একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন—"অথবা কায়িক স্থূল মিলনেও অভূতপূর্ব আনন্দের তরঙ্গ জাগায় যা নাকি সাধারণত লোকে কল্পনাও করতে পারে না। এই অবস্থায় গর্ভাধানে যে সন্তান হয়...

উত্তরঃ বলি—যোগিনীভূ সন্তান।

প্রশ্নঃ ওকে কি "কল্যাণের পথে" বইখানা পড়তে দেব?

উত্তরঃ দিতে পার।

প্রশ্নঃ স্বামিজী! চেতনার কি অপরূপ খেলা—এ যেন কোথাও কেউ রাশ ঠেলে দেয়।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ একটা feeling যেন কাজ করে যায়—এক বিরাট পুরুষ আমার মাঝে রয়েছেন—কি গভীর তার নিঃশ্বাস।

উত্তরঃ "বৃহদারণ্যকে"—এর কথা আছে।

প্রশ্নঃ স্তব্ধতা আর ভিতরের আহ্বান যেন অবিনাভূত।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ "প্রথম দরকার নিজেকে একেবারে চিন্তাশূন্য করে ফেলা। মন বুদ্ধিকে একেবারে খালি করতে পারলে একটা নিথর প্রশান্ত ভাব আসে। তখন উপর থেকে একজন সুস্পষ্ট রকমে কথা কইতে আরম্ভ করে। যা বলবার সেই সব বলে, যা করবার সেই সব করে।" আপনি যে শূন্যতার কথা বলে-ছিলেন—পুরুষকে শূন্য হতে হয় প্রকৃতিকে পাবার জন্য—এ কি, তাই?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ স্বামিজী! আর একটা সুবৃহৎ ভাবনা—একটা মাতৃহৃদয় অনন্ত জগৎ ভরে পূর্ণ করে প্রসারিত হয়ে আছে।

উত্তরঃ ইনিই পরমাপ্রকৃতি।

প্রশ্নঃ বিশ্বকবির কয়েকটি চরণ মনকে আকর্ষণ করে—যেন মন্ত্র—"...........বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি...........ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।" এখণার আর একটি কলি স্বামী বিবেকানন্দের—"Expansion is life, contraction is death"।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ স্বামিজী! সহজ হবার সাধনাই জীবন-সাধনা। একটা পথ চলার গান মনে পড়ে যায়—"ওরে মন সহজ হবি"। আপনি যে লিখেছেন—"ঐ ঐ যে সূর্যের মাঝে পুরুষ তিনিই আমি হয়েছেন।" একটি উদ্দীপ্ত পৌরুষের মহিমময় ছবি—তেমনি কত মধুর তাঁর আমি হওয়াটা। সত্যি স্বামিজী, উপরের দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর এই দৃষ্টি সহজের কিন্তু নীচ থেকে দেখতে গেলেই যত সাধনার, তপস্যার, ও আকৃতির প্রয়োজন। এই দুই দিক জড়িয়ে নিয়ে চলাইতো সাধনা।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আপনি লিখেছেন সেই আকাশে (অর্থাৎ আমার শরীর যখন আকাশবৎ হয়ে যায়)—আমি একটি স্ত্রীর দেখা পেলাম—তিনি বহুশোভমানা হৈমবতী উমা। শরীর বলতে এখানে ভাবের শরীর—একটা আন্তর তনু বা চিন্ময় তনু বোঝাচ্ছে নিশ্চয়ই।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ এই উমাকেই আগে পেয়ে নিতে হবে।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আপনি একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—"সেই হৈমবতী তোমার মাঝে আছেন—শ্রী ও প্রজ্ঞারূপে।" তাঁকে আগে হৃদয়ে পেয়ে নিতে হবে—তারপর সেটিই ফোটাতে হবে "ওর ব্যক্তিত্বে।" জয়ন্তী উষার আবির্ভাবের এই দিকটা আমার কাছে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠ্ছে।

উত্তরঃ বেশ।

প্রশ্নঃ আপনি বলেন—মধুর ভাব হল—সাগর সংগম—কিন্তু মধুর সম্বন্ধ তখনই ফলপ্রসূ হতে পারে যখন স্ত্রী ও পুরুষ একটা Equality of Status এ আসতে পারে।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ যৌন সম্পর্ক বাদ দিয়ে মধুর ভাবের গতি জীবনে রূপ ধরুক—কারণ একটি নারীকে সব ভাবেই জানতে হবে। এ যেমন একটা দিক। তেমনি তাকেও তো বোধগুলি consciously বুঝতে হবে।

প্রশ্নঃ আচ্ছা স্বামিজী, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—ওর এখন যেরূপ মানসিক পরিবেশ—ওকে এখন কিছু উপন্যাস পড়ালে কেমন হয়?

উত্তরঃ ভালই।

প্রশ্নঃ শরৎচন্দ্রের, বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু উপন্যাস ওকে পড়তে দেওয়া যায় কি? আপনি কতকগুলি উপন্যাস select করে দেবেন।

উত্তরঃ শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পরে, বঙ্কিমচন্দ্রের সব, রবীন্দ্রনাথের গোরা, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের সব।

প্রশ্নঃ স্বামিজী! পুরুষ ও প্রকৃতিতত্ত্ব ত নিজের অন্তরে। বাইরে যে আনন্দ—সে তো ঐ আনন্দেরই স্ফূর্তি।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আপনি গৌরাঙ্গ জীবনের কথা বার বার বলেন—একই সাথে রাধাকৃষ্ণকে বহন করতে হবে। আপনার ভাষায়—পুরুষ নারীকে না জেনে অন্ধভাবে তার পানে ছোটে। জান্‌লে ঐ স্থূল রমণাকাঙ্ক্ষা থাকত না—অনুভব কর্‌তাম সে আমার অণু-পরমাণুতে জড়িয়ে আছে আত্ম-সমর্পণের আনন্দ হয়ে। সৃষ্টির ধারার মাঝে এর একটা দিকও আছে। পরমাপ্রকৃতির আত্মদান ও আত্মোৎসর্গ সৃষ্টিকে বিধৃত করে রেখেছে। কিন্তু পুরুষ এটি আস্বাদন করতে পারে না এই তার দুর্ভাগ্য। যাকে সে আপন হতে বাইরে প্রকাশ করল তার কবল থেকে মুক্ত হতে পারে না। যদি পারত তাহলে কাম প্রেম হয়ে দেখা দিত—এই না?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ প্রাকৃত মেয়ের ক্ষেত্রে যে আত্মদান সে ত অচেতন দান—পুরুষ সেই অচেতন দানে জড়িয়ে পড়ে। যদি চেতনাময় দান হত—তা হলে পুরুষের পৌরুষও জেগে উঠত।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ Mathew Arnold এর একটা কবিতায় যে সুর পাই—সেও ত সাধনার সংকেত। লিখছি—

"Balm soul of all things, make it mine.
To feel amid city's jar,
That there abides a place of thine,
Man did not make and cannot mar,
The will to neither strive nor cry,
The power to feel with others give,
Balm, calm me more nor let me die
Before I have begun to live"!

এইটাই ত ব্যাপ্তিচৈতন্যের বোধ।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ একদিকে পেলাম চিত্ত—তারপর ভ্রূমধ্য—আবার above the crown যেটাকে লোকোত্তর বলতে পারি—এই তিনটি ভূমির সাধনা—একই ছন্দে চলবে ত?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আসল কথা হচ্ছে—সৃষ্টির মূলে যে পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা আছে—তাই বিবাহিত জীবনে ফুটিয়ে তোলা—এই হল লক্ষ্য। আপনি যাকে বলেছেন, "লীলাবিলাস"। উজ্জ্বল রসের মাধ্যমে জীবনের পরাগতি এইটাই কি বুঝব—ভোগ-নিরপেক্ষ গূঢ় আনন্দ-আস্বাদনই হবে আসল অবস্থা?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ বিয়ের পর একটি বছর আপনি আমাদের ভাই-বোনের মত থাক্‌তে বলেছেন—সহজিয়াদের মত—"রমণীর সংগে থাকে না করে রমণ"। এই periodটা তা হলে কি একটা correct evolution এর সময়?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ এই periodটা মনে হয় দেহের limitation এর উপরে উঠবার সময়—তার পরে হয়ত উল্লাস আসবে—তার চেহারা হবে অন্য রকম।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ এবার যেন এক নতুন উদ্যমে—চৈতন্যময় করে তুলতে হবে জীবন-বীণাকে। এই পথের দিশা দিন। তাহলে সেই পৌরুষকেই জাগাতে হবে।

উত্তরঃ হ্যাঁ, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ+গৃহস্থ রামকৃষ্ণ দুয়ের সমন্বয় চাই। প্রাকৃত জীবনকে দিব্য-জীবনে রূপান্তরিত করতে হবে।

প্রশ্নঃ যদি নিজের মাঝে থাকি—তাহলে প্রকৃতির অধ্যাত্মস্বরূপ ফুটে

উঠবে। পরমা প্রকৃতির উদয়নে জীবন মধুময় হয়ে উঠবে। সা মে ইচ্ছা-শক্তিরুমাকুমারী—এই শ্লোকের আপ্যায়নে জীবন মধুময় হয়ে উঠবে।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ সিদ্ধাসন করি—যোনিমুদ্রাও। কূর্মাসন করার প্রয়োজন আছে?

উত্তরঃ কূর্মাসন করার প্রয়োজন নাই।

প্রশ্নঃ যেমন রাতে শোবার সময় ভাবি—যে আমাদের মেরুদণ্ডটা একটা Neon rod এবং আমি অনন্তে ভেসে চলেছি।

উত্তরঃ ঠিক।

প্রশ্নঃ এখন সাধনা ঘরের চাইতে আকাশের নীচে করতে ভাল লাগে। রোজ সকালে বেড়াতে যাই এবং প্রকৃতির সাথে সুর মিলিয়ে সাধনা হয় বলে বেশ ভাল লাগে।

উত্তরঃ বেশ তো।

প্রশ্নঃ স্বামিজী! অনেক সময় দেখা যায়—পুরুষের মহিমার ভাবনায় প্রাকৃত দেহ, প্রাণ, মনের উপর একটা repression আসে—যেন মনে হয়—এই পুরুষের ভাবটা প্রকৃতি সইতে পারবে না। কিন্তু এই যে চেতনা তার release অনেক সময় রাধাচিত্তের বা সময় সময় হৃদয় উন্মুখ করে দিয়ে শুধু তাঁরি পানে চেয়ে থেকে হয়। এই দুটি approach কি সাধনার সময় মিলিয়ে নেওয়ার দরকার হয় না?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আমাদের দেহ, প্রাণ, মন নিবৃত্তির দিকে যখন চলে তখন স্বভাবতই অবিদ্যার টান জড়ানো থাকে, কিন্তু এই দেহ, প্রাণ, মনখানি তাঁর কাছে তুলে দিলাম—এই অনুভবের মধ্যে একটা সুখের আবেশ থাকে। এটা কি false glimmer—না এর কোনও সার্থকতা আছে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, সার্থকতা আছে।

প্রশ্নঃ প্রেমে আত্মহারা ভাব সমাধির মধ্য দিয়েও আসতে পারে না? তার প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে নতুন দেহ, নতুন প্রাণ, মন ইত্যাদি।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আপনাকে না পেলে না জানলে আনন্দের সন্ধান না পেলে জীবন সার্থক হতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দের লেখায় পড়ছিলাম—"স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্বন্ধ উহা বড় পবিত্র, বড় আনন্দদায়ক। ভোগ অর্থে দৈহিক কিছু নয়, স্বামী স্ত্রীর মধ্য দিয়ে জগৎ দেখতে চায়, স্ত্রী বিশ্বের আনন্দ স্বামীর ভিতরই পেতে চায়। ভোগ হবে প্রাণের সহিত প্রাণের, মনের সহিত মনের, বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির, জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের, দেহের সহিত দেহের—ইহাই

মিলন—ইহাই দাম্পত্য জীবন।" মনে হয় এখানে একটা identityর বোধ রয়েছে।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ এই সব বোধ থেকে আমরা অন্নময় পুরুষ থেকে বিজ্ঞানময় পুরুষের উন্মেষের পরিচয় পেতে পারি। আকাশশরীরং ইত্যাদি মন্ত্রটির মধ্যে এই সত্যটি আছে। এই তো?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ "প্রেমের যাজন শুন সর্বজন, অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন করিবা তখন এড়ায়ে টানিবে শ্বাস।
তাহা হইলে মন বায়ু কখন না হইবে পতন—
জগৎ ঘোষিবে যশ" (চণ্ডীদাস পদাবলী)।

এই সব process গুলি দিব্যবিভায় ফুটে উঠতে পারে লীলাবিলাসের মধ্যে দিয়ে এবং তা সার্থক হতে পারে যখন higher centre গুলি জাগে—যেমন heart, forehead and above the crown.

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ চেতনা হৃদয় থেকে ভ্রূমধ্য দিয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে—এইরূপ ভাবনার আবহ রচনায় মন চলে যায়।

উত্তরঃ বেশ।

প্রশ্নঃ Spinal cord এ pain হচ্ছে। আপনি যে মেরুদণ্ডের ধ্যান করতে বলেছিলেন আসনে বসে—এই অবস্থায় সেই সাধনাটি করব কি?

আকাশের ভাবনায় প্রজ্ঞার উন্মেষ এবং তারই বুকে চৈত্য পুরুষের আবির্ভাব—যত গভীর ভাবে এই চেতনায় অভিনিবেশ হবে—ততই গভীর করে প্রিয়ার অনুভূতি আসবে।

উত্তরঃ Spinal cord এ pain হচ্ছে যখন তখন ওটি কোরো না। হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ 'Neon-rod' এর ভাবনায় passion love রূপান্তরিত হয়—এ যেন একটি দিগ্বলয়—সমস্ত আকাশ প্লাবিত করে আলোর অভিসার। কিন্তু নিমেষেই তা অন্তর্হিত হয়। তখন অনুভূত হয় নির্বাণহীন দাহ।

শুনেছি প্রজ্ঞার কথন—পরাচেতনাই সৃষ্টির আদিজননী। এই মাতৃভাবনাকে "বহুশোভমানা উমা হৈমবতীর"—এত নিবিড়ভাবে অন্তর গহনে তলিয়ে দিতে হবে যাতে একটা ভাবের শরীর হয়।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ কথা বলবার সময়, চলবার সময়, অভিনিবেশ সহকারে চেতনাকে মেরুচৈতন্যের সাথে যুক্ত রাখা—এইটাই কি আত্ম-সচেতনতা?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আপনি প্রায় বলতেন ছন্দে ছন্দে রসাস্বদন করবার কথা। Sensitive চিত্তের-প্রকাশনে রবীন্দ্রনাথের ঐ গানটি কি যে মধুর লাগে—"একটুকু ছোঁয়া" লাগে ইত্যাদি। সমস্ত সাধনার বেদমন্ত্র যেন.........

উত্তরঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ "মায়ের ওরূপ ভাবিয়া কমলাকান্ত সহসা পাগল হলরে"—চিন্ময়-ভাবনার স্মৃতি সব জেগে ওঠে—তাকে গভীর করে পাবার—এ আকৃতি সত্তার মর্মগহনে উন্মীলিত হতে চাইছে।

উত্তরঃ বেশ—

প্রশ্নঃ সাধনার দুটি ধারা, একটি রাতের—আর একটি দিনের—কৈশোর মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের সাধনা যেন ছন্দোবদ্ধ। এইটিই কিশোর চেতনা—এই-টাই তো চৈত্য পুরুষের ধর্ম। যার ক্ষয় নাই। মনে হয় সেই প্রেম সমস্ত শরীরকে জড়িয়ে আছে তখন সামান্য স্পর্শেই চেতনাকে উজান পথে বইয়ে দেয়—এবং এইখানেই মনে হয় প্রেমযোগের সার্থকতা। Love between man and woman should undergo that process of transformation to attain the ideal.

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আপনাকে (স্বামীজি) ভাবতে গেলে আকাশের কথা মনে পড়ে। মাঝে-মাঝে আকাশের মধ্যে আপনার হাতছানি পাই।

উত্তরঃ ভাল।

প্রশ্নঃ এই কিশোর-চেতনা—এতো চৈত্য-পুরুষের ধর্ম—the ineffable beautitude, হৃদয়ের ধ্যানে এই রূপ স্পষ্ট হবে। এই প্রসঙ্গে Sri Aurobindo'র একটি বাণী পাই—"Find the Guide Secret within or housed in an earthly body, hearken to his voice and follow always the way he points. At the end is the delight that fails not, the truth that deceives not, the power that neither strays nor stumbles, the wide freedom, the ineffable Beautitude."

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ পতি-পত্নীর সম্বন্ধ দুইটি প্রাণীকে লইয়া নহে। যতক্ষণ এই সম্বন্ধ দ্বিপাদ মাত্র আশ্রয় করিয়া রহে ততক্ষণ পতি-পত্নী কেবল রমণ রমণী। কিন্তু এই দাম্পত্যজীবন যতই গভীর হোক, কখনই উদার হইতে পারে না। কিন্তু পতি যখন পত্নীর মাতৃত্বকে এবং পত্নী যখন পতির পিতৃত্বকে ফুটাইয়া

তুলেন, তখনই অভিনব বাৎসল্যে আচ্ছন্ন হইয়া মাধুর্যের মোহিনী চিরকল্যাণী হইয়া ওঠে। দ্বিপাদ প্রেম ত্রিপাদে পরিপূর্ণ হয়।

Love in human wise to bless us,
But divinely to possess us,
It must form a precious three.

আপনি যে কুমার-জননীর আবির্ভাবের কথা বলেন এর সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র আছে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ আছে।

প্রশ্নঃ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পড়ছি। বিদ্যাপতি ধরেছি।

উত্তরঃ বেশ—বিদ্যাপতি কিশোর-চেতনার জন্য।

প্রশ্নঃ ক'দিন ধরে মনে হচ্ছে অস্তি, প্রীতি ও ভাতির কথা। এক নিরালম্ব অস্তিত্বের পরশ বা সৎ এর আপ্যায়ন এই তো শিবের দিক। প্রীতির দিকটা সেখান থেকে উপচে উঠছে, চিৎ আর ভাতির দিকটা তার পরে জ্বলে উঠছে—এটা নিশ্চয়ই প্রকাশ ও আনন্দের দিক।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ সম্প্রয়োগ তখনই দিব্য হতে পারে যখন দেহবোধ আর থাকে না। গভীর ভাবে ভাবলে deeper layers of existence গুলি খুলে যাবে।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ হিমালয়ের মত স্তব্ধ, মৌন ও আত্ম-সমাহিতির ভাবটা দেহকেও জারিত করুক—এরকম ভাব আসে।

উত্তরঃ ঠিক।

প্রশ্নঃ আকাশের ভাবনায় প্রজ্ঞার উন্মেষ এবং তারই বুকে চৈত্য-পুরুষের আবির্ভাব। যত গভীরভাবে এই চেতনার অভিনিবেশ হবে ততই গভীর ভাবে প্রিয়াকে পাব।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ Neon rod এর ভাবনায়—passion love এ পরিণত হয়—মাঝে মাঝে একটা glimpse আসে—এটা nurture করা দরকার।

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ আর একটি ভাবের খেলা দোল দিয়ে যায়—সেই পরাচেতনাই সৃষ্টির আদিজননী—এই মাতৃভাবনাকে বহুশোভমানা উমা হৈমবতীর ভাবনায় নিবিড় করে অন্তর গহনে তলিয়ে দিতে হবে যাতে একটা ভাবের শরীর হয়। যার ফলে দেহের স্পর্শেই চেতনা বিস্ফারিত হয়। Neon rod এর অনুষঙ্গী এরূপ একটা ভাবনা আসে।

উত্তরঃ Good.

প্রশ্নঃ একটি experience আসে—আকাশশরীরের ভাবনায় দেহ-প্রাণ-মনকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়—অনন্ত অসীমে। দেহের গ্লানি ও বেদনাকে সময় সময় ভেসে যেতে দেখি—ভিতরে কিন্তু আমি নিথর। Sri Aurobindoর একটা লেখার মাঝে এর রেশ অনুভব করি—"A great wave (or sea) of calm and the constant consciousness of a vast and luminous reality—this is precisely the character of the fundamental realisation of the Supreme Truth in its first touch on the mind and the soul. One could not ask for a better beginning or foundation, it is like a rock on which the rest can be built. It means certainly not only a presence but the presence and it would be a great mistake to weaken the experience by any non-acceptance or doubt of its character".

উত্তরঃ ঠিক।

প্রশ্নঃ চিঠি পেয়ে তার মূর্ছনা যেন সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া—সেই তো চাওয়া, সেই তো পাওয়া, এইটাই জাবর কাটছি। কত বিচিত্র ভঙ্গীতে এই রসোদ্দীপ্ত জীবন দোল খেলে যায়—তা বলে আর শেষ করা যায় না। এ তো কোন ব্যক্তি বিশেষের কথা নয়। জীবন উদ্দীপনে এ বাণী ঝরে পড়ে, মনে হয় Impersonal তত্ত্বসমীক্ষায় এ এক নব রূপায়ণ। এই আকৃতিই বুঝি সৃষ্টির আদিতে উচ্চকিত হয়ে আছে।

উত্তরঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ পরব্রহ্মে প্রকৃতি-পুরুষ দুই রূপ।
সহস্রদলে বাস করে রসের স্বরূপ॥

এই পরাবিদ্যার বাণীটির মর্মার্থ একটু বুঝিয়ে লিখবেন। সন্তদাস বাবাজী মহারাজের একখানি পত্রে মরমীয়া দৃষ্টি ও সৃষ্টির অমিয় বীর্যে সহস্রদল তত্ত্বের একটি সুন্দর ছবি পেলাম। তাঁর কথায় আজ্ঞাচক্রের মধ্যস্থলে যে ধ্যান অবলম্বন করিতে হয় তাহা সুষুম্না নাড়ীর মুখ খুলিবার নিমিত্ত। সেই স্থানে (আজ্ঞাচক্রের মধ্যস্থলে) সুষুম্না নাড়ীর মুখ আছে। সেই সুষুম্না নাড়ী দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া আজ্ঞাপুরের অধঃস্থিত পঞ্চচক্র যথা (বিশুদ্ধচক্র, অনাহত, মণিপুর, স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধার) এবং ষষ্ঠ আজ্ঞাপুর চক্র ভেদ করিয়া সুষুম্না দ্বারা সহস্র দলে প্রবিষ্ট হইতে হয়—এই অভিপ্রায়েই

প্রথম প্রথম আজ্ঞাচক্রে ধ্যান অবলম্বন করা হয়—ইহা ধ্যান অবলম্বনের শেষ স্থান নহে।

উত্তরঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ চৈত্য পুরুষের আবির্ভাব লগ্নকে স্বাগত করবার জন্য তার ভিত্তি রচনা হওয়া চাই। এর পথ কি?

উত্তরঃ প্রাকৃত পুরুষকে এটি সিদ্ধ করতে হয় বহু আয়াসে—তাকে কূটস্থ থেকে আত্মস্থ করবার জন্য রসের ধারার উজান বওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে—গীতার ভাষায়—"কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।" চণ্ডীদাসের ভাষায়—

"চণ্ডীদাস কহে
সে এক বাশুলি
প্রেম প্রচারের গুরু—
তাহারি চাপড়ে
নিদ্রা ভাঙ্গিল
পিরীতি হইল শুরু।"

চণ্ডীদাস পদাবলী, পৃ-২৬

প্রশ্নঃ "এরে হিয়ার ভিতর হইতে
কে কৈল বাহির
তেই বলরাম চিত
কভু নহে স্থির॥"

দুটি লাইনে যেন সাধনার সবটুকুই খুলে গেল। অন্তরাবৃত্তির পথ ধরে যেন উদার আকাশের বিস্তৃতি—তার ফলশ্রুতি এখানে। ভাবসাধনার উদ্দীপ্ত আহ্বান—তাই বুঝি বাউলেরা আখরে গাইলেন—

যুগে যুগে হেরেছি এইরূপ
হেরেছি জনমে জনমে,
আমার অণুতে অণুতে এইরূপ,
এরূপ মরমে মরমে—

তাই না?

উত্তরঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ উজান পথের এই বিপত্তিতে বাউলের মনে যে আর্তি জাগিয়া ওঠে এবং তাহার সঙ্গে জাগিয়া ওঠে যে বিশ্বাস, যে শরণাগতি, তাহা অতি করুণ ও মধুর হইয়া বাজিয়া উঠিয়াছে ২/১ টি গানে—

"উনুর ঝুনুর বাজে নাও, আমার
নিয়াইলা বাতাসে রে মুর্শিদ

রইলাম তোর আশে
পশ্চিমে সাজিল ম্যাঘরে
দাওয়ায় দিল ডাক
আমার ছিঁড়িল হালের পানস।"

সত্যি স্বামীজী, বাউলের এই আর্তি নিছক কবি কল্পনা নয়—বাস্তব সত্য।

উত্তরঃ এর উত্তর বাউলই দিয়েছেন—কবিতাটি লিখে দিচ্ছি (বাউল সাধক আদ্যনাথ)—

"গুরুর হাতের প্রদীপ লৈয়া
দেখরে অথাই গুহায় বৈয়া,
আত্মযোগে সচেত হইয়া
তবে পরম মরম পাবি।
(দেখবি) সরস হৃদ্‌মাঝারে
(আবার) অপার চৌদ্দ ভুবন পারে
যোগলীলা তোর সহস্রারে
আত্ম-নাত্ম ভেদ ঘুচাবি।"

প্রশ্নঃ আপনি লিখেছেন—রাধার প্রেমই নারী চিত্তের শাশ্বত বিভূতি—চণ্ডীদাসের রাধার সৃষ্টিরহস্য মহাকবির ভাষায় এইরূপ—

"হের হের মোর—
অকুল অশ্রু সলিল মাঝে
আজি এ অমল কমল কান্তি
কেমনে বাজে।
একটিমাত্র রাধা-শতদল
আলোকে পুলকে করে ঢল ঢল
কখন ফুটিল বল মোরে বল
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর
সলিল মাঝে।"

আশা করি ছবিটি আতট পূর্ণতায় পরিব্যাপ্ত।

উত্তরঃ ছবিটি মরমীয়া দৃষ্টির সৃষ্টি।

প্রশ্নঃ চকিত দর্শন দিয়ে তিনি হারিয়ে যান আর সমস্ত জীবন ধরে তাঁকে খোঁজা সবটুকু দিয়ে। এই revolutionary urge কবে নেমে আসবে? আপনি দুঃখ করে বলতেন—ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের সমন্বয়ী বাণী বিশেষ করেই ব্যর্থ হয়েছে।

প্রতিটি চিঠি যেন অনাঘ্রাত পুষ্পকলি। সমস্ত জুড়ে সূত্রে মণি গাঁথার মত গেঁথে নিই। শিরায় শিরায় ছড়িয়ে দিই সেই দিগ্বসনার সুবর্ণমদিরা—

উত্তরঃ "আজ কোনও কাজ নয়
সব ফেলে দিয়ে ছন্দোবন্ধ গ্রন্থগীত
এস তুমি প্রিয়ে
আজন্ম সাধন ধন সুন্দরী আমার
কবিতা কল্পনা লতা
শুধু একবার কাছে বস
আজ শুধু কূজনে গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে
শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যাকিরণের সুবর্ণমদিরা
যতক্ষণ অন্তরের শিরা উপশিরা
লাবণ্য প্রবাহ ভরি নাহি উঠে
যতক্ষণ মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনা বেদনাবন্ধ ভুলে যাই সব।"

(মানস-সুন্দরী, সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাউলের ছবি বেজে উঠল প্রাণে—

"তার চন্দনে হয় যেমন প্রীতি
পাঁক দিলেও হয় তেমন তৃপ্তি
চায় না সে সুখ্যাতি
তার তুল্য পর-আপন
সে আসমানে বানায় ঘর বাড়ী—
দগ্ধ হলেও এ চৌদ্দভুবন।"

প্রশ্নঃ পিরীতি পিরীতি সব জন কহে
পিরীতি সহজ কথা
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ।

আপনি লিখিয়াছেন—বিদ্যাপতি কিশোর-চেতনার জন্য। এই দিকটা আরও একটু বিস্তার করিলে ভাল হয়।

উত্তরঃ পরকীয়া প্রেমে দ্বৈতভাব বিদূরিত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের অনু-

ক্ষণ চিন্তায় প্রেমিকা শ্রীরাধিকা নিজের সত্তা হারাইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপে এক ও অভেদ হইয়া গিয়াছেন। কবি বিদ্যাপতির ভাষায়—

'অনুখন মাধব মাধব
সুমরইত সুন্দরী ভেলি মাধাই
নিজভাব সো ভাবহি বিসরল
আপন গুণ সব ধাই।'

কিশোর-চেতনার সুর এখানে বেজে উঠেছে—বিদ্যাপতির আরও বিশাল সম্ভার আর তারই মাঝে কবি চেতনা সার্থক রূপ নিয়েছে—কিশোর-চেতনার বৈপুল্যে।

তথ্যপঞ্জী

পূর্বরাগ

পত্র-১

১। য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥

এতদ্বৈ তৎ, কঠ-২/১/৫

পত্র-৩

১। যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সংগং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

গীতা-২/৪৮

পত্র-৪

১। বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥

গীতা-৭/১১

পত্র-৬

১। তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাম্ হৈমবতীম্।

কেন-৩/১২

২। কার স্ত্রী? কার শোভা? ওই আকাশেরই। আকাশ আর স্ত্রী দুটিতে একটি মিথুন। এর রস ওতে। ওর রস এতে। এই তো সামরস্য। এ বিশুদ্ধ অদ্বৈত হতেও "সুন্দর"। এ যে আকাশের আলোর শোভা। এই নিত্য দ্বৈতের বিলাসও সত্য। তার একধাপ নীচে অবিদ্যাগ্রস্ত দ্বৈতের [illegible]। সেটাই মিথ্যা।

প্রবচন, তৃতীয় খণ্ড, শ্রী অনির্বাণ [illegible]

পত্র-৭

১। কাতরা অধিকা [illegible]
বিশাখা কহিল [illegible]
চিতে এত ধনি [illegible]
[illegible]
[illegible]

পরকীয়া রস   করিতে হে বশ—
    অধিক চাতুরী চাঞি॥
যাইবি দক্ষিণে   থাকিবি পশ্চিমে
    বলিবি পুরবমুখে।
গোপন পিরীতি   গোপনে রাখিবি
    সাধিবি মনের কাজ
সাপের মুখেতে   ভেকেরে নাচাবি
    তবে ত রসিকরাজ॥

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, প্রথম খণ্ড,
চণ্ডীদাস পদাবলী, রাগাত্মিকা পদ, পৃঃ ১৫৭

পত্র-৯

১। "প্রকৃতিকে অবাধে ক্রীড়া করিতে দাও। প্রকৃতির সাহায্যেই ধীরে-ধীরে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হবে। জীবনের সব খেলাই আত্মার খেলায় পরিণত করে তুলতে হবে। উৎপাদনই ভোগের উদ্দেশ্য নয়। এই প্রাকৃত ভোগের পশ্চাতে এক বিপুল আনন্দ উৎস আছে। পুত্র হউক আর নাই হউক—এই আনন্দে অবগাহন করাই মানুষের ধর্ম। প্রকৃতি প্রতি জীবনেই সংবন্ধ, উহাকে অতিক্রম করার সাধ্য আছে কার? সৃষ্টির আদি কাল হতেই পুরুষ প্রকৃতিগত হয়েছে—পুরুষ প্রকৃতির সম্বন্ধ নিত্য, সত্য, পূর্ণ।"

'শ্রীঅরবিন্দ মন্দিরে' হইতে উদ্ধৃত,
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

২। এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।

গীতা-২/৭২

পত্র-১২

১। "O Mother! Like the sleeping king of serpent
    Residing in the centre of the first lotus,
Thou didst created the universe
    Thou dost ascend like a streak of lightning
And attainest the ethereal region—"

Views and Reviews by Sri Aurobindo, p. 34

পত্র-১৩

১। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ গীতা-১৫/১৬

২। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

গীতা ৯/১১

৩। স হোবাচ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। বৃহদারণ্যক, উপ-৪/৫/৬

৪। এইবার পাঞ্চালীর কথায় আসি। পাঞ্চালীর ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা, কিন্তু তারই ভিতর থেকে নারীত্বের একটা দিক অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে। আমি বলি, অর্জুনই কৃষ্ণার স্বামী, আর সবাই তার উপপতিমাত্র। সমস্ত সত্তা দিয়ে সে যদি কাউকে চেয়ে থাকে কিংবা পেয়ে থাকে, তাহলে সে অর্জুনকেই। তার এই সতীত্বের জন্য মহাভারতে একটা শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে বোধহয় জান, যদিও গল্পটা মূল মহাভারতে নাই। বাধ্য হয়ে আর চারটি পুরুষকে তার দেহ দিতে হয়েছে—এখানে আমি বলব, তার দেহ অহল্যার মতই পাষাণ। সতী যখন শিবকে পায় না, তখন এমনি করে তার দেহ পাষাণ হয়ে যায়। কামসূত্রকার তা জানতেন, স্মৃতিকাররাও জানতেন; তাই তাঁরা বলেছিলেন, স্বামী হয়েও স্ত্রীর উপর কখনও বলাৎকার করবে না। মেরি স্টোপস্‌ও একথা স্বীকার করেছেন। গলসওয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা'তে এই বলাৎকারের একটা অতি করুণ কাহিনী আছে। এমনি প্রবঞ্চিত নারীত্ব তৃপ্তি পায় দুটি ক্ষেত্রে—বাৎসল্যে আর প্রিয়কে চিন্ময় করে। পাঞ্চালীরও সান্ত্বনা তার পঞ্চ পুত্র আর তার কৃষ্ণ। পাঁচটি পুরুষের টানাহ্যাঁচড়ায় যা নষ্ট হয়ে গেল, তা সে ভাবলোকে পূর্ণ করে তুলল কৃষ্ণকে দিয়ে। কৃষ্ণা আর কৃষ্ণের সম্পর্ক নর-নারীর চিন্ময় সম্পর্কের একটা অদ্ভুত নিদর্শন।

কৃষ্ণার জীবনে এই ট্রাজেডি না ঘটলে এই সম্পর্কও ফুটত না। এখানে ব্যাসের বাহাদুরির আমি কুলকিনারা পাই না। শ্রীকৃষ্ণ যদি কৃষ্ণার বস্ত্র হরণ করতেন। কল্পনা করতে পার তার কি অবস্থা হত। কিন্তু বিশ্বের যত লোক এসে তার বস্ত্রহরণ করল, তার সেই লজ্জা রাখলেন কৃষ্ণ। এর পর পাঞ্চালী আর কাউকে ভালবাসতে পারে? সে কৃষ্ণপ্রিয়াই। আর কারও ত সে নয়। অথচ পৃথিবীতে সে বঞ্চিতা!...

পঞ্চকন্যার প্রত্যেকের জীবনের পিছনে এই ট্রাজেডি আছে। কিন্তু ট্রাজেডি তাদের পাষাণী দেবীতে রূপান্তরিত করেছে, অপ্রত্যাশিতভাবে জীবনে এনেছে ভূমার মহিমা। এই মহিমারই একপিঠ বৈষ্ণবের 'বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার' যাকে তাঁরা বলেন প্রকৃতিপরিণামের চরম।

পত্রলেখা, ২য় খণ্ড, শ্রীঅনির্বাণ, পৃঃ ১২৮

পত্র-১৫

১। বলেছি একটা mould তৈরী হবে। মনের একটা preparation দরকার। দেখতে হবে সেটা হয়েছে কিনা। মনটা হবে শান্ত স্থির একটা নিথর stillness একটা বিপুল সমতার প্রতিষ্ঠা হবে, stillness মানে এমন কিছু নয় যে তার মধ্যে আর কিছুই হবে না—চাই একটা অটল, অচল স্থির-ভাব। প্রকৃতির সবরকম ঘাত-প্রতিঘাত—যা কিছু মনকে বিচলিত করতে আসবে সেই সবে অবিচল, unaffected থাকবার অভ্যাস। এইটা বুদ্ধির, মনের, স্বভাবসিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সঙ্গে একটা মহান্‌ বৃহৎ বিশ্বভাব, একটা সকল ভুবনভরা infinite, all-embracing realization—সকলের মধ্যে অখণ্ডভাবে ছেয়ে আছে—তাতে অবস্থান করতে হবে, নিজেকে তার ভিতরে ছড়িয়ে দেওয়া, অন্ততঃ তার কোলে অংশরূপে অবস্থান করার অভ্যাস সিদ্ধ হওয়া চাই। মনের এই শান্ত সত্তায় নিরবচ্ছিন্ন নিমগ্ন থাকার অভ্যাস হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে বিজ্ঞান ফুটে উঠতে আরম্ভ করবে। কিন্তু তার জন্য যেন কোনরূপ impatience না থাকে। অধীর নয়, অখণ্ড নির্ভরতা নিয়ে থাক; ভগবান সব ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলবেন।

প্রথম দরকার, নিজেকে একেবারে চিন্তাশূন্য করে ফেলা। মন বুদ্ধিকে একেবারে খালি করতে পারলে একটা স্তব্ধ, নিথর, প্রসন্ন শান্তভাব আসে। তখন উপর থেকে আরেকজন খুব সুস্পষ্ট রকমে কথা কইতে আরম্ভ করে, যা বলবার সেই সব বলে, যা করবার সেই সব করে।

'শ্রীঅরবিন্দ মন্দিরে' হইতে উদ্ধৃত,
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

২। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌॥ ঈশ-১/১

পত্র-১৭

১। "But all recognition of the sex principle, as apart from the gross physical indulgence of the sex-impluse, could not be excluded from a divine life upon earth; it is there in life, plays a large part and has to be dealt with, it cannot simply be ignored, merely suppressed or held down or put away out of sight. In the first place, it is in one of its aspects a cosmic and even a divine principle; it takes the spiritual form of the Ishwara and the Shakti and without it there could be no world-creation or manifestation of the world-principle of Purusha and Prakriti

which are both necessary for the creation, necessary too in their association and interchange for the play of its psychological working and in their manifestation as soul and Nature fundamental to the whole process of the Lila. In the divine life itself an incarnation or at least in some form a presence of the two powers or their initiating influence through their embodiments or representatives would be indispensable for making the new creation possible. In its human action on the mental and vital level sex is not altogether an undivine principle; it has its nobler aspects and idealities and it has to be seen in what way and to what extent these can be admitted into the new and larger life. All gross animal indulgence of sex desire and impulse would have to be eliminated; it could only continue among those who are not ready for the higher life or not yet ready for a complete spiritual living. In all who aspired to it but could not yet take it up in its fullness sex will have to be refined, submit to the spiritual or psychic impulse and a control by the higher mind and the higher vital and shed all its lighter, frivolous or degraded forms and feel the touch of the purity of the ideal. Love would remain, all forms of the pure truth of love in higher and higher steps till it realised its highest nature, widened into universal love, merged into the love of the Divine. The love of man and woman would also undergo that elevation and consummation; for all that can feel a touch of the ideal and the spiritual must follow the way of ascent till it reaches the divine Reality. The body and its activities must be accepted as part of the divine life and pass under this law; but, as in the other evolutionary transitions, what cannot accept the law of the divine life cannot be accepted and must fall away from the ascending nature."

Supramental manifestation on Earth
Sri Aurobindo Asrama, Pondicherry,
Chap—The Divine body, pp. 30-39.

২ক। আপূর্যমাণচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ
প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি স শান্তিমাপ্নোতি
ন কামকামী॥

গীতা-২/৭০

২খ। যোহন্তঃ সুখোহন্তরারাম স্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি॥

গীতা- ৫/২৪

পত্র-২০

১। রবীন্দ্রনাথের 'বালিকা বধূ' কবিতাটি মনে পড়ে। বর চিরকাল ভালই বেসে এসেছে। কিন্তু চুপ করে থাকে বলে তা বুঝতে পারা যায় না। মনে হয়, সে উদাসীন। বধূর ভালবাসা—তিলে-তিলে ফোটে। যখন সে বরকে চায়, বর বলে, তোমার মত আমার প্রিয় আর কেউ নাই।

এই এক অনির্বচনীয় চমৎকার। পুরুষের 'ভালবাসার' এই ধরণ।

পত্রলেখা, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৫

২। পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
একদেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে।
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিতা হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যেতে গেলা॥

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খন্ড,
চণ্ডীদাস পদাবলী, রাগাত্মিক পদ, পৃঃ ১৫০

৩। বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খন্ড,
চণ্ডীদাস পদাবলী, রাগাত্মিক পদ, পৃঃ ১৫১

পত্র-২১

১। A psychic fire within must be lit into which all is thrown with the Divine Name upon it. In that fire all the emotions are compelled to cast off their grosser elements and those that are undivine perversions are burned away and the others discard their insufficiencies, till a spirit of largest love a stainless divine delight arises out of the flame and smoke

and frank incense. It is the divine love which so emerges that extended in inward feeling to the Divine in man and all creatures in an active universal equality, will be more potent for the perfectibility of life and a more real instrument than the ineffective mental ideal of brotherhood can ever be. It is this poured out into acts that could alone create a harmony in the world and a true unity between all its creatures; all else strive in vain towards that end so long as Divine Love has not disclosed itself as the heart of the delivered manifestation in terrestrial Nature.

The Ascent of the Sacrifice Synthesis of Yoga,
p. 155

পত্র-২২

১। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি॥ ঈশা-১৬

পত্র-২৪

১। কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ গীতা-৪/১১

২। "Man becomes perfect only when he has found within himself that absolute calm and passivity of Brahman and supports by it with the same divine tolerance and their same divine bliss a free and unexhaustible activity. Those who have possessed the calm within can perceive always welling out from its silence, the perenial supply of the energies that work in the universe."

Indian Thought Spirit, V.S. Matter, p. 122
by Atindranath Bose

পত্র-২৫

১। প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

গীতা-৮/১০

২। পৃথ্ব্যপতেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-২/১২

পত্র-২৬

১। দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরু পথতাপ দুজনে নিয়েছি সয়ে।
ছুটিনি মোহন-মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ-ভবে যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ-বাণী, প্রেয়সী, হোক মহীয়সী—তুমি আছ, আমি আছি।

নির্ভয়, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥

গীতা-৬/১৯

পত্র-২৮

১। "জীবনের তিনটি স্তরঃ সাধারণ অবস্থা, সাধন অবস্থা, সিদ্ধির অবস্থা। সাধারণ অবস্থায় মানুষ চেষ্টা করেই সব কিছু করতে চায়, বাসনাই হয় তার জীবনের মূলশক্তি, নিজের মনগড়া কাজেই সে মেতে থাকতে চায়। সাধনার অবস্থায় বাসনাকে একেবারেই ছেড়ে চলতে হবে। ইহাকেই সংযম বলে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই সংযম নিগ্রহ নয়। সংযমের কথা শুনেই অনেকে রাজযোগের বিধি অনুসারে নিগ্রহ নীতিই অবলম্বন করে বসেন, ইহা ঠিক নয়, বাসনার তরঙ্গাঘাতে অন্তর যাতে বিচলিত না হয়ে ওঠে, তার জন্য তপস্যা করাই সংযম। চিত্ত স্থির হ'লে বাসনার পরিবর্তে ভগবানের ইচ্ছাটিই জেগে ওঠে, সিদ্ধ অবস্থায় বাসনা ও চেষ্টা থাকে না; স্বতঃই শুদ্ধ কর্ম প্রকাশ পায়, সাধক তখন একেবারেই হয়ে যায় ভগবানের যন্ত্র।"

'শ্রীঅরবিন্দ মন্দিরে' হইতে উদ্ধৃত,
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

পত্র-৩৩

১। বক্তা যখন এ-তত্ত্ব বলেন, তখন এক অসীম বিস্ময়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, বলতে গিয়ে ভাষায় কুলায় না। কিন্তু শ্রোতার জাগ্রত অগ্র্যা-ধী তা থেকেই বক্তব্যের তাৎপর্য উদ্ধার করে নেয়। রামপ্রসাদ বলেছিলেন,

'জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি, বোঝরে মন ঠারে ঠোরে'।

প্রবচন, ৩য় খণ্ড, শ্রীঅনির্বাণ, পৃঃ ১০৩

২। গৃহিণী সচিবঃ সখী প্রিয়শিষ্যা
ললিতে কলাবিধৌ

রঘুবংশ, কালিদাস।

পত্র-৩৬

১। প্রভু পার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান।
শচীগৃহ হইল পরম জ্যোতির্ধাম ॥
নিরবধি দেখে শচী কি ঘর বাহিরে।
পরম অদ্ভুত জ্যোতি লখিতে না পারে ॥
কখনো পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা।
উলটিয়া চাহিতে না পায় আর দেখা ॥
কমলপুষ্পের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পায়।
পরম-বিস্মিত তাই চিন্তেন সদায় ॥
আই চিন্তে বুঝিলাম কারণ ইহার।
এ-কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার ॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, পৃঃ ৬২-৬৩

পত্র-৪৫

১। স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা।

পাতঞ্জল দর্শনে, সমাধিপাদ/৪৩

২। শুন রজকিনী রামী।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বেদবাগিনী হরের ঘরণী
তুমি যে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি যে গলার হারা ॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড,
চণ্ডীদাস পদাবলী, রাগাত্মক পদ, পৃঃ ১৪৯

পত্র-৫২

১। প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥

গীতা-৯/৮

পত্র-৫৩

১। বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্টবা নিবর্ত্ততে॥

গীতা-২/৫৯

পত্র-৫৪

১। স্নান না করিব জল না ছুঁইব
আলাইয়া মাথার কেশ।
সমুদ্রে পশিব নীরে না তিতিব
নাহি সুখদুঃখ ক্লেশ॥
রজনী-দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্রে থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা।

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড,
চণ্ডীদাস পদাবলী, রাগাত্মিক পদ, পৃঃ ১৫৮

পত্র-৫৫

১। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে ঽয়নায়॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-৩/৮

পত্র-৫৬

১। পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে।
রতিসুখকালে অধিক সুখহি।
তা নাকি পুরুষে পায়ে
* * *

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড,
চণ্ডীদাস পদাবলী, রাগাত্মিক পদ, পৃঃ ১৫৩

২। পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥
এ-সখি! সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুধামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন।
দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সেই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা,
মহাপ্রভু রামানন্দ রায় সংবাদ, পৃঃ ১২৬

৩। ব্যভিচারী নারী না হবে কাণ্ডারী
নায়কে বাছিয়া লবে।
তার আবছায়া পরশ করিলে
পুরুষ ধরম যাবে॥
রমণ ও রমণী তারা দুই জন
কাঁচা পাকা দুটি থাকে
এক রজ্জু খসিয়া পড়িলে
রসিক মিলয়ে তাকে॥

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড,
চণ্ডীদাস পদাবলী, রাগাত্মিক পদ, পৃঃ ১৫৯

অন্তরাগ

পত্র-৫৭

১। ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।

পত্র-৫৮

১। (ক) "আমি বেশ মনে অনুভব করতে পারি বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীব-

জন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্রভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিংগনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাংগ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবজাত শিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন, আমি তার পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছি— অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনা-গোনার প্রতি দৃক্‌পাত করেন না—তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুর বেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন, আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না। আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচ্ছি। এই ভাবে এক রকম কেটে যাচ্ছে।”

ছিন্ন পত্রাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৮৩

১ (খ) “মনে হয় যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্যজীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের
মতো জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি॥”

সমুদ্রের প্রতি, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-৫৯

১। ... মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই; বিরহে টুটিয়া বাধা

আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে—
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।

মানসী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-৬৫

১। স্বরূপ রূপেতে একত্র করিঞা
মিশাল করিঞা থুবে।
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে
তবে সে ছীমতী পাবে॥

চণ্ডীদাস পদাবলী, বৈষ্ণব চতুর্দশ, পৃঃ ২৬৩

২। এতদ্বৈ পরমং তপো, যদ্ব্যাহিতস্তপ্যতে।

বৃহদারণ্যক-৫/১১, ব্রাহ্মণ

পত্র-৬৬

১। যে জন চতুর সুমেরু শিখর
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকড়সার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে॥

বৈষ্ণব পদাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ-১৫৮

২। “অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্যগগনের সৌন্দর্যের শশী,
মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্ল যূথীবনে,
বহুবাল্যকালে, দেখা হত দুইজনে
আধো চেনাশোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে কী খেলা খেলাতে,
ধরার অস্থির এক বালকের সাথে
সখী, আসিতে হাসিয়া তরুণ প্রভাতে
নবীন-বালিকামূর্ত্তি—শুভবস্ত্র পরি,
উষার কিরণধারে সদ্যস্নান করি—
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভংগে দেখা দিতে—নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশবকর্ত্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি

পাঠশালা কারা হতে: কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্যভবনে:"

মানস-সুন্দরী, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। (ক) চাল-চলন সকল বেয়াড়া,
আর এক কান্ড সৃষ্টি-ছাড়া,
পূর্ণিমার চাঁদ হৃদয় বাড়া তার আছে সর্বক্ষণ;
সে শশীর নিশি দিশি সমান উদয়,
সে চাঁদের নাইরে অস্ত গমন।
(তার হৃদয় চাঁদের)
তার চন্দনে হয় য্যামন প্রীতি,
পাঁক দিলেও হয় তেম্নি তৃপ্তি,
চায় না সে সুখ্যাতি, তার তুল্য পর আপন;
সে আশমানে বানায় ঘর বাড়ী,
দগ্ধ হলেও এ চৌদ্দভুবন॥

বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীতের অন্তর্গত 'বাউল সঙ্গীত'

৩। (খ) পীরিত উপরে পীরিতি বৈসয়ে।
তাহার উপরে ভাব॥
ভাবের উপরে ভাবের বসতি।
তাহার উপরে লাভ॥
প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান।
পুলক উপরে ধারা॥
ধারার উপরে ধারার বসতি।
এ-সুখ বুঝয়ে কারা॥

চন্ডীদাস পদাবলী, ভারতীয় সাধনার ঐক্য থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৪

৪। মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি।
তাহার উপরে ঢেউ॥
তাহার উপরে পীরিতি-বসতি।
তাহা কি জানয়ে কেউ॥

চন্ডীদাস পদাবলী, ভারতীয় সাধনার ঐক্য থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৪

পত্র-৬৭

১। পরমাত্মার দুই নাম ধরে দুই রূপ।
এই মতে এক হয়্যা ধরয়ে স্বরূপ।
তাহে দুই ভেদ হয় পুরুষ প্রকৃতি।

সকলের মূল হয় সেই রস-মুরতি॥
পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতি দুই রূপ
সহস্র দলে বাস করে, রসের স্বরূপ॥

রত্নসার, ভারতীয় সাধনার ঐক্য, পৃঃ ৩৯

পত্র-৬৮

১। তজ্জঃ সংস্কাররোঽন্যসংস্কারঃ প্রতিবন্ধী—৫০

পাতঞ্জল দর্শনে সমাধিপাদ

পত্র-৬৯

১। মরম না জানে ধরম বাখানে
কাজ নাই সখি
তাদের কথায়।
বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
নিসাড়া হইয়া
আয় লো সজনি
আঁধার পেরিয়ে আলা॥
আলার ভিতরে কালাটি আছে।
চৌকি রয়েছে তথা।
সেদেশের কথা এদেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা॥

চন্ডীদাস, ভারতীয় সাধনার ঐক্য, পৃঃ ৪১

২। হিরন্ময়েণ পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

ঈশ-১৫

পত্র-৭০

১। ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কদাচন।

এতদ্বৈ-তৎ, কঠ-২/৩/১

পত্র-৭১

১। আকাশশরীরং ব্রহ্ম সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দম্।
শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্।

তৈ, উ., পৃঃ-২৭১ ১/৬/২

২। কহিছে রজকিনী রামী শুন চণ্ডীদাস তুমি
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলি কহিছে যাহা সত্য করি মান তাহা
বস্তু আছে দেহ বিদ্যমানে॥
আমি ত আশ্রয় হই বিষয় তোমারে কই
রমণ কালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন তোমার রতি ধ্যান
তেঁঞি সে তোমায় গুরু করি মানি॥
সহজ মানুষ হব রসিক নগরে যাব
থাকিব প্রণয় রস-ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা হইব তাহার প্রজা
ডুবিব রসের সরোবরে।
সেই সরোবরে গিয়া মন পদ্ম প্রকাশিয়া
হংসপ্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধা মাধব সঙ্গে আনন্দকৌতুক রঙ্গে
জনম-মরণে তুয়া পাব॥
শুনি চণ্ডীদাস প্রভু ভজন না হয় কভু
মনের বিকার ধর্ম জানে।
সাধন-শৃঙ্গার রস ইহাতে হইবে বশ
বস্তু আছে দেহ বিদ্যমানে॥

বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস পদাবলী, পৃঃ ১৫০

৩। অথ মুক্তি তত্ত্ব। তার ছক হবে এই—সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য, নির্বাণ। আসলে মুক্তি হল ক্ষুদ্র বাসনা থেকে মুক্তি, চেতনায় ভূমার অবতরণ। ভূমাকে যশোদাদুলাল বা কালী ভাবতেও দোষ নাইঃ রূপ সেখানে ভাবেই চেতনাকে মুক্তি দেয়, আর ভাব না জাগলে মুক্তিসাধনা বৃথা। ভূমার বোধে চেতনা যদি এই প্রাকৃত ভূমিকে ছেড়ে আরেক ভূমিতে উত্তীর্ণ হয় আর সেখানেই সব-সময় থেকে যায়, তাহলেই হল সালোক্য মুক্তি অর্থাৎ কি না ঈশ্বরীয় বোধের ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া। এটা নিরুপাধিকও হতে পারে। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মের সংগে অবস্থান আর ব্রাহ্মী স্থিতি—এসব সালোক্য মুক্তিরই রকমফের। এ-ভাব রসঘন হলে পরিব্যাপ্ত মুক্তি চৈতন্যের মধ্যে একটি পিণ্ড এবং একটি বিন্দুর সৃষ্টি হয়। পিণ্ডটি চিদ্‌ঘনবিগ্রহ পরমপুরুষ, বিন্দুটি ভক্তের শুদ্ধ অহং। ভাব আরও গাঢ় হলে এইখানে 'অন্তশ্চিন্তিত স্বাভীষ্ট' দেহের সৃষ্টি হয় (অরবিন্দ দর্শনের ভাষায় একটা সাইকিক বডি—

২। যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসো হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়াতি।

তৈত্তিরীয়-২/৭

পত্র-৭৪

১। ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

গীতা-১৫/১

অধশ্চোর্দ্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা।
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥

গীতা-১৫/২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল
মমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥

গীতা-১৫/৩

২। কোন বিরিখের বোঁটা আমি?
কোন বিরিখের ফল?
মাতা—মন বিরিখের বোঁটা তুই।
তন বিরিখের ফল॥
গাছের নাম মনুহর।
ফলের নাম রসিয়া॥
গাছের ফল গাছে থাকে
বোঁটা পড়ে খসিয়া।
কাটিলে বাঁচে গাছ
না কাটিলে মরে॥
দুই বিরিখের একটি ফল।
জানুনি সে ধরে॥

বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, চৈত্র ১৩৫৭, পৃঃ ৩১

৩। "তুমি রজকিনী, আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ-পিতৃ।

ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারই ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ-বাদিনী, হরের ঘরণী
তুমি গো গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্বত
তুমি গো নয়নের তারা॥"

বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস পদাবলী, সাধন পথে, পৃঃ ৮৪

৪। পরকীয়া রস করিতে হে বশ
অধিক চাতুরী চাঞি॥
যাইবি দক্ষিণে থাকিবি পশ্চিমে
বলিবি পূরবমুখে
গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে ত রসিকরাজ॥

বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস পদাবলী, পৃঃ ১৫৭

পত্র-৭৬

১। "To cut down branches of a
man's tree of suffering is good,
but they grow again; to aid him
to remove its roots is a still
more divine helpfulness."

Sri Aurobindo

২। ততো জলাশয়াৎ সর্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্ষিতাঃ॥

শ্রীমদভাগত-১০/২৭

পত্র-৭৭

১। "নিত্যের মধ্যে নয়নপাত করিতে পারে, এমন রহস্যময় আত্মার চক্ষু কোথায় আছে। সে রহস্যকথা যাঁহারা বলিতে চান, তাঁহারা বলেন,—আমি তাঁহাকে প্রাণের পাঁজরে অনুভব করিয়াছি, আত্মার নয়নে দেখিয়াছি, দিব্যের কর্ণে শুনিয়াছি। সর্বাপেক্ষা সহজ পথ হইল "তুমি নীরব থাক, ঈশ্বরকে কথা বলিতে দাও।"

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির "ভাব সম্মেলন", শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু, পৃঃ ৩৬০

পত্র-৭৮

১। পুরুষের রতি শূন্য দিয়া তথি—
প্রকৃতি রসের অংগ।
প্রকৃতি হইয়া পুরুষ আচরে
করিবে সে নারীর সংগ॥
উল্‌টাইয়া রতি অতি বিপরীতি
প্রেম রতি অতিশয়।
চণ্ডীদাস কয় দেহ-রতি নয়
বিন্দুপাত নাহি হয়॥

বৈষ্ণব পদাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৪

পত্র-৮৫

১। আমাদের সত্তার তিনটী থাক আছে। একটা প্রাকৃত জীব—সে হাসে কাঁদে, অজ্ঞানের মাঝে ডুবে আছে। কিন্তু তারই মাঝে আছে একটি অপ্রাকৃত জীব। সুখদুঃখ সবকিছুর মধ্যেও সে আনন্দভুক্। তার অন্তর্জ্ঞান কখনও লোপ পায় না। এইটী চৈত্যপুরুষ বা বিশুদ্ধ জীব সে যেন চাঁদের কলার মত বেড়ে চলেছে। তার মাঝে আলোর আর কালোর দ্বন্দ্ব নাই, আছে শুধু আলো হতে আলোতে উত্তরণ। আরও ঊর্ধ্বে আছে কূটস্থ অবিচল শাশ্বত সত্তা। সে যেন সূর্যের মত একইভাবে চিরকাল জ্বলছে। প্রাকৃত জীবে এই চৈত্য সত্তা আর কূটস্থ সত্তা দুই-ই আড়াল হয়ে আছে। সাধকের মাঝে যখন আলোর পিপাসা জাগে তখন চৈত্যসত্তা হয় তার জীবনের পুরোধা, সে কূটস্থ সত্তার দিকে এগিয়ে চলে এবং একসময়ে তার সঙ্গে মিশে যায়।

পত্রলেখা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯

পত্র-৮৭

১। পাতঞ্জল যোগদর্শনে সমাধিপাদ। সূত্র-৫০

পত্র-৯১

১। বস্তুত মহাপ্রকৃতির জগন্মূর্ত্তিই সিদ্ধ দেহ। প্রাকৃত সাধকেরা শক্তি ও কল্পনা অনুযায়ী তার একেকটি ভাবসত্তাকে নিজের করে নেয়—এইমাত্র। সাংখ্যের সাধক এই তত্ত্বগুলিকে ছাড়িয়ে চলেন; কেননা তাঁর সাধনা পৌরুষের, বিদেহভাবনার। আর পুরুষের ওইটী সিদ্ধ না হলে, প্রকৃতিরও তো দেহসুখ সিদ্ধ হয় না। প্রাকৃত কাম হল দেহে-দেহে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি, তাই তা অতৃপ্ত। আর অপ্রাকৃত নবীন মদনের লীলা হল বিদেহ পরমপুরুষের বুকে পরমা প্রকৃতির সত্ত্বতনুর উল্লাস। শূন্যের বুকে পূর্ণতা।

পত্রলেখা, ২য় খণ্ড, শ্রীঅনির্বাণ, পৃ. ১৪৭

পত্র-৯৩

১। পুরুষের পক্ষে মুস্কিল এই যে, পুরুষ নারীর সম্পর্কে এসে বড় কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়ে। নারীর রূপযৌবন স্বভাবতই তার শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এই আগুনকে হোমশিখায় যে রূপান্তরিত করা চলে, অধিকাংশ পুরুষই তা জানে না। অর্থাৎ নারীর সুন্দর দেহের পিছনে যে একটী সুন্দর মন আছে, তার ধ্যান সে করে না। করলে দেখতে পেত, সুন্দর দেহের আড়ালে ওই সুন্দর মন একটা বিরাট শূন্যতা। এই শূন্যতাই রাধা চিত্ত। সে-চিত্ত যোগীর ভাষায়, নিরুদ্ধভূমিক। তারই ছটা ফোটে দেহের লাবণ্যে। সেই লাবণ্য পুরুষকে পাগল করে, কিন্তু তার আড়ালে যে-শূন্যতা রয়েছে তার সন্ধান দেয় না। পুরুষ তাই দেহটাকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করেও শেষপর্যন্ত কিছুই পায় না। প্রাকৃত ভালবাসার এই করুণ পরিণাম।

কোনও কোনও সহজিয়া এটা ধরতে পেরে বলেছিলেন 'রতিসুখকালে অধিক সুখ হি তা নাকি পুরুষে পায়?' বলাবাহুল্য এ-সুখ শূন্যতার সুখ। মেয়ে স্বভাবতই তা পায়, কিন্তু পুরুষ পায় না। সহজিয়া তাই আবার নারীর কাছে নতি স্বীকার করে বললেন, 'রমণকালেতে গুরু তুমি।' দেহসুখ বিশুদ্ধভাবে নারীই আস্বাদন করে, পুরুষ করে না—এটা কামশাস্ত্রকারেরাও আন্দাজ করে বলেছিলেন, 'সুরতান্তে সুখং পুংসাং স্ত্রীণাং তু সততং সুখম্'। কিন্তু এই সতত সুখ যে পরম শূন্যতা, তা বলেন নি। বস্তুত এই শূন্যতার ভিতর দিয়ে প্রত্যেক মেয়েই চকিতের জন্য হলেও শিবস্বরূপ-কেই পায়। কিন্তু সে-শিব তো তার দেহটা নিয়ে যে মাতামাতি করছে সে নয়। নয় বলেই প্রত্যেক মেয়েই (অবশ্য যদি আত্মসচেতন হয়) অন্তরের গভীরে অত্যন্ত নিঃসংগ 'অর্থাৎ কুমারী'। এই কুমারীই সতী। নারীর এই স্বধর্মের পরিণাম আমি মনে করি তার পাতিব্রত্য। পুরুষ তাকে বোঝেনি আজও; কিন্তু একদিন বুঝবে।

পত্রলেখা, ২য় খণ্ড, শ্রীঅনির্বাণ, পৃ. ১৪৪

পত্র-৯৪

১(ক) তোমার কথা হেথা কেহ ত বলে না
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধা সাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল॥

গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১(খ) সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজে জানিবে কে।

তিমির-অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥
চান্দের কাছে অবলা আছে
সেই সে পিরীতি সার।
বিষে অমৃতেতে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটী আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে॥
যেন আম্রফল অতি সে রসাল
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন বুঝে যেই জন
করহ তাহার আশা॥

বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস পদাবলী, পৃ. ১৫৬

পত্র-৯৫

১। সেই সে-রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে॥
নয়নে-নয়নে রাখিবে পিরীতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি॥
রাগের উদয় বসতি কোথা।
মদন মাদন শোষণ যথা॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই॥
স্তম্ভন-শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাস কহে রসের রীতি॥

বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস পদাবলী, পৃ. ১৫২

পত্র-৯৭

১। প্রেমসবোত্তরা সতি'র সেবা নিশ্চয়ই বাহ্য সেবা নয়। যে সেবা করে সে হ্লাদিনী; আর সেবা তাঁরই আনন্দ রূপ হয়ে তাঁর আনন্দ বিধান। ভক্ত নারী সে পরমা প্রকৃতি। পুরুষের দিকে তাকিয়ে সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে—এই রোমাঞ্চই জগদানন্দ, শ্রী, কমলা, ভুবনেশ্বরী। সেই আনন্দ দেখে পুরুষের আনন্দ, দর্পণে নিজেরই ছায়া দেখে নিজেকে সম্ভোগ করবার ব্যাকুলতা এবং সঙ্গে-সঙ্গে সেই ব্যাকুলতার অতৃপ্ত তর্পণ। কথাটি একটু গোলমেলে। পুরুষের বিদেহভাবনা মহাশূন্যের আনন্ত্যে যেমন ছড়িয়ে পড়ে, মেয়েদের 'প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা চারুতা'ও তেমনি সীমার মধ্যে থেকেই আনন্দের রোমাঞ্চে অসীম হয়ে ওঠে। এই রোমাঞ্চ যখন পুরুষের অনুভবে সঞ্চারিত হয় (নিত্যলীলায় তা হচ্ছেই, কিন্তু সাধকদের এটি জুটিয়ে আনতে হয়, বৈরাগী শিবকে আবার মদনের কারসাজিতে ফিরিয়ে আনতে হয় উমার বুকে), তখন এক অনির্বচনীয় অখণ্ড সামরস্যের উদ্‌গার চলে। এই হল পূর্ণাদ্বৈত। অনন্তকাল ধরে পুরুষ প্রকৃতি এমনি করে যুগনদ্ধ হয়ে আছেন, আর পরমা প্রকৃতির চতুর্বিংশতিতত্ত্বময়ী তনুতে রসের স্রোত বয়ে চলেছে। পুরুষের চেতনার আলোকপাতে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, পরমা প্রকৃতির হৃদয়ে জাগছে পারার্থ্যের এক অনির্বাণ আকূতি : 'আরও দিই, আরও দিই।' এই হল প্রেমসেবা। যে-শক্তি দিয়ে যে-আনন্দ দিয়ে এ-সেবা, সে তো তাঁরই আনন্ত্যের বিলাস। তাই ভুবন জুড়ে চলছে এই রসের উন্মাদনা।

পত্রলেখা, ২য় খণ্ড, শ্রীঅনির্বাণ, পৃ. ১৪৬-১৪৭

পত্র-৯৮

১। সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু।
কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্তপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশি যোগে শুকসারী যেই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলি কৃপায়॥

বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস পদাবলী, পৃ. ১৫২

পত্র-১০০

১। এখনও নারী পুরুষের মিলনে যে সৃষ্টি হচ্ছে, তা কতকটা যান্ত্রিক। অর্থাৎ কোন সঙ্গমে ক ক উৎপন্ন হবে আর কোন সঙ্গমে ক খ, তা কেউ বলতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন এটাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়

কি না। যদি করা যায়, তাহলে ইচ্ছামত ছেলে বা মেয়ের জন্ম দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু তার চাইতেও গুরুতর কথা হচ্ছে, পুরুষের একবার বীর্য নিষেকে যে কোটি কোটি স্পার্ম বেরিয়ে আসে তারা তো অনন্ত ভূত ভাবের প্রতীক অর্থাৎ তাদের মধ্যে মূঢ়তম জীবচেতনা হতে বুদ্ধচেতনা পর্যন্ত সব ভাবেরই বাহন রয়েছে। এর মধ্যে বুদ্ধচেতনাবাহী স্পার্মটিকে কী করে বেছে নেওয়া যাবে, যাতে ওটিই ওভামে জন্মাবার সুযোগ পাবে? যন্ত্র এখানে কিছু করতে পারবে না। মানুষের মন কি পারবে? প্রাচীনেরা বলেন, তা বোধহয় পারে। সংগমের সময় নারী যদি চিত্তকে ভ্রূ মধ্যে ধারণা করে সমাহিতা হয় এবং পুরুষও যদি তাই-ই হয়। তাহলে উভয়ের সমাহিত যোগিচিত্তের আকূতি ওই দিব্যভাবকে আকর্ষণ করে (আধুনিক ভাষায় বুদ্ধ-চেতনাবাহী স্পার্মটিকে আলাদা করে) নারীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করতে পারে। এই ধরনের সন্তানকে প্রাচীন তন্ত্রে বলা হয়েছে যোগিনী-ভূ সন্তান। এই হল সুপ্রজনন বিদ্যার চরম, যার অনুশীলন বৈদিক যুগেও হয়েছিল বলে প্রমাণ আছে। আধুনিক মনোবিদ্ ইয়ুংও একে অসম্ভব মনে করেন না।

পত্রলেখা, ২য় খণ্ড, শ্রীঅনির্বাণ, পৃ. ১১৭

পত্র-১০১

১। পৃথ্ব্যপতেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-২/১২

পত্র-১০৭

১। চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্ চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥
সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্॥
ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাশ্চ।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ॥
তৎ সূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্তোর্বিততং সং জভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ॥

ঋ-১/১১৫/১-২-৩-৪

২। অবলা মুরতি রসের বান
রসে ডুবুডুবু করে পরাণ।
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে
দরশ বাড়ায়া পরশ মাগে॥
দরশে পরশে রস প্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রস বিলাস॥

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, শংকরীপ্রসাদ বসু, পৃ. ১৯

পত্র-১১১

১। If you want a true mastery and transformation of the vital movements, it can be done only on condition you allow your pshyic, being the soul in you, to awake fully, to establish its rules, and opening all to the permanent touch of the Divine Sakti, impose its way of pure devotion, whole-hearted aspiration and complete uncompromising urge to all that is divine on the mind and heart and vital nature. There is no other way and it is no use hankering after a more comfortable path. Nanyah Panthā Vidyate Ayanāya.

Sri Aurobindo

পত্র-১১৭

১। অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥

গীতা-২/২৮

২ক। "It indicates a self-aware Force of existence of which mentality is a middle term, below mentality it sinks into vital and material movements which are for us sub-conscient; above, it rises into the supramental which is for us the superconscient. But in all it is the one and the same thing organised differently. This is Indian conception of chit which, as energy, creates the world."

Cross-Roads of Science and Philosophy,
Atindra Nath Bose, p. 121

২খ। I saw my soul a traveller through Times;
From life to life the cosmic ways it trods
Obscure in the depths and on the heights sublime,
Evolving from the worm into the god.

A spark of the eternal Fire, it came
To build a house in matter for the unborn.
The inconscient sunless Night received the flame,
In the mute seed of things dumb and forlorn.

The Miracle of Birth, Collected Poem,
Sri Aurobinda, p. 147

পত্র-১২০

১(ক) একটা কথা মনে পড়লো। ১৯১৩ সাল, আমার বয়স তখন সতের বছর। কলেজের ছুটিতে আশ্রমে এসেছি। সন্ধ্যার পর আসনঘরের সামনে আঙিনায় আমি আর ঠাকুর—আর কেউ নাই। তিথিটা বোধহয় অমাবস্যা ছিল। নির্মেঘ আকাশ একেবারে নিকষ-কালো। হঠাৎ ঠাকুর গড়গড়াটানা বন্ধ করে আস্তে-আস্তে বললেন, "এই যে কালো আকাশ দেখতে পাচ্ছ, এ-ও যেমন সত্য, তেমনি এই আকাশই আবার আলোর আকাশ। দিনরাতের পর্যায়ে নয়, একই সঙ্গে। সেখানে দিনরাত নাই। ব্রহ্ম যুগপৎ আলো এবং কালো—এইটি যেদিন বুঝবে সেইদিন তোমার সম্যক জ্ঞান হবে।"

প্রবচন, ২য় খন্ড, শ্রীঅনির্বাণ, পৃ. ৮৫

(খ) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বর্ণনা আছে ঃ কেউ যদি আদিত্যে থাকে, তাহলে সে তার নীচে আলো আর কালোর পর্যায় দেখবে। কিন্তু সেখানে ওই পর্যায় নাই। সেখানে সবই আলো অথবা সবই কালো। এখানে তোমাকে একটি গুহ্য রহস্য বলছি।

আভাস্বর ব্রহ্মজ্যোতিও অস্ত যায়, নামে সন্ধ্যার কালো আঁধার। তার মাঝে বিদ্যুৎ-চমকের মত অজানা সত্যের প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে বিদ্যুৎঝলকও থাকে না, অন্ধকারও থাকে না। যা থাকে, তা বোধমাত্র—তা "অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ"।

প্রবচন, ২য় খন্ড, শ্রীঅনির্বাণ, পৃ. ৩৬

পত্র-১২৬

১। ধন্য আমি শূন্যকুম্ভ পূর্ণকুম্ভ নই।
তাইত তোমার জলের খেলায়
তোমার বুকের তলে রই লো সখি—
বুকের তলে রই।...

বাংলার বাউল, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ. ৫৫

পত্র-১২৯

১। স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী-১১/৬

পত্র-১৩০

১। বোধিচিত্তের দুইটী রূপ রহিয়াছে, সংবৃত এবং পারমার্থিক। নির্মাণকায়ে অবস্থিত বোধিচিত্তই সংবৃত। এই বোধিচিত্ত স্বভাব-চঞ্চল এবং নিম্নগ; বোধিচিত্তের এই নিম্নগ চঞ্চল স্বভাবকে ঊর্ধ্বগ করিয়া স্থির করিতে পারিলেই সেটি পারমার্থিক বোধিচিত্তে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই বোধিচিত্তই দেহের পরম ধাতু—ইহাই বীর্যস্বরূপ; চঞ্চল নিম্নগতিতে সেই নির্মাণ করে, বিশ্বসৃষ্টি প্রবাহকে আবার ঊর্ধ্বগ স্থির রূপে সেই হয় পরমানন্দের কারণ—সেই হয় মুক্তি। পরমানন্দই মহাসুখ—আর মহাসুখই অদ্বয় সত্য, তাহাই আমাদের সহজ-স্বরূপ। পারমার্থিক বোধিচিত্তই মহাসুখরূপে আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করায়। এই সহজ স্বরূপ মহাসুখই 'সহজ-সুন্দরী' —সেই তো শূন্যতা বা নৈরাত্মাদেবী, সেই যোগীর 'নৈরামণি' যোগিনী। নাভিদেশে নির্মাণকায়ে সেই জ্বলিতে থাকে চণ্ডালীরূপে।—'চণ্ডালী জ্বলিতা নাভৌ'; কিন্তু মধ্যমার্গে সেই যখন ঊর্ধ্বগ হইয়া মহাসুখকায়বাসিনী হয় তখনই সে হয় 'সহজ-সুন্দরী'। তাহাকে শবরীও বলা হয়, ডোম্বীও বলা হয়,—'অস্পর্শা ভবতি যস্মাৎ তস্মাৎ ডোম্বী প্রকীর্ত্তিতা'।

ভারতীয় সাধনার ঐক্য, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ. ৩২

পত্র-১৩১

১। মহাপ্রভুর জীবনে দুটি নারীকে দেখতে পাই—লক্ষ্মী আর বিষ্ণুপ্রিয়া। বালিকা লক্ষ্মী তাঁতে নিবেদিতাত্মা হয়ে কিশোরী হল—কিশোরীর প্রেম কি অনির্ব্বচনীয় সুধা, নিমাই তা আস্বাদন করলেন। লক্ষ্মীও নিমাইকে আস্বাদন করলেন। অন্যোন্যসম্ভাবনে একটি নিটোল পূর্ণতা দেখা দিল সম্ভোগ-শৃংগারের। এই চিরকিশোর আর চিরকিশোরীর নির্মল শৃংগারই মহাপ্রভু প্রচার করতে এসেছিলেন।

পুরুষের ভালবাসায় বিপ্রলম্ভ সত্য নয়। কিন্তু প্রকৃতির ভালবাসায় বিপ্রলম্ভই সত্য। তাই নিমাই এর প্রবাসে লক্ষ্মী বিপ্রলম্ভের বেদনায় ডুবে গেলেন। বৃন্দাবন দাস বলেছেন, এই বিরহই কালসর্প হয়ে তাঁকে দংশন করেছিল। নিমাই বিদেশ থেকে ফিরে এলে প্রিয়ার এই বিপ্রলম্ভ তাঁতে সংক্রামিত হল। নিমাই যেন 'মরিয়া হলেন রজকাঝি'। তারপর সারাজীবন ওই

কিশোরী হৃদয়ের হাহাকারের আলেখ্য। এই কিশোরীর প্রেমই তিনি বিলাতে এসেছিলেন।

লক্ষ্মীর সম্ভোগ বিপ্রলম্ভে উত্তীর্ণ হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াতে ঘনবিগ্রহ হল। লক্ষ্মীতে সম্ভোগ আর বিপ্রলম্ভ। আর বিষ্ণুপ্রিয়ার শুধু বিপ্রলম্ভ। তিনি মহাপ্রভুকে আস্বাদন করেছেন শুধু বেদনার ভিতর দিয়ে, যা জীবমাত্রের নিয়তি।

এই যে বিপ্রলম্ভ, এ হল প্রেম-বৈচিত্ত্য। বিরহে লক্ষ্মীর ঘট ভেঙে গেল, তিনি সমুদ্রে মিশে গেলেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘট ভাঙল না। শুক্তির বুকে যেন সিন্ধুর কল্লোল, আর তাইতে এক অপরূপ মুক্তাবিন্দুর সৃষ্টি যার নাম প্রেম।

মহাপ্রভু তাঁর এই দুই আত্ম-প্রকৃতিতে নিত্য-বিলসিত। সীমার মধ্যে অসীমকে পাওয়ার আনন্দ-বেদনার তিনি ঘন-বিগ্রহ। প্রেম তাই "তপ্ত ইক্ষু চর্বণ"। সমস্তটা জীবন একটা ক্রন্দন, একটা রূপান্তর—যার বেদনার শেষ নাই, আনন্দেরও শেষ নাই। লক্ষ্মী-নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়ার ত্রিপুটীতে বাঙালীর জীবনের গুহ্যতম রসের তত্ত্বটি অভিব্যক্ত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রবচন, ৪র্থ খণ্ড, অনির্বাণ, পৃ. ১৬-১৭

পত্র-১৩৮

১। This philosophy was preached and lived by Plebian saints who had no homes; no caste and no creeds. A Hindu DARVES or Muslim Saint (Swami) was not uncommon or a quiant affair. The reminiscenses of this human religion are still widely heard in the folk songs of Bengal districts where ALLAH and HARI, Murshid and Guru, Peer and Sadhu are inextricably mixed up in a uniform strain love and fellowship. Islamic and Indian cults found here an organic systhisis upon a basis than which man has not found a surer one.

Cross-Roads of Science and Philosophy,
Atindra Nath Bose, p. 146

আধুনিক যুগের বাউলের কণ্ঠে সেই একই বাণী উচ্চারিত হয়েছে। "বাংলার বাণীর বীণাতন্ত্রে বাজবে সব-কটি সুর। সেই আগুনের সুরে phoenix পুড়ে ছাই হয়ে যায় যদি, যাক। আবার জাগবে নতুন phoenix, গাইবে নতুন যুগের গান। আমার—আজকের এই নিঃসংগ মুহূর্তটিতে যে

ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	পত্র নং	আছে	হবে
৫	১৪	৩	ধর্মবিরুদ্ধ	ধর্মানিরুদ্ধ
২২	১৪	১৬	তৈঃ উপঃ	তৈঃ উপ
২৭	১৪	২১	sweerhert	sweetheart
৩৭	২০-২১	২৭	ওঁ	ॐ
৪১	২৯	৩২	উপলব্ধি পারবে।	উপলব্ধি করতে পারবে
৪৩	৮	৩৩	সুষুমণার	সুষুম্নার
৪৪	২০	৩৪	সুষুমণাভাবনা	সুষুম্নাভাবনা
৫০	২৩	৪১	সুষুম্ণাকাণ্ড	সুষুম্নাকাণ্ড
৫৪	১২	৪৫	কূর্মনাজেং	কূর্মনাড্যাং
৬৩	১	৫৪	সাক্ষীভাব	সাক্ষিভাব
৭৩	১০	৬১	মহিমা-বোধ	মহিম-বোধ
৭৫	১০	৬৩	সুষুম্ণা	সুষুম্না
৯১	৩	৭৮	সক্তাকুমারীর	সক্তকুমারীর
৯২	১১	৭৯	আত্মনন্দের	আত্মানন্দের
১১৫	৩	১০০	সাধনকেই	সাধনাকেই
১৭৫	২৬	তথ্যপঞ্জী	Indian Thought	Indian Thought– Spirit Vs. Matter
১৮৩	২৯	তথ্যপঞ্জী	কদাচন	কশ্চন
১৮৬	১৭	তথ্যপঞ্জী	মমসঙ্গশস্ত্রেণ	মসঙ্গশস্ত্রেণ
১৯১	২	তথ্যপঞ্জী	সতি'র	সতী'র
১৯২	১৮	তথ্যপঞ্জী	যোনগুণে	যোগগুণে
১৯২	১৯	তথ্যপঞ্জী	রোগো	রোগো
১৯২	২১	তথ্যপঞ্জী	শ্বেতীশ্বতরোপনিষৎ	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
১৯২	২৯	তথ্যপঞ্জী	কল্লৌবিতং	কল্লোবিততং
১৯৬	২৫	তথ্যপঞ্জী	systhisis	synthesis